মাসুদ রানা ২৫৭

অনন্ত যাত্রা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এক

ক্যালগারি। দু'দিন পরের ঘটনা। অয়েল কনসালটেন্ট লুইস উইনিকের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা ও বয় ব্লাডেন। উইনিকের বয়স ষাটের মত। ছোটখাট মানুষ। মাথা ভরা টাক, সাদাটে বেড়াল চোখ। চেহারা বিষণ্ণ ধরনের। আফসোস প্রকাশ করছে লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে। 'আমি খুবই দুঃখিত, মিস্টার মাসুদ রানা। বিলিভ মি, খুবই দুঃখিত। ফাইন্ডিংসের ওপর বেসিস করে ফ্যাক্টস্ বের করি আমি। তথ্য যদি সঠিক না থাকে, তাহলে ফল যা হওয়ার তাই হতে বাধ্য। এখানে আমার কোন দোষ নেই।' আনমনা হয়ে গেল মানুষটা। 'আমি ভাবতেই পারি না ওরা এমন একটা কাজ করল...'

'আপনি তাহলে কিংডমে তেল আছে আশা করছেন?' জানতে চাইল রানা।

'আপাতত এটুকু বলতে পারি, অ্যান্টিসিলিনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত হতে হলে কম করেও আরও গোটা দশ-বারো ইকো সাউন্ড স্টাডি করতে হবে আমাকে। একটা কথা মনে রাখবেন, অ্যান্টিসিলিন থাকলেই তেলও থাকবে, তেমন কোন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। আমরা বড়জোর আশা করতে পারি, দ্যাট'স অল।'

খুব একটা উজ্জীবিত হওয়ার মত নয় খবরটা, তবু গতবারের

ফিগারগুলোর ব্যাপারে বয় যে সন্দেহ পোষণ করেছিল, তা সঠিক প্রমাণ হওয়ায় কিছুটা উৎসাহ বোধ করল মাসুদ রানা। ওর সাথে কথাবার্তা মোটামুটি ঠিক করে আগেই নিজের কর্মস্থল, পীস রিভার ফিরে গিয়েছিল গ্যারি কিওগ। তাকে টেলিগ্রাম করে উইনিকের সতর্ক আশাবাদের খবর জানাল বয়। তারপর ড্রিলিং ক্রু, টেকনিশিয়ান সংগ্রহ করার উদ্দেশে এডমন্টন চলে গেল। কথা থাকল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাম লাকি পৌঁছবে সে, পনি ট্রেইল ধরে পৌঁছে যাবে কিংডমে। নতুন করে ইকো সাউন্ড রেকর্ড করার কাজে হাত লাগাবে।

মাসুদ রানা রয়ে গেল ক্যালগারি। গোছগাছ শেষ হলে খবর দেবে বয়, তখন উইনিককে নিয়ে কাম লাকি রওনা হবে ও। কাম লাকিতে কেউ এখন আশ্রয় দেবে না রানাকে, তাই সোজা কিংডম গিয়ে উঠবে। মানুষ হিসেব করে অন্তত দু'মাস চলার মত পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে আসবে বয় ব্লাডেন, অতএব চিন্তা নেই।

অ্যাচেনসনের অফিস থেকে আলবেরি কিংডমের যাবতীয় ফাইলপত্র আনিয়ে নিল রানা। রেখে দিল উইনিকের জিম্মায়। ড্রিলিং সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর, উইনিক সাহায্য করল এ ব্যাপারে। রোজই একবার করে হোটেলে আসে লোকটা, খোঁজ-খবর নেয় মাসুদ রানার। কোন অপরাধ বোধ তাকে দিয়ে করায় এ কাজ, না রজার ফেরগাস রানাকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে বলে গেছেন বলেই করে, কে জানে! রোজই ওর জন্যে ড্রিলিং সম্পর্কিত বই-ম্যাগাজিন নিয়ে আসে। একদিন দু'দিন পর পর রানাকে পেট্রোলিয়াম ক্লাবে নিয়ে যায়। অয়েল ম্যানদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ওকে, একসাথে ডিনার করে। দুই সপ্তাহের মধ্যে ড্রিলিং ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আহরণ করে ফেলল মাসুদ রানা।

একই সাথে শরীরের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

দিনে দিনে নির্জীব হয়ে পড়ছে রানা। একদিন সকালে বিছানা থেকে নামার মত শক্তিও অবশিষ্ট রইল না। জানা তো ছিলই পরিণতি, তবে তা যে সময়ের আগেই এসে পড়বে, কে বুঝেছিল? একবার ভাবল রানা উইনিককে খবর দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিয়েছে সে চিন্তা। কি লাভ? কি করবে সে এসে? বরং শান্তিতে মরা বরবাদ করবে মাসুদ রানার।

বিকেলে দেখা করতে এসে ওর অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল কনসালটেন্ট, তক্ষুণি তলব করল নিজের হাউজ ফিজিশিয়ানকে। নিষেধ করেছিল রানা, জানিয়েছে তাকে ওর অসুখের কথা, কানে তোলেনি উইনিক। ডাক্তার এল, পরীক্ষা করে এক মুহূর্তও দেরি না করে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিল রানাকে। পাত্তা দেয়নি ও। নিশ্চিত জানে রানা, হাসপাতালে একবার ঢুকলে আর বের হতে পারবে না। রকির হিম, ছুরির মত তীক্ষ্ণধার বাতাস ওর জন্যে ভাল ছিল, এখন বুঝতে পারছে মাসুদ রানা। এরমধ্যে খবর পাঠিয়েছে বয় ব্লাডেন, লোকজন-রসদ ইত্যাদি নিয়ে কাম লাকি রওনা হয়ে যাচ্ছে সে দু'একদিনের মধ্যে।

সমতল ক্যালগারির বাতাসের তুলনায় রকির বাতাস অনেক অনেক উপকারী ছিল, ব্যাপারটা টের পাওয়ামাত্র ওখানে ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, মরতে হলে রকিতে গিয়েই মরবে মাসুদ রানা, এখানে নয়। তৈরি হতে কয়েকদিন লাগল, এক সকালে উইনিকের গাড়ি নিয়ে জ্যাসপারের উদ্দেশে যাত্রা করল রানা আর উইনিক।

সে-রাত জ্যাসপারে কাটাল ওরা। খবর পেয়ে জনি কার্সটেয়ার্স, জেফ হার্ট দেখা করতে এল। রানার অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল ওরা। 'রকির বাতাস আপনার জন্যে ভাল ছিল, মিস্টার রানা,' বলল জনি। 'আমি শিওর। আপনি ওখানেই থাকুন গিয়ে। একদিন

বলেছিলাম না, আগের থেকে অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে আপনাকে? তাড়াতাড়ি চলে যান।'

দুর্বল হাসি দিয়ে মাথা দোলাল ও। 'তাই যাচ্ছি।'

'কেউ কোনরকম ঝামেলা করলে শুধু একটা ফোন করবেন আমাকে।'

'করব।'

পরদিন কীথলি ক্রীকে যাত্রাবিরতি করল রানা-উইনিক। রাতটা কোনমতে কাটিয়ে পরেরদিন দুপুরের আগেই পৌঁছে গেল কাম লাকিতে। গত দু'দিন বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর, এদিকের রাস্তাঘাট ডুবে গেছে গোড়ালি সমান কাদায়। এরই মধ্যে পরিবর্তনটা টের পেতে শুরু করেছে মাসুদ রানা, অনেক ভাল বোধ হচ্ছে এখন ওর। প্রায় নিঃসাড় হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘোড়ার মত লাফ জুড়েছে, প্রচুর রক্ত পাম্প করছে এখন। দূর থেকে সলোমন'স জাজমেন্টের জোড়া চুড়ো চোখে পড়তে মনটা খুশি হয়ে উঠল, হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে এল মাসুদ রানার।

ট্রিভেডিয়ানের বাঙ্কহাউসের সামনে থামল না ওরা, সোজা গিয়ে ডানে বাঁক নিল, বনের ভেতর দিয়ে থান্ডার ক্রীকের দিকে চলল। রানা অবশ্য বলেছিল উইনিককে, পিটার রাস্তায় গেট বসিয়েছে। গার্ড আছে সেখানে। যেতে দেবে না ওদের। পাত্তা দেয়নি উইনিক। রজার ফেরগাসের সাথে বহু বছর কাজ করেছে সে, প্রায় বন্ধুর মত ছিল দু'জনে। তার ছেলের পার্টনার উইনিককে অন্তত বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ভুলটা ভাঙল তার।

ক্রীকের মাইলখানেক আগে এক হেভি টিম্বারের বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো উইনিককে। নতুন রাস্তা যেখানে পিটারের জমির প্রান্তে পুরানো রাস্তার সাথে যোগ হয়েছে, সেখানে

তৈরি করা হয়েছে গেটটা। তার ওপাশে কাঠের ছোট এক গার্ড হাউস। গেটের বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কঠোর চেহারার এক সশস্ত্র গার্ড। ওদের দু'জনকে দেখল সে। 'গেট-পাস আছে?'

'আমার নাম লুইস উইনিক,' জানালার কাঁচ নামিয়ে বলল কনসালটেন্ট। 'হেনরি ফেরগাসের বন্ধু আমি। হয়েস্ট ক্যাম্পে যাব।'

'ও নামে কাউকে চিনি না আমি, মিস্টার। পিটার ট্রিভেডিয়ানের চাকরি করি আমি। ক্যাম্পে যেতে হলে তার পাস আনতে হবে।'

রেগে উঠল উইনিক। 'ক্যাম্পের চার্জে কে আছে?'

'নাম তার বাটলার। কিন্তু সে আপনার কোন কাজে লাগবে না, মিস্টার, যদি গেট-পাস দেখাতে না পারেন। ফিরে যান কাম লাকি, পিটারের ট্রান্সপোর্ট অফিস...' থেমে গেল লোকটা পিছন থেকে এক দৈত্যাকার আমেরিকান ট্রাক আসতে দেখে। গেট আগলে দাঁড়িয়ে থাকা কারের উদ্দেশে হর্ন বাজাল ওটা। 'সাইডে যান!' বলে উঠল গার্ড ব্যস্ত কণ্ঠে। 'ট্রাক আসছে।'

একটু পর ওদের পাশ কাটিয়ে সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকটা গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল ক্রীকের দিকে। গেট বন্ধ করে চলে গেল গার্ড। 'ইচ্ছে করছে গেট ভেঙে ঢুকে যাই,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল উইনিক।

'লাভ নেই। চলুন, ফেরা যাক। পনি ট্রেইল দিয়েই উঠব আমরা।'

'দেখা যাক,' রেগেমেগে গাড়ি ঘোরাল কনসালটেন্ট। 'দেখি পিটার কি বলে।' ভ্যালির দিকে গাড়ি ছোটাল সে।

'কোন লাভ নেই দেখা করে,' বলল মাসুদ রানা। 'অনর্থক সময় নষ্ট হবে, তিক্ততা বাড়বে। পিটার পাস দেবে না।'

'নিশ্চই দেবে!'

'মনে হয় না।'

'চলুন, দেখাই যাক।'

ঝোড়ো গতিতে অল্প সময়ের মধ্যে কাম লাকি পৌঁছে গেল ওরা। বাঙ্কহাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল উইনিক। 'আপনি অপেক্ষা করুন। আমি দেখা করে আসি পিটারের সাথে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'যান। কিন্তু মাথা গরম করবেন না।'

'তা করব না,' হেসে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।

সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকল ও। এদিক-ওদিক তাকাল, কেউ নেই রাস্তায়। একদম ফাঁকা। দশ মিনিট পর পিটারের অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল উইনিককে। ছোট পায়ে খুব দ্রুত হেঁটে আসছে, রাগে লাল হয়ে আছে মুখটা। 'ঠিকই বলেছিলেন!' গাড়িতে উঠে বসল সে, গায়ের জোরে আছড়ে বন্ধ করল দরজা। 'দিল না পাস ব্যাটা! ঘোড়ায় চেপেই যেতে হবে এখন।' রানার দিকে তাকাল উইনিক। 'পথ চেনেন আপনি?'

'না। তবে যেতে পারব আশা করি।'

'কি ভাবে?'

'স্থানীয় একজনের সাহায্যে।'

'স্থানীয় লোক সাহায্য করবে আপনাকে?' বিস্মিত হলো উইনিক।

'আশা তো করি। চলুন, এখানকার হোটেলে ঢুঁ মেরে আসি।' লোকটা স্টার্ট দিতে যাচ্ছে দেখে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'এইতো, বাঙ্কহাউসের পিছনেই ওটা।'

নেমে পড়ল ওরা। কাদা ঠেলে এগোল ম্যাক'স প্লেসের দিকে। 'এখানে আপনাকে সাহায্য করার মত মানুষ তাহলে আছে?' প্রশ্ন করল উইনিক।

'একজন সম্ভবত আছে।'

'কি নাম তার?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। ও নিজেই আসলে নিশ্চিত নয় লোকটির ব্যাপারে। যদি সে রাজি না হয়, কীথলি অথবা এমনকি সেই জ্যাসপার পর্যন্ত ফিরে যেতে হতে পারে রানাকে। ঘোড়া এবং গাইড, তার সাথে সম্ভব হলে জনিকে নিয়ে আসতে হবে। যদিও মনে বিশ্বাস আছে, সাহায্য ঠিকই পাবে ও এখানে।

'এখন আমি শিওর, হেনরিই গত সার্ভের ফলাফলে গণ্ডগোল ঘটিয়েছে পিটার ট্রিভেডিয়ানকে দিয়ে,' আনমনে বলে উঠল উইনিক।

'কি করে শিওর হলেন?'

'ক্যালগারি থেকে আসার আগেরদিন হেনরি আমাকে কাম লাকি আসতে বারণ করেছিল। আপনাকে সাহায্য করলে সে নিজে বা তার বন্ধুদের কেউ আমাকে আর কোন কাজ দেবে না বলেও শাসিয়েছে। এত কিছু করার কি প্রয়োজন ছিল ওর? আমি জানি ওর মাথায় দুনিয়ার প্যাঁচঘোঁচ পাক খায় সারাক্ষণ, তাই বলে আমার সাথেও এই আচরণ করবে ভাবিনি।'

'কাজ দেবে না বলে হুমকি দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ও-ভয়ে টলে না উইনিক। একবার যখন জানতে পেরেছি, যে-জন্যেই হোক ভুল ছিল আমার সার্ভে রিপোর্টে, তা শোধরাবার জন্যে কিংডম তো কিংডম, নরকে যেতে হলেও যাব আমি। যাবই।'

গোল্ডেন কাফে এসে পৌঁছল ওরা। দরজা ঠেলে প্রকাণ্ড বার রুমে ঢুকে পড়ল। বুড়ো ম্যাক ছাড়া কেউ নেই ভেতরে। মাসুদ রানাকে দেখে সতর্ক হাসি দিল বৃদ্ধ। 'দুঃখিত, মিস্টার রানা। আপনাকে থাকতে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' হাসল ও। 'থাকতে আসিনি আমরা। এসেছি গলা ভেজাতে, অবশ্য তাতেও যদি আপত্তি থাকে আপনার...'

'স্কচ চলবে?' তিক্ত কণ্ঠে বাধা দিল ম্যাক।

'শিওর।' পাশে দাঁড়ানো উইনিককে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ও।

চোখ কুঁচকে রীতিমত বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গি করল ম্যাক। 'নাম শুনেছি। আপনিই তাহলে অয়েল কনসালটেন্ট? তা এখানে কি মনে করে, মিস্টার উইনিক?'

'এঁকে নিয়ে কিংডমে যাওয়ার ইচ্ছে আমার,' বলল মাসুদ রানা। 'কিন্তু ক্রীক রোডে দেখলাম গার্ড বসানো হয়েছে।'

'আয়ি,' মাথা দোলাল লোকটা। 'হয়েস্ট ক্যাম্পেও আছে গার্ড। ও পথে কিংডম যেতে পারবেন না পিটারের পাস ছাড়া।'

'বুঝতে পেরেছি।'

মাথা দোলাল ম্যাক। 'সে অন্যায় কিছু করছে বলে ভাববেন না যেন। পুরো থান্ডার ক্রীক পিটারের সম্পত্তি, তাই...'

'কিংডমের পনি ট্রেইল কোথায় শুরু বলুন তো?' এক ঢোঁক হুইস্কি গিলল রানা।

'পনি ট্রেইল?' চোখ কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের। সরু সরু, গাঁট সর্বস্ব আঙুল দিয়ে থুতনি ডলল সে। 'যেখানে পিটার গেট বসিয়েছে, তার খানিকটা আগে ডানে একটা বাঁক আছে, ফর্ক লাইটনিং মাউন্টেনের পাশ দিয়ে। ওই পথ দিয়ে গেলে জাজমেন্টের উত্তর পীকের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন।' মাথা দোলাল লোকটা। 'খুবই কঠিন রাস্তা, আপনি যেতে পারবেন বলে মনে হয় না। অন্তত গাইড ছাড়া।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমিও তাই ভাবছি। ম্যাক্স কোথায়

আছে জানেন? এখানে আছে, না বাইরে কোথাও গেছে?'

'ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান? ও ওর ঘরেই আছে। কিন্তু ওকে বলে লাভ নেই। ম্যাক্স সাহায্য করবে না আপনাকে।'

'ওর বাসাটা কোথায়?'

মুহূর্তখানেক কি যেন ভাবল বৃদ্ধ। তারপর বাহু ধরে ওকে টেনে নিয়ে গেল একটা জানালার কাছে। পিটারের বাঙ্কহাউসের পিছনে, পাহাড়ের ঢালে ভাঙাচোরা এক কাঠের ঘর দেখাল আঙুল তুলে। ঘরটা মানুষ বাসের উপযোগী বলে মনে হলো না মাসুদ রানার। 'ওই ঘরে থাকে ম্যাক।'

পানীয় শেষ করে উঠে পড়ল ও। উইনিকের উদ্দেশে বলল, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমার ফিরতে বেশি সময় লাগবে না।'

দরজার সামনে ওর পথ রোধ করল বৃদ্ধ হোটেল মালিক। 'সাবধানে যাবেন, মিস্টার। ম্যাক্স আজব এক চীজ। ও কিসে খুশি হয়, কিসে রেগে যায়, বোঝা খুব মুশকিল।'

'ধন্যবাদ, ম্যাক। সাবধানে থাকব আমি।'

হোটেল থেকে বের হতেই পিটারকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমাণ এক ট্রাকে উঠে পড়ল সে, রওনা হয়ে গেল ট্রাক ক্রীক হেডের দিকে। মনে মনে হাসল রানা। ও আবার কাম লাকি এসেছে, অতএব ব্যস্ততা বেড়ে গেছে তার। নিশ্চই গার্ডদের আরও কিছু কঠিন কঠিন সবক শেখাতে যাচ্ছে এখন। ম্যাক্সের ঘরের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। পাথরের চিমনি দিয়ে হালকা ধোঁয়া বের হতে দেখা গেল। উৎরাই পেরিয়ে যখন ঘরটার বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছল রানা, তখন জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা।

নক্ করার আগে পিছনে তাকাল রানা। পিটারের বাঙ্কহাউস,

ম্যাকের হোটেল, লেক, সবকিছু ছবির মত লাগছে। প্রথম নকে কোন সাড়া মিলল না, ভেতরে কোথাও কোন আওয়াজও উঠল না যা শুনে বোঝা যায় ভেতরে কেউ আছে। দ্বিতীয় নকের পর ঘরটা মনে হলো দুলে উঠল খানিকটা, ভেতরে ভারী বুট জুতোর আওয়াজ উঠল। সশব্দে খুলে গেল দরজা। রানাকে দেখে বেকুব হয়ে গেল ম্যাক্স, আহাম্মকের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। ওর মধ্যেও পিটারের বাঙ্কহাউসের দিকে এক পলক তাকাতে ভুল হলো না দানবের।

'ভেবো না, ম্যাক্স,' বলল মাসুদ রানা। 'তোমার ভাই থান্ডার ক্রীক গেছে, অফিসে নেই। ভেতরে আসতে পারি আমি?'

'জা, আসুন।'

ও ঢুকতে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'কেন এসেছেন আপনি?'

স্বল্পবুদ্ধি দানবটার মেজাজ বোঝার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। দরজার কাছ থেকে সরেনি সে তখনও। চাউনি সরু করে দেখছে ওকে সামনে ঝুঁকে, দীর্ঘ বাহু বন মানুষের মত দেহের দুদিকে শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলছে। যে কোন মুহূর্তে খেপে উঠতে পারে ম্যাক্স, আশঙ্কা করল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওর ওপর। হঠাৎ হেসে উঠল সে রানার ধারণা মিথ্যে করে দিয়ে। 'চলুন,' বলল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'ভেতরে গিয়ে বসবেন।'

পাশের রুমে এল রানা লোকটাকে অনুসরণ করে। একটা খাট, দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল, এই আছে কেবল আসবাব বলতে। খাটের ওপর বিছানা এলোমেলো, নোংরা। পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে রুমের এক কোণে। 'বসুন,' বলল ম্যাক্স।

'ধন্যবাদ।' বসল মাসুদ রানা। পকেট থেকে সিগারেট বের

করে লোকটাকে দিল। খানিক দ্বিধা করে নিল সে। লাইটার জ্বেলে এগিয়ে ধরল রানা, ম্যাক্স ধরাতে নিজেও একটা জ্বালল। 'বেশ কিছুদিন পর দেখা, তাই না, ম্যাক্স?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছ তুমি?'

'ভাল। ধন্যবাদ।'

কিছু সময় নীরবে ধূমপান চলল। 'ম্যাক্স, একটা সমস্যায় পড়েছি। তোমার সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

চেহারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল লোকটার। 'কি সাহায্য?'

'আমি কিংডম যেতে চাই। কিন্তু পনি ট্রেইল চিনি না। তুমি পৌঁছে দেবে আমাকে ওখানে?'

ওকে নীরবে দেখল খানিক লোকটা। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'পিটার চায় না আপনি ওখানে যান।'

'তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাসতে, ম্যাক্স?' নরম, কোমল গলায় প্রশ্ন করল মাসুদ রানা, যেন দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাথে কথা বলছে।

'জা, খু-উ-ব ভালবাসতাম। কিন্তু আমার সৎ মা পছন্দ করত না আমাকে, বাবার কাছে যেতে দিত না। রাতে আমাকে স্টেবলে থাকতে বাধ্য করত, ঘরেই ঢুকতে দিত না।'

'সে যাক, বাবাকে তো ভালবাসতে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই!'

'তাহলে তোমার বাবার কথা ভেবে হলেও আমাকে কিংডমে নিয়ে যাওয়া উচিত তোমার, ম্যাক্স।'

'কেন?' মন্তব্যটা নিয়ে খানিক ভেবে প্রশ্ন করল সে।

'তোমার বাবা কিং সাউলকে খুব ভালবাসতেন, তুমি তো জানোই, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'সব সময় শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই, ম্যাক্স। কিং তোমার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী বলে তুমি যা জানো, তা ঠিক নয়। ওঁরা দু'জন পরস্পরকে খুবই ভালবাসতেন। মনে হয় এখনও বাসেন। কিঙের দোষ একটাই ছিল, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন কিংডমে তেল আছে। গত কয়েকদিনে আমিও প্রমাণ পেয়েছি তেল সত্যিই আছে ওখানে। তাই যেতেই হবে আমাকে।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল লোকটা। 'কিন্তু পিটার খুব রেগে যাবে তাহলে।'

'তুমি জানো এতদিন আমি ক্যালগারি ছিলাম?'

মাথা দোলাল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান।

'খুব অসুস্থ ছিলাম আমি, প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম। তুমি জানো না ক্যান্সার হয়েছে আমার, বেশিদিন বাঁচব না আমি, সে জন্যেই তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছতে চাইছি। তোমার-আমার দু'জনের জন্যেই আমার কিংডমে পৌঁছানো খুব জরুরী, ম্যাক্স। মনে করো সত্যিই যদি তেল থেকে থাকে ওখানে, এবং তা আবিষ্কারের আগেই মৃত্যু হয় আমার, তাহলে কিং সাউলের আত্মার প্রতি চরম অবিচার করা হবে, এবং সে জন্যে তুমি দায়ী হবে। কারণ সার্ভে রিপোর্টটা তুমিই নিজ হাতে পৌঁছে দিয়েছিলে তাঁকে, এবং ওটা পড়ে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান তিনি। তাই না বুঝে হলেও তুমিই দায়ী কিং সাউলের মৃত্যুর জন্যে। সে দায় থেকে তোমার বাঁচার একটাই পথ আছে, সে হচ্ছে আমাকে কিংডম পৌঁছে দেয়া। যদি তুমি তা না করো, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিং সাউলের অতৃপ্ত আত্মা তাড়া করে ফিরবে তোমাকে।'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল লোকটা, কিন্তু সুযোগ দিল

না মাসুদ রানা। দ্রুত দরজার কাছে চলে এল, হাতল ধরে ঘুরে তাকাল। 'আমার সাথে এক অয়েল ম্যান আছে, সে-ও যাবে। দুটো ভাল ঘোড়া নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে থান্ডার ভ্যালি এন্ট্রান্সে এসো, আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব। আর পিটার টাউনে নেই, তোমার এখানে আসার পথে ক্রীক হেডের দিকে যেতে দেখেছি তাকে আমি। কোন ভয় নেই তোমার।'

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। গোল্ডেন কাফে ঢুকে উইনিককে অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করতে দেখল। নিচু কণ্ঠে বিষয়টা তাকে জানাল ও, বেরিয়ে পড়ল হোটেল ছেড়ে। আধ ঘণ্টা পর থান্ডার ক্রীক হেডের মাইলখানেক আগে ডানে একটা বাঁক দেখে গাড়ি ঘোরাল উইনিক, বড়সড়, ঘন এক ঝোপের আড়ালে পার্ক করল। ক্রীক রোড থেকে দেখা যায় না জায়গাটা। ওদের সামনে ছোটখাট এক পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে গেছে সরু এক ট্রেইল, এই পাহাড়ই সম্ভবত ফর্কড লাইটনিং মাউন্টেন।

ওরা পৌঁছার পর আরও আধ ঘণ্টা কাটল, দেখা নেই ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানের। বোধহয় ব্যর্থ হয়েছে ওর চালাকি, ভাবতে শুরু করেছে মাসুদ রানা, এই সময় দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। একটু পর ঝোপের এপাশে চলে এল ম্যাক্স। সেদিনের সেই বিশাল সাদা ঘোড়াটার পিঠে চেপে আছে সে, আরও দুটো স্যাডল সেট করা ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে হাতে। রানা-উইনিককে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল লোকটা। 'চালাতে পারবেন তো?' উইনিককে প্রশ্ন করল ম্যাক্স।

'পারব। ধন্যবাদ।'

মাসুদ রানার দিকে নজর দিল সে। 'আপনার অভ্যেস নেই নিশ্চই?'

'অনেকদিন চড়িনি ঘোড়ায়,' বলল ও। 'তাছাড়া ওয়েস্টার্ন

স্যাডলে এই প্রথম।' গভীর, প্রায় বালতির মত স্যাডলে নড়েচড়ে বসল রানা।

চিন্তিত চোখে ওকে দেখল ম্যাক্স। এমনিতে প্রায় শিশুর মতই নির্বোধ সে সব ব্যাপারে, আলাদা কেবল ঘোড়ার প্রশ্নে। কার মুখে যেন শুনেছে রানা, ম্যাক্সের মত ওস্তাদ রাইডার; বিশেষ করে পাহাড়ে চড়ার ক্ষেত্রে, এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই। 'ঠিক আছে, আপনি পিছনে থাকুন আমার। লাগাম ঢিলা রাখবেন, নিজেও গা ছেড়ে বসবেন, পুরো রিল্যাক্সড থাকবার চেষ্টা করবেন। কোনরকম অসুবিধে দেখলে ডাক দেবেন আমাকে। ওকে?'

'ওকে।'

'লেট'স গো,' বলেই অদ্ভুত এক লাফে নিজের স্যাডলে উঠে বসল ম্যাক্স, দুই গোড়ালি দিয়ে আঘাত করল ঘোড়ার পেটে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন চেষ্টা করল না মাসুদ রানা, ঘোড়ার সাথে তাল বজায় রাখার প্রয়াস চালাল কেবল, ওতেই কাজ হলো। মাত্র পনেরো মিনিটে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে সক্ষম হলো ঘোড়ার লাফ ও দুলুনির সাথে। আধ ঘণ্টা চলার পর এক পাহাড়ী নদী পড়ল পথে। বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে নেমে পড়ল ঘোড়া, স্রোতের সাথে লড়াই করে অতিক্রম করল সেটা, তারপর আবার চলা। এবার ক্রমাগত চড়াই।

এতই দুর্গম পথ, দশ-পনেরো মিনিট পর পর বিশ্রাম না নিলে এগোনো অসম্ভব। কারও মুখে কথা নেই। কিছুক্ষণ চলা, তারপর বিশ্রাম, আবার চলা। প্রতিবার বিশ্রামের সময় লক্ষ করেছে মাসুদ রানা, উইনিক বেশ উদ্বেগের সাথে নজর রাখছে ওর ওপর। লোকটা বিজ্ঞানী, তাই ভেবে পাচ্ছে না, সেদিন যাকে সোজা গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে পড়তে বলেছিল ডাক্তার, সে কি রহস্যজনক উপায়ে এখনও দু'পায়ে খাড়া আছে! তারওপর এমন অসম্ভব রকম

চড়াই ভেঙে পাহাড়েও চড়ছে!

ওদিকে পথ চলার ক্লান্তি সত্ত্বেও মাসুদ রানাও লক্ষ করেছে, যতই ওপরে উঠছে, ততই যেন দেহে বল ফিরে আসছে ওর। ততই যেন সুস্থ-সবল মনে হচ্ছে নিজেকে। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে চলেছে। বেশি বেশি রক্ত পাম্প করছে হৃৎপিণ্ড, সবচেয়ে বড় কথা, দম নিতে অসুবিধে প্রায় হচ্ছেই না।

দুপুরের একটু পর মাথার ওপরের গাছের ছাতা পিছনে ফেলে এল ওরা। অনেক নিচে, পিছনে পড়ে গেছে তখন থান্ডার ক্রীক। হয়েস্ট ক্যাম্পটাকে বাচ্চাদের খেলনা ঘরের মত লাগছে দেখতে। ওদের চারদিকে অসংখ্য বরফের চাদর মুড়ি দেয়া পাহাড় চূড়া, মাথাটা কেবল বেরিয়ে আছে চাদর ভেদ করে। বাতাসে ভেজা পাথর, পচা পাতা ইত্যাদির মিলিত গন্ধ। সামনে, আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সলোমন'স জাজমেন্টের যমজ পীক। আলবেরি কিংডমের প্রবেশদ্বারের দুই রক্ষী যেন ওরা।

যত ওপরে উঠছে তিন ঘোড়সওয়ার, ততই ক্রমশ বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে ও দুটো। এক সময় একটা অন্যটার সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে চূড়া একটাই বুঝি, মাসুদ রানা যেমন দেখেছিল প্রথমবার কাম লাকি আসার সময়। সূর্য ডুবতে ঘণ্টা খানেক বাকি আছে আর, এই সময় থামল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। ওদের কয়েকশো গজ নিচে, পায়ের কাছে বড় একটা গোল গামলার মত বিছিয়ে আছে কিংডম। বরফ তেমন নেই, চারদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ। চমৎকার এমারেল্ড সবুজ, তার মাঝে অসংখ্য রূপালী ফিতে—বরফ গলা পানি বয়ে যাচ্ছে সরু নালা বেয়ে।

মাসুদ রানার সামান্য ডানে রয়েছে আলবেরি সাউলের র‍্যাঞ্চ হাউস, ওদিকে নাক বরাবর সামনে হেনরি ফেরগাসের বাঁধের অসমাপ্ত অংশ। পাশাপাশি একজোড়া ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে তার

এপাশে, একটা চুড়োর আড়ালে। ওটা কিংডমের নিজস্ব জমি, এবং ট্রাক দুটো নিঃসন্দেহে বয় ব্লাডেনের। বার্ন থেকে বের করে এনেছে সে। অর্থাৎ কাজে লেগে পড়েছে লোকটা। কাজের মানুষ, ভেবে সন্তুষ্ট হলো ও।

পথশ্রমে চরম ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা, তবু ভাল লাগছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হুমকি নেই, ওষুধ খাওয়ার বাধ্য-বাধকতা নেই, ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলার জন্যে খবরদারি করার কেউ নেই, আছে কেবল নির্মল শান্তি।

'ম্যাক্স, এবার আমরা যেতে পারব,' বলল রানা। হাত বাড়াল হ্যান্ডশেক করার জন্যে। 'তুমি ফিরে যাও। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

নড়ল না মানুষটা। একভাবে তাকিয়ে আছে কিংডমের দিকে। পোড়া বার্নের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সেখানে নতুন ঘর তৈরি করেছে বয় ও তার সঙ্গীরা, তাই দেখছে। 'ওটা নতুন তৈরি করা হয়েছে!' ঘরটা দেখাল ম্যাক্স থুতনি তাক করে।

'হ্যাঁ,' বলল মাসুদ রানা।

মুখ তুলে জাজমেন্টের পীক দেখল লোকটা। কি যেন ভাবল। 'আমার বাবা আর কিং সাউল বোধহয় ওখানে আছে এক সাথে।' রানার দিকে ঘুরল সে। 'মৃত্যুর পর আমাদেরকেও ওখানে যেতে হবে?'

নীরবে মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ।'

'স্বর্গ অথবা নরকে?' হেসে উঠল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'পৃথিবী যেমন শয়তান, বদ মানুষের আখড়া, স্বর্গ-নরকও তাই। সব জায়গা যদি ওরাই দখল করে থাকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে কি করে? আমার মনে হয় ওখানেও শুধু পাহাড়ই আছে।'

'এগুলো কারও না কারও সৃষ্টি, ম্যাক্স।'

'জা।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে। 'কিং সাউলকে বলবেন, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি।'

'ঘোড়া দুটোর কি করব?'

'পরে যখন কাম লাকি আসবেন, নিয়ে আসবেন তখন। থাকুক ততদিন, কিংডমের ঘাস খেয়ে মোটাতাজা হোক।' ঘোড়া ছোটাল লোকটা, দেখতে দেখতে আড়ালে চলে গেল।

'আজব মানুষ!' বলে উঠল উইনিক। 'ওর শেষ কথাটার মানে কি? কিং সাউলকে কি বলতে বলে গেল আপনাকে?'

না শোনার ভান করল মাসুদ রানা। 'আসুন,' বলে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। এক ঘণ্টামত লেগে গেল ওদের কিংডম পৌঁছতে। সূর্যের অন্তিম আভায় চিক চিক করছে তখন চারদিক। বুক ভরে ছুরির ফলার মত তীক্ষ্নধার বাতাস টেনে নিল মাসুদ রানা। বয়ের ট্রাক দুটো যেদিকে আছে, সেদিকে জোরাল এক 'কড়াক!' আওয়াজ উঠল, কেঁপে গেল রকি। বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে লোকটা, তার সাউন্ড ওয়েভ রেকর্ড করছে জিওফোনের সাহায্যে। মাসুদ রানার মনে হলো যেন ওর শুভ আগমন ঘোষণা করল বয় আওয়াজ করে। অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঠোক্কর খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে আওয়াজ। ওটা পুরো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘটল দ্বিতীয় বিস্ফোরণ।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। নিজেকে টেনে হিঁচড়ে স্যাডল থেকে নামাল মাসুদ রানা। মাটিতে পা রেখে টের পেল দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। তবু, শারীরিক সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও অদ্ভুত এক ভাল লাগার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখল ওকে।

'কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন,' বলল উইনিক। 'অনেক ধকল গেছে।'

লোকটার সাহায্যে প্রচুর সময় ব্যয় করে র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে

ঢুকল মাসুদ রানা। ওর জন্যে আলবেরি সাউলের বেডরুমটা তৈরি করে রেখেছে বয় ব্লাডেন, সোজা এসে শুয়ে পড়ল রানা।

তারপর এক ঘুমে সকাল।

দুই

সকালে থালা-বাসনের শব্দে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে হাসছে কিংডম। উঠল ও। অবাক হয়ে গেল শরীর সম্পূর্ণ ঝরঝরে, সতেজ লাগছে দেখে। লিভিংরুমে চলে এল রানা। ফায়ার প্লেসকে ঘিরে আধখানা চাঁদের মত পাতা আছে কয়েকটা স্লীপিং ব্যাগ, ওতে বসেই নাস্তা করছে সবাই—মোট চারজন, উইনিকসহ।

ওকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বয় ব্লাডেন, ছুটে এল উদ্ভাসিত মুখে। 'আপনি সুস্থ, মাসুদ রানা? ঘুম ঠিকমত হয়েছে তো রাতে?' উত্তরের আশায় বসে থাকল না সে। 'আজ প্রায় সারারাত কাজ করেছি আমরা, জানেন! লুইসও ছিল।' দাঁত বের করে রানার আপাদমস্তক দেখল হাফ ইন্ডিয়ান। 'কাল আপনারা পৌঁছার পর যে দুটো ফায়ার করেছিলাম, তা ছিল ক্রস-ট্র্যাভার্স, পারফেক্ট ফর্মেশন! জিজ্ঞেস করে দেখুন লুইসকে, ডোমের খোঁজ পেয়েছি আমরা।'

'শিওর?' উইনিকের দিকে ফিরল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। অন্তত-অ্যান্টিসিলিন পেয়েছি আমরা। তবে তেলের

ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, ইউ নো! এনি ওয়ে, একটু পরই বের হচ্ছি আমি, রক স্ট্রাটা চেক করে দেখতে হবে। তাতে হয়তো আশাব্যঞ্জক কিছু পাব।'

নিজের দুই সহচরের সাথে মাসুদ রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল বয় ব্লাডেন। দু'জনেই অল্পবয়সী। বিল ম্যানিয়ন ম্যাকগিল ভার্সিটির গ্রাজুয়েট। সবে পাস করেছে জিওফিজিক্স নিয়ে। অন্যজন, ডন লেগার্ট, এডমন্টনের ছেলে, ড্রিলার। এদের তিনজনকেই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে দেখল মাসুদ রানা। কাজের সময় সব ভুলে যায় এরা। দশ-বারোজনের পুরো এক সিসমোগ্রাফিক্যাল টীম একদিনে যা পারে, এরা মাত্র তিনজনেই তার জন্যে যথেষ্ট দেখে উইনিক পর্যন্ত বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো।

পরদিন র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে চেয়ারে বসে আছে রানা। রোদ পোহাচ্ছে। উইনিক বাদে অন্যরা চলে গেছে কাজে। একটুপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল উইনিক। পিঠে রাকস্যাক, আর কোমরের বেল্টে জিওলজিস্টদের বিশেষ হাতুড়ি ঝুলছে তার।

'অ্যান্টিসিলিনের ব্যাপারে তো নিশ্চিত হওয়া গেল, মিস্টার রানা,' বলল লোকটা। 'এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?'

'আপনি কি মনে করেন ড্রিলিঙের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে এখানে?' চিন্তিত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'চেষ্টা করে হয়তো দেখা যেতে পারে,' সতর্ক মন্তব্য করল কনসালটেন্ট। 'তবে কাজে নামার আগে খুব চিন্তাভাবনা করে নেবেন। রজার ফেরগাসের মৃত্যুর সাথে সাথে হেনরি আমার ব্যাপারে পর্যন্ত চোখ উল্টে নিয়েছে, কথাটা ভুলবেন না। ওর অনেক টাকা, অনেক বড় আউটফিট ওর। অথচ এদিকে আপনি একা। বাঁধের কাজ যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে যদি দু'চারদিনের মধ্যে ড্রিলিঙের কাজে হাত দেন আপনি, তবুও প্রচণ্ড খাটুনি দিতে হবে।

সরাসরি নেক টু নেক প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আপনাকে। যদি হেনরির কাজ শেষ হওয়ার আগে এখানে তেল আছে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে কিন্তু সব শেষ। টাকা-পয়সা, কিংডম, পরিশ্রম সব পানিতে যাবে আপনার। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, হেনরি হয়তো বাধা দেবে আপনার কাজে। লাখ লাখ ডলার বরবাদ হওয়ার ঝুঁকি ও নেবে না কিছুতেই। কেউই নেবে না। টাকা যে পানিতে পড়েনি, তা নিশ্চিত করতে যতদূর যেতে হয় যাবে হেনরি। কাজেই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন।'

'বুঝেছি।' নতুন কিছু বলেনি উইনিক, ভাবল মাসুদ রানা, জিন লুকাস যা যা বলেছে, এ-ও তাই বলল। নীরবে বসে থাকল ও, মাথার মধ্যে নানান চিন্তা।

'আমার কাজ প্রায় শেষ,' বলল উইনিক। 'আর সামান্য বাকি, দুপুরের আগেই হয়ে যাবে। ভাবছি কাল ফিরে যাব।'

'ঠিক আছে।'

রাতে গ্যারি কিওগকে চিঠি লিখতে বসল মাসুদ রানা। উইনিকের অ্যান্টিসিলিনের খোঁজ পাওয়ার খবর জানিয়ে বিশেষ এক নির্দেশ দিল লোকটাকে। নির্দেশটা এরকমঃ আগামী মঙ্গলবার রাত দুটোয়, থান্ডার ক্রীকের পনি ট্রেইলের প্রবেশ মুখে পৌঁছবেন। সময় হিসেব করে যাত্রা করবেন যাতে পথে কোথাও দাঁড়াতে না হয়, এবং ঠিক সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারেন। ওখানে আপনার অপেক্ষায় থাকব আমি।

পরদিন নাস্তার পর চলে গেল লুইস উইনিক। বয়ের আনা ঘোড়ার বহর থেকে একটা নিয়ে গেছে সে। মাসুদ রানাও ঘোড়ায় চড়ে এল তাকে বিদায় জানাতে। চিঠিটা আগেই দিয়েছে ও উইনিককে। কিংডমে আসতে-যেতে যে চুড়ো অতিক্রম করতে হয়, তার নাম স্যাডল। ওখানে পৌঁছে লোকটাকে বিদায় জানাল

রানা। উপকারের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল। একটু পর নেমে এসে বয়ের কাজ দেখতে গেল। ড্রিলিং ট্রাকের সাহায্যে নতুন এক শট হোল খনন করছে তখন সে। নিচের পাথরে বাড়ি খেয়ে অনবরত, নিয়মিত ছন্দে প্রতিধ্বনি তুলছে ড্রিল বিটের কট্ কট্ আওয়াজ।

ওদের থেকে অনেকটা দূরে, ওপরে, জাজমেন্ট ড্যাম দেখা যাচ্ছে। প্রচুর লোক বাঁধের গায়ে, সবাই ব্যস্ত। বাঁধের এপাশ দিয়ে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বয়ে চলেছে থান্ডার ক্রীক স্ট্রীম, যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে হেনরি ফেরগাস তৈরি করছে ওই ড্যাম।

'শুরু করে দিয়েছে ওরা,' কাজ থেকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলল বয় ব্লাডেন। 'খুব জোরেশোরে।'

পকেট থেকে বিনকিউলার বের করে চোখে লাগাল মাসুদ রানা। প্রথমে নজর দিল হয়েস্টের কংক্রিট হাউজিঙের ওপর। কেবল টার্মিন্যালের পাশের উঁচু এক পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পিটার ট্রিভেডিয়ানের ওপর চোখ পড়ল রানার সবার আগে। সে-ও দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখছে ওদের। তার পিছনে ল্যান্ড করল মালপত্র ঠাসা কেবল হয়েস্ট। সিমেন্ট আর লোহার রেইল বোঝাই দুটো ট্রাক নিয়ে এসেছে ওটা। ওদিকে বাঁধের গায়ে ব্যস্ত প্রচুর শ্রমিক। প্রকাণ্ড চার মিকসার মেশিন থেকে নরম মিকশ্চার নিয়ে এসে ঢালছে ড্যামের দুই দেয়ালের ফাঁকে।

নজর সরিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল মাসুদ রানা। বয় ব্লাডেন যেখানে কাজ করছে, তার কয়েকশো গজ নিচে, ডানদিকে, গর্তমত এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। জং ধরা বড় এক কগ হুইল এবং কাঠের তৈরি টাওয়ারের মত একটা কাঠামো দেখা গেল ওখানে। মান্ধাতা আমলের এক বয়লারের ধ্বংসস্তূপ আর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কিছু যন্ত্রপাতিও দেখা যাচ্ছে। চোখ কুঁচকে জিনিসগুলো দেখল মাসুদ রানা। 'ওগুলো কি ওখানে?'

'জানেন না?' বিস্মিত দেখাল বয়কে। 'ওটাই তো কিং সাউলের কূপ। সাউল নাম্বার ওয়ান।'

'আই সী! কতদূর খোঁড়া হয়েছিল?'

'চার হাজার ফুটের কিছু বেশি। খনন শেষ হওয়ার আগেই জেল হলো আপনার দাদার, পড়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেল সব।'

ড্রিলিং ট্র্যাকের কাছে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'অ্যান্টিসিলিনের সন্ধান কোন জায়গায় পেয়েছেন আপনারা?'

পাথরে পা ঠুকে হাসল বয়। 'এখানেই।'

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল দু'দিন। সোমবার লাঞ্চের পর মাসুদ রানা আর বয় রওনা হয়ে পড়ল গ্যারি কিওগের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে। নিজের দুই সহকারীকে দ্বিতীয় শট হোল খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছে হাফ ইন্ডিয়ান। রাতে এবং ভোরের দিকে বরফ পড়েছে আজ, কড়া রোদ পেয়ে গলছে তা এখন। অনেকগুলো সরু ধারায় ছুটে চলেছে পানি ক্রীক স্ট্রীমের দিকে। স্যাডলের দিকে যত উঠছে ওরা, ততই বাড়ছে বাতাসের বেগ।

বয় ব্লাডেন রয়েছে আগে, হাতে অতিরিক্ত একটা ঘোড়ার লাগাম ধরা আছে তার। কিওগের জন্যে নিয়ে যেতে হচ্ছে ওটাকে। স্যাডলে উঠতেই প্রচণ্ড বাতাস প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলল ওদের। বাতাসতাড়িত পাউডারের মত নরম তুষারে ঢাকা পড়ে গেল চোখমুখ—অন্ধকার দেখল রানা ও বয়। অগ্রযাত্রা প্রায় অসম্ভব করে তুলল বাতাস। ঘোড়ার ওপর পথ দেখে এগোবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকল দু'জনেই।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে প্রচুর সময় লাগল, ততক্ষণে অনেক নিচে এসে পড়েছে ওরা। অনেক দূরে, নিচে, ড্যামের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। এখন আরও ছোট দেখা যাচ্ছে সব। কিংডমের চাইতে এখান থেকে বাঁধের দূরত্ব প্রায় দ্বিগুণ। থেকে থেকে পাহাড় কাঁপিয়ে

ছুটে যাচ্ছে পিটারের মালবাহী হেভি আমেরিকান ট্রাক, নিচের গাছপালার আড়ালে আড়ালে ছুটছে ওগুলো ক্রীক রোড ধরে, দেখতে পাচ্ছে না রানা।

একসময় ন্যাড়া পাহাড় ছেড়ে বনের ভেতর পড়ল ওরা। সহজ হয়ে উঠল চলা। গোড়ালি সমান উঁচু বরফের ওপর চমরি গরু, হরিণ ইত্যাদির পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে চলল মাসুদ রানা। আর কি কি জন্তু আছে এ অঞ্চলে, ভাবছে।

'ভাল্লুকও আছে প্রচুর,' যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে উঠল বয়। 'বিরাট একেকটা। এ সময় অবশ্য বাইরে আসে না ওরা। আসবে বরফ একেবারে গলে যাওয়ার পর, কম করেও এক মাস দেরি আছে তার।'

গড়িয়ে পশ্চিমে চলে গেল সূর্য, ডুব দিল এক সময়। সন্ধে উৎরে রাত নামল রকিতে। তবু শেষ নেই পথচলার। সাড়ে আটটার সময় ফর্কড লাইটনিং মাউন্টেনের পায়ের কাছে, যেখানে গাড়ি পার্ক করেছিল সেদিন উইনিক, সেখানে পৌঁছল ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর খিদেয় মাসুদ রানার তখন মরণদশা। পড়ে থাকা একটা গাছের ওপর বসে সাথে আনা খাবার খেয়ে নিল দু'জনে। তারপর শুরু হলো প্রতীক্ষা। তখনও ঝোপের ওপাশের রাস্তা ধরে বিরতিহীন আসা-যাওয়া চলছে ট্রাকের, তাদের হেডলাইটের তীব্র আলোয় থেকে থেকে আলোকিত হয়ে উঠছে রানা-বয়ের অবস্থান, কিংডমের পনি ট্রেইল এন্ট্রান্স।

সঙ্গে আনা পুরু গ্রাউন্ডশীট মাটিতে বিছিয়ে বসল ওরা দু'জন। কম্বল দিয়ে কান মাথা ভাল করে ঢেকে সিগারেট ধরাল। এক সময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। তিনটের দিকে জাগাল ওকে বয় ব্লাডেন। 'একটা গাড়ির আভাস পাচ্ছি। বোধহয় গ্যারি আসছে।'

গাছের মাথায় আলোর আভাস দেখল রানা। উঠে বসে

সিগারেট ধরাল। ঠিক পাঁচ মিনিট পর পৌঁছল গ্যারি কিওগ। রাস্তায় উঠে গিয়ে পথ দেখিয়ে তাকে ঝোপের কাছে নিয়ে এল বয় ব্লাডেন। 'ব্যাপার কি?' রানাকে দেখে প্রশ্ন করল দানবীয় আইরিশ। 'এত গোপন মীটিঙের আয়োজন কেন?'

উত্তর না দিয়ে পিছনের সীটে উঠে বসে খানিক হীটারের উত্তাপ অনুভব করল মাসুদ রানা। বয়ও ঢুকে পড়েছে ভেতরে। এত দীর্ঘ সময় খোলা আকাশের নিচে বসে থাকায় দেহের প্রতিটি কলকজা জমে বরবাদ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে ওদের। দীর্ঘ সময় পর মুখ খুলল মাসুদ রানা। প্রচুর সময় নিয়ে লোকটাকে, সেই সাথে বয়কেও জানাল নিজের পরিকল্পনার কথা। সব শুনে খুব বিস্মিত হলো কিওগ, বয় হলো কি না বোঝা গেল না, কারণ সে কোন প্রশ্ন করল না।

'কিন্তু ট্রিভেডিয়ানের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ও যদি হয়েস্ট ব্যবহার করতে না দেয়, এতসব মালপত্র কিংডমে তুলব কি করে আমি?' বলল কিওগ।

'কয় ট্রাক মাল হবে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'তা ধরুন দুটো অয়েল ট্যাঙ্কার, দুই ট্রাক ফুল লোড পাইপ। তারপর রিগ, ড্র ওয়ার্কস, টুলস, স্পেয়ারসসহ সমস্ত কিছু মিলিয়ে কম করেও ছয় ট্রাক হবে।'

অর্থাৎ হয়েস্ট কেজের চার ট্রিপ প্রয়োজন হবে, ভাবল মাসুদ রানা। পুরো বোঝাই হলে একবারে দুটোর বেশি ট্রাক তোলা ঠিক হবে না ওতে। 'ওসব কিংডমে নেয়ার দায়িত্ব আমার,' দৃঢ় স্বরে বলল ও।

'যদি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন?'

'যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দেব। চলবে?'

একটু ভেবে মাথা দোলাল আইরিশ। 'চলবে।'

'এবার তাহলে ড্রিলিঙের ডিউরেশন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।'

'নিজ খরচে টানা তিন মাস কাজ চালিয়ে যেতে পারব আমি। বয় যে ডেপথের ধারণা আমাকে দিয়েছে, তাতে আমার অনুমান অয়েল হিট করতে আমাদের ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার ফুট পর্যন্ত খনন করতে হবে। সে জন্যে তিন মাস যথেষ্ট সময়। তবে…সেই ঝুঁকি নেয়ার আগে অ্যান্টিসিলিনের ব্যাপারে শিওর হতে হবে…'

দ্রুত বাধা দিল তাকে বয়। 'কেন, উইনিক বলেনি সে কথা?'

'হ্যাঁ, বলেছে। তবু, আমি নিজে দেখতে চাই গিয়ে।'

'নিশ্চই যাবেন,' বলল মাসুদ রানা। 'আপনার জন্যে ঘোড়া নিয়েই এসেছি আমরা।'

'গুড!'

গাড়ি আড়ালে এনে পার্ক করে ভোর চারটের দিকে কিংডম রওনা হলো ওরা। পৌঁছল দুপুরের আগে। বয়ের সার্ভে এবং তার প্র্যাকটিক্যাল নমুনা দেখে খুবই প্রভাবিত হলো গ্যারি কিওগ। এতই খুশি হলো, সম্ভব হলে তক্ষুণি বুঝি ফিরতি পথ ধরে। রাতটা কোনমতে কাটিয়ে খুব ভোরে রওনা হয়ে গেল সে। বয় গেল তার সাথে। রাত দশটার দিকে আস্ত এক হরিণ শিকার করে কিংডমে ফিরল বয়। নিজেই লেগে পড়ল ভূরিভোজের আয়োজন করতে। সেদিন অনেক রাতে ঘুমাতে গেল ওরা।

পরদিন ভোর থেকে দ্বিতীয় শট হোলের বাকি কাজ শেষ করতে লেগে পড়ল বয় ও তার দুই সঙ্গী। পর পর কয়েকদিন ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওদের। প্রায় অন্ধকার থাকতে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধের পর। ওদিকে মহাধুমসে চলছে পিটারের কাজ। লোকসংখ্যা এরমধ্যে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। শ্রমিকদের থাকার জন্যে ব্যারাক, ডাইনিং হল,

কুকহাউস, ল্যাট্রিন ইত্যাদি তৈরির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। ওসবের পিছনে খাটতে হচ্ছে বলে গত কয়েকদিন ধরে বাঁধের কাজ প্রায় বন্ধই রেখেছে পিটার। জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে। রাতে প্রচুর আলো জ্বলে ক্যাম্প সাইটে, আর্ক লাইটও জ্বলে। গ্রাম্য বাজারের মত আলোকিত হয়ে থাকে সাইট রাতের বেলা।

'ওদের কাজ শেষ হতে কতদিন লাগবে মনে হয় আপনার?' এক রাতে জানতে চাইল উৎকণ্ঠিত বয় ব্লাডেন। ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তায় পড়েছে সে মনে হলো।

'ঘাবড়াবেন না,' বলল মাসুদ রানা। 'এখনও অনেক দিনের ধাক্কা।'

'আমি ভেবে পাই না, মিস্টার রানা, কি করে কিওগের ট্রাক হয়েস্টের সাহায্যে পার করবেন আপনি। ওখানে পিটারের লোকসংখ্যা কম করেও একশো হবে। আর এদিকে আমরা মাত্র...' রানাকে হাসতে দেখে থেমে গেল বয়।

'ওরা পাঁচশো হলেও আমাদের কিছু আসবে যাবে না।'

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বয় ব্লাডেন। 'ওয়েল, মানুষ না হয় বুঝলাম কোন সমস্যা হবে না, কিন্তু ওই আর্ক লাইট?'

'ওগুলো? হয়েস্টে ট্রাক তোলার সময় ওই আলো আমাদের কাজে লাগবে।'

কাছে এসে রানার বাহু আঁকড়ে ধরল লোকটা। 'কী সব উল্টোপাল্টা বলছেন পাগলের মত!'

উত্তর দিল না ও। মুচকে হাসল কেবল।

'ফর গডস্ সেক, হাসবেন না। কি ভাবে কি করবেন খুলে বলুন।'

মাথা দোলাল রানা। 'এ সব যত কম লোকে জানবে, ততই ভাল।'

হতভম্বের মত খানিক বাঁধের গায়ে কাজে ব্যস্ত লোকগুলোকে দেখল বয়, তারপর ওর দিকে তাকাল আবার। 'এত মানুষ,' অন্যমনস্ক গলায় বলল সে। 'এত অর্গানাইজড এক টীম, কি করে...'

'সময় হোক, ডিজঅর্গানাইজ করে নেব ওদের।'

চোয়াল একটু যেন ঝুলে পড়ল বয়ের। চোখের তারায় অজানা একটা ভাব। 'তার মানে আপনি...নাহ্! অমন কাজ আপনি কিছুতেই...কিন্তু তাহলে আর কি পথ আছে! যদি আপনার ভেতরটা পড়তে পারতাম, মিস্টার রানা। একেক সময় মনে হয় আপনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। মনে হয়...মনে হয় আপনি যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছেন।' মাথা দোলাল বয় আপনমনে। 'আপনাকে বুঝি না আমি।'

পরের কয়েকটা দিন বয়কে বেশ চুপচাপ দেখল মাসুদ রানা ওর সামনে কথা বলে না তেমন একটা। চাউনি দেখলে মনে হয় লোকটা বুঝি ভয় পেতে শুরু করেছে ওকে। বেশিরভাগ কানাডিয়ানের মত সে-ও আইনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। মাসুদ রানা কিছু বেআইনী অপকর্ম করতে যাচ্ছে ভেবেই সম্ভবত ঘাবড়ে গেছে মানুষটা। অবশেষে একদিন শেষ হলো দ্বিতীয় শট,হোলের কাজ, শব্দ-তরঙ্গ রেকর্ড করে ক্যালগারি রওনা হয়ে গেল বয় ব্লাডেন।

তার হাতে গ্যারি কিওগের জন্যে একটা চিঠি দিয়ে দিল মাসুদ রানা। তাতে কবে এবং কখন সমস্ত মালপত্র নিয়ে থান্ডার ক্রীক রোডের ঠিক কোন জায়গায় পৌঁছতে হবে তাকে, সে বিষয় স্পষ্ট করে লিখে দিল ও। জানিয়ে দিল, সেখানে রানা সাক্ষাৎ করবে তার সঙ্গে। ওটার সাথে একটা আন্ডারটেকিংও জুড়ে দিল, যাতে রানা যদি ব্যর্থ হয় কিওগের ট্রাক বহর কিংডমে নিয়ে যেতে, ফেরত

যেতে বাধ্য হয় সে সবসহ. তাহলে যাবতীয় পথ-খরচ ইত্যাদি রানা বহন করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া থাকল। একই সাথে বয় ব্লাডেনকেও একটা বণ্ড দিল, তাতে ফিফটি-ফিফটি শেয়ারের লিখিত স্বীকৃতি দেয়া হলো।

'ফিরতে দেরি করবেন না,' বলল রানা।

মাথা দুলিয়ে হাসল বয়। 'প্রশ্নই আসে না দেরি করার।'

'গোল্ডেন কাফে থেকে ফোন করে সেকেন্ড শট হোল পরীক্ষার রেজাল্ট জানিয়ে দেবেন ম্যাককে। আমি খোঁজ নেব।'

'শিওর।'

'আর টেলিফোন ইকুইপমেন্টের কথা ভুলবেন না।'

মাথা কাত করে ওকে দেখল বয়। হাসল। 'আপনার হয়েস্ট কানেকশনের সাথে ফোনের ব্যাপারটা জড়িত নিশ্চই?'

সরাসরি জবাব দিল না রানা। 'ওটা ছাড়া কিছু করা যাবে না।'

'চিন্তা করবেন না।'

স্যাডলে বসে লোকটার চলে যাওয়া দেখল মাসুদ রানা। সে অদৃশ্য হয়ে যেতে ঘোড়া ঘুরিয়ে কিংডম ফিরে চলল অলস গতিতে। কোন কাজ নেই এখন ওখানে, তাড়াতাড়ি গিয়ে লাভ কি? মিনিট দশেক পর চারদিক উদ্ভাসিত করে সূর্য উঠল। তার উত্তাপে কিছুক্ষণের মধ্যে গা গরম হয়ে উঠল রানার। হঠাৎ মনে পড়ল অবশেষে গ্রীষ্ম পৌঁছতে পেরেছে রকিতে। থেমে পড়ল ও, অনুভব করতে লাগল রোদের তেজ।

ঘুরে তাকাল বাঁধের দিকে। পিঁপড়ের মত ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাজ করছে শ্রমিকরা, চারটে প্রকাণ্ড মিকসার মেশিন বিরতিহীন ঘুরে চলেছে। যদি প্রতিযোগিতায় জিতে যায় হেনরি ফেরগাস, যদি বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায় কিংডম, দৃশ্যটা কেমন লাগবে কল্পনা করল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে হীল দিয়ে আঘাত করল ঘোড়ার

পেটে। র‍্যাঞ্চ হাউসে রাইফেল আছে দুটো, একটা আলবেরি সাউলের, অন্যটা বয় ব্লাডেনের। বিল ম্যানিয়ন আর ডন লেগার্ট সময় কাটানোর কিছু না পেয়ে ও দুটো নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেল পরদিন সকালে।

মাসুদ রানা শুয়ে-বসে বিশ্রাম নেয়। ঢাকার কথা, বিসিআইয়ের কথা ভাবলে কষ্ট লাগে, তাই ওসব ভাবতে চায় না। রোদে বসে বিনকিউলারে চোখ লাগিয়ে বাঁধের কাজ দেখতে লেগে যায় যখন সে সব মনে পড়ে। জোর করে নিজেকে অন্য কিছু ভাবতে বাধ্য করে। এখন পরিষ্কার টের পাচ্ছে ও, রোজ যেখানে একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ার কথা, সেখানে ঘটছে উল্টোটা। হারানো শক্তি বরং ফিরে আসছে ক্রমেই। আগের মত শ্বাস কষ্টে ভোগে না রানা যখন-তখন, খুব কম ঘটে ব্যাপারটা। কারণ কি? একেক সময়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে, মনের মধ্যে কী যেন এক দূরাশা উঁকি দেয় মাঝেমধ্যে।

ওদিকে ড্রিলিঙের পুরো ইকুইপমেন্টসহ গ্যারি কিওগকে নির্দিষ্ট সময় রিসিভ করার এবং কিংডমে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ঘষে-মেজে চকচকে করে ফেলেছে মাসুদ রানা। জানে, যত কঠিনই মনে হোক, কাজটা ঠিকই করতে পারবে ও। এরচেয়ে হাজারগুণ কঠিন কাজ করেছে জীবনে বহুবার, এ তো সে তুলনায় কিছুই না।

তিন দিন পর বিলকে নিয়ে কাম লাকি এল মাসুদ রানা। লক্ষ করল, বেশ পরিবর্তন ঘটেছে শহরের। বেশ কিছু নতুন ঘরবাড়ি উঠেছে, পুরানো অনেকগুলো মেরামত করে রং চড়ানো হয়েছে গায়ে। গোল্ডেন কাফে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল।

'কি খবর?' সন্দিগ্ধ চোখে দেখল ওকে ম্যাক। 'কিংডম অসহ্য হয়ে উঠেছে নাকি?'

'না। কোন চিঠিপত্র এসেছে কি না জানতে এলাম।'

'হ্যাঁ, একটা টেলিগ্রাম আছে।' পকেট থেকে মুখ বন্ধ একটা খাম বের করে দিল বৃদ্ধ। 'গতকাল এসেছে।'

খাম ছিঁড়ে বার্তাটা বের করল মাসুদ রানা। বয় ব্লাডেনের বার্তা। ওটা এরকমঃ রেজাল্টস পারফেক্ট স্টপ হ্যাভ সীন জি স্টপ হি উইল অ্যাট হাউস অ্যাজ অ্যারেনজড় স্টপ অ্যারাইভিং কাম লাকি টুইসডে। অর্থাৎ, আগামীকাল, ভাবল ও।

মুখ তুলল রানা। 'পিটার আছে অফিসে?'

'থাকতে পারে,' মাথা দোলাল ম্যাক। 'আজকাল অবশ্য ড্যামের কাছেই থাকে সে সারাদিন। ভাল কথা, মিস্টার রানা, জিন ফিরে এসেছে।'

'কে?'

'জিন লুকাস। কাল রাতে আপনার খোঁজ নিতে এসেছিল। জানতে চেয়েছে কি করছেন আপনি কিংডমে।'

'কি বললেন আপনি?'

এই প্রথম হাসল ম্যাক। 'বলেছি ওপরে গিয়ে দেখে আসতে।'

'ঠিক পরামর্শ দিয়েছেন,' বলে হাসি মুখে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। জিনের কথা মনে জাগতেই দিল না ও। সামনে কঠিন কাজ, কোন মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় নয় এটা। অফিসেই পাওয়া গেল পিটারকে। মাসুদ রানাকে দেখে অবাক হলো সে, এবং মুখে এক টুকরো হাসিও ফুটাতে সক্ষম হলো শেষ পর্যন্ত।

'কি করতে পারি আপনার জন্যে, মিস্টার মাসুদ রানা? ব্লাডেনের ট্রাক নামিয়ে আনার ব্যাপারে...'

'না। আমি আরও কিছু ট্রাক ওপরে নিতে চাই,' রানাও হাসল পাল্টা।

'তার মানে?' চোখ কোঁচকাল পিটার। 'কি তুলতে চান, সাপ্লাই?'

'ড্রিলিং রিগ।'

'ড্রিলিং রিগ!' হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। 'ঠাট্টা করছেন আমার সাথে? কোন রিগফিগ যাবে না ওপরে।'

বিল ম্যানিয়নের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'শুনলে তো এঁর কথা, বিল? বাই দ্যা ওয়ে, পিটার, এ বিল ম্যানিয়ন। তা হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম ট্রাকপ্রতি অথবা টনপ্রতি একটা রেট কোট করে...'

'কোটেশন!' হা-হা করে হেসে উঠল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'দুঃখিত, মিস্টার রানা! ওটি হবার নয়।'

'আমি ইনসিস্ট করছি।'

'ইনসিস্ট! আর হাসাবেন না, প্লীজ! এখন আসুন আপনি, আমি খুব ব্যস্ত আছি। সী ইউ!'

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ফিরে এল গোল্ডেন কাফে। 'আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি?' প্রশ্ন করল ও হোটেল মালিককে।

'শিওর! প্রাইভেট কিছু?' অফিস ত্যাগের উদ্যোগ নিল বৃদ্ধ।

'না, তেমন কিছু নয়। থাকুন আপনি।' অপারেটরকে ক্যালগারি ট্রিবিউন পত্রিকার নম্বর দিল মাসুদ রানা, পত্রিকার সম্পাদককে ওর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে অনুরোধ করল গোল্ডেন কাফের নম্বরে। আধ ঘণ্টা পর সাড়া দিল সম্পাদক। 'আলবেরি কিংডমের সার্ভের ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়েছে আপনাকে উইনিক?' জানতে চাইল রানা।

'কে বলছেন আপনি?'

'মাসুদ রানা। কিংডমের উত্তরাধিকারী।'

'গ্ল্যাড টু মীট ইউ! হ্যাঁ, দিয়েছে। বয়ও এসেছিল কয়েকদিন আগে, ওর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনেছি। ছেপেও দিয়েছি আমরা সে সব।'

'অনেক ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে নতুন আরেকটা খবর আছে।'

'বলুন, শুনছি আমি।'

হয়েস্ট ব্যবহার করতে দেয়ার ব্যাপারে পিটারের তীব্র আপত্তির কথা সম্পাদককে জানাল মাসুদ রানা। 'আপনি বোধহয় জানেন, ওই রাস্তা ব্রিটিশ সরকার তৈরি করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেটাকে সামান্য মেরামত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে পিটার। গেট বসিয়েছে পথে, স্বশস্ত্র গার্ডও বসিয়েছে গেটের পাহারায়। পাবলিক প্রপার্টি হওয়া সত্ত্বেও ওই পথে কাউকে আসা-যাওয়া করতে দিচ্ছে না সে।'

'আই সী! ঠিক আছে, আজই তাহলে খবরটা ছেপে দিচ্ছি আমি। দেশের স্বার্থহানি করার অধিকার কারও নেই। আপনি তাহলে কিংডমে নতুন কূপ খনন করতে চান?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ় স্বরে বলল মাসুদ রানা। 'চাই।'

'ওয়েল, এগিয়ে যান,' হাসল সম্পাদক। 'আমি আছি আপনার পিছনে। যখন যে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, জানাবেন আমাকে। ওকে?'

'ওকে, থ্যাঙ্কস।'

'গুড লাক।'

রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা। এতক্ষণ একদৃষ্টে ওকে দেখছিল ম্যাক, এবার মুখ খুলল সে। 'সত্যিই তাহলে ড্রিলিং শুরু করতে যাচ্ছেন আপনি কিংডমে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ও। 'জেমস সম্ভবত আমাকে হয়েস্টের ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে না, তাই না?'

'মনে হয় না।'

'আমিও তা ভেবেছি।' উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'ওয়েল! থ্যাঙ্কস এনিওয়ে!'

'জিন যদি আবার আসে আপনার খোঁজে, কি বলব ওকে?'

খানিক ইতস্তত করে বলল রানা, 'বলবেন, কিংডমে জেনারেল কুকের একটা পদ খালি আছে। ও চাইলে যে কোনদিন এসে জয়েন করতে পারে।'

'পদটা আগেও ওরই ছিল,' হেসে মাথা দোলাল ম্যাক। 'বলব।'

টেলিফোনের বিল শোধ করে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। 'কালই তো আসছে বয়,' বাইরে এসে বলল বিল। 'এখানেই কেন অপেক্ষা করি না আমরা ওর জন্যে?'

'অপেক্ষা করব ঠিকই, তবে এখানে নয়। সামনে চলো, উপযুক্ত জায়গা আছে আমাদের মীটিঙের জন্যে। আজ রাতটা ওখানে কাটাব আমরা।'

শহর ছেড়ে থান্ডার ক্রীক উঠে এল ওরা। রাস্তার পাশ ঘেঁষে এগোতে থাকল। ওদের পাশ কাটিয়ে সাঁ-সাঁ করে ট্রাক আসছে-যাচ্ছে। ফর্কড লাইটনিং পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টানল মাসুদ রানা। 'এই সেই জায়গা।' নেমে পড়ল ও স্যাডল থেকে। ঝোপের আড়ালে নিয়ে ঘোড়া বাঁধল। ওর দেখাদেখি বিলও একই কাজ করল। সূর্য তখন বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে।

সঙ্গে আনা ক্যানড ফুড দিয়ে লাঞ্চ করল ওরা, তারপর গ্রাউন্ড শীট বিছিয়ে ঘুম দিল। সন্ধের একটু আগে উঠল ওরা। তৈরি হয়ে ঘোড়ায় চড়ল, তারপর বিলকে পিছনে আসতে বলে আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্রীক রোডে উঠল মাসুদ রানা। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল পিটারের বসানো গেটের দিকে। গেটের সামান্য দূরে থাকতে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। ওর পিছনে লেজের মত লেগে আছে বিল ম্যানিয়ন।

খানিকটা পথ ঘুরে দূর দিয়ে গার্ড হাউসের পাশ কাটাল মাসুদ রানা, ওটাকে আধ মাইল পিছনে ফেলে এসে আবার পাকা রাস্তায়

উঠল। এগোতে শুরু করল ক্রীক হেডের দিকে। এর মধ্যে সূর্য ডুব দিয়েছে, অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে সবকিছু। ঘন ঘন চোখ তুলে রানাকে পর্যবেক্ষণ করছে বিল, বুঝে উঠতে পারছে না কি করার ইচ্ছে ওর। কিন্তু কোন প্রশ্ন করে মাসুদ রানার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতেও রাজি নয় সে। ধৈর্য ধরে কেবলই অনুসরণ করে চলেছে ওকে।

গার্ড হাউস ছাড়িয়ে এক মাইল এগিয়ে থেমে পড়ল মাসুদ রানা। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে। হয়েস্ট কেসিঙের মাইল দুয়েক আগে, পথের ঠিক মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট এক পাহাড়। ফলে এখান থেকে ডানে বেঁকে গেছে পথ। রানার অনুমান, কম করেও এক মাইল গিয়ে তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিয়ে ফিরে এসেছে ওটা। পাহাড়টার ও প্রান্তের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে, তাও অন্তত আধমাইল দূরে হবে। বেশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে পথটা। ওটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এরকমই দেখতে আরেকটা পাহাড়। তার অনেকটাই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে পিটার রাস্তা মেরামতের সময়।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে পরের পাহাড়ের দিকে এগোল মাসুদ রানা। কিছুদূর যাওয়ার পর ক্রীক হেডের দিক থেকে একটা ট্রাক আসছে দেখে দ্রুত রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল ওরা, আশ্রয় নিল বনের ভেতর। তারপর আবার ফিরে এল রাস্তায়, ধীরেসুস্থে উঠতে থাকল ওপর দিকে। লক্ষ রেখেছে মাসুদ রানা, হয়েস্ট ক্যাম্পের টেলিফোন লাইনটা এদিক দিয়েই গেছে। রাস্তাঘেঁষা গাছের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এগিয়ে গেছে ওটা। আগে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল কেবল দুই হয়েস্ট ক্যাম্পের মধ্যে। এখন লাইনে আরও দুটো ফোন বেড়েছে, প্রথম দুটোর সাথে গার্ড পোস্ট এবং পিটারের অফিসের ফোন যুক্ত হয়েছে কিছুদিন আগে। মাসুদ রানার

বেআইনী হয়েস্ট সফরের পর।

জায়গামত পৌঁছে থামল রানা ও বিল। রাকস্যাক থেকে টর্চলাইট বের করে ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ের গায়ে কী যেন খুঁজতে লাগল মাসুদ রানা। 'বিশেষ কিছু খুঁজছেন আপনি?' এবার আর প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না বিল ম্যানিয়ন।

'গর্ত খুঁজছি।' কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাহাড়ের পিছনদিকে, রাস্তা থেকে পনেরো-বিশ গজ তফাতে তিন ফুট দূরত্বে পর পর দুটো গর্ত পাওয়া গেল। জায়গাটা ওভারহ্যাঙের মত ঝুলে আছে সামনের দিকে। খুব পছন্দ হলো মাসুদ রানার। গাছের ডাল কেটে ভেতরে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করল ও, দুটোই প্রায় আট ফুটের মত গভীর। সন্তুষ্ট মনে রাকস্যাক খুলে বসে পড়ল রানা, লেগে গেল কাজে। বয়ের মজুত থেকে নিয়ে আসা চারটে চার্জ বের করল ভেতর থেকে, এক সাথে দুটো করে বাঁধল। তারপর গর্তের দুই ফুট করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওগুলো। ফিউজের তার দুই ইঞ্চি মত বাইরে রেখে গর্তের মুখ বুজে দিল কাদা-মাটি দিয়ে। দুটো সরু গাছের ডাল দিয়ে গর্ত দুটো চিহ্নিত করে রাখল মাসুদ রানা। 'এবার চলো,' ক্রীকের ঠাণ্ডা পানিতে হাত ধুয়ে নিল ও। 'একটু সামনে যাওয়া যাক।'

ওখান থেকে পাঁচ-ছয়শো গজ দূরে গিয়ে একটা সেতুর সামনে থামল আবার রানা। আরও একজোড়া চার্জ সেট করল ওটার নিচের লগ সাপোর্টিঙের সাথে। এ দুটোর ডেটোনেটরের তার বেশ কিছুটা লম্বা রাখল। তারের প্রান্ত সেতুর গজ পাঁচেক তফাতে, রাস্তার পাশের এক বড় বোল্ডারের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল, ছোট একটা পাথরের সাহায্যে চাপা দিয়ে রাখল। ওটা যাতে আর কারও চোখে না পড়ে, সেদিকেও নজর রেখেছে মাসুদ রানা।

ছোট ছোট ডাল, নুড়ি ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিল ও তারটা। 'অনেক হয়েছে,' বিলের দিকে তাকিয়ে হাসল মাসুদ রানা। 'চলো,

ফিরে যাই।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফর্কড লাইটনিং মাউন্টেনের দিকে চলল ওরা। ক্লান্তি বোধ করছে মাসুদ রানা, তারমধ্যেও মনটা খুশি খুশি লাগছে। এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালই এগিয়েছে কাজ, এখন আসলটুকু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে হয়। জায়গামত পৌঁছে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা খোলা আকাশের নিচে।

তিন

পরদিন একটু দেরিতে উঠে ধীরেসুস্থে নাস্তা খেল রানা ও বিল। মন খুশি মাসুদ রানার আকাশে মেঘ দেখে। গাঢ় রঙের মেঘ ঢেকে রেখেছে সূর্য, দু'একদিনের মধ্যে ওটা মুখ দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। ভালই হলো, ভাবল রানা, ও যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে আবহাওয়া খারাপ হলে একেবারে সোনায় সোহাগা হবে।

দুপুরের সামান্য পর ওদের হাইড আউটে পৌঁছল বয় ব্লাডেন। ক্যালগারি ট্রিবিউনের কয়েকটা কপি নিয়ে এসেছে সে, তাতে ক্লিংডমের সার্ভের সত্যিকার রিপোর্ট প্রথম পাতায় খুব গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়েছে। এক পলক নজর বুলিয়ে পত্রিকা রেখে গ্যারি কিওগের খবর জানতে চাইল রানা।

'লটবহর নিয়ে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউসে এসে অপেক্ষা করছে সে,' বলল ব্লাডেন। 'আপনার ডাক পেলেই রওনা হবে।'

আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'রাতে ওয়েদার কেমন

হবে মনে করেন?'

'বৃষ্টি হতে পারে,' মেঘের ওপর চোখ রেখে বলল লোকটা। 'তুষারও পড়তে পারে। বাতাস পুবদিক থেকে বইছে।'

'তুষার?' খুশি হয়ে উঠল ও। বৃষ্টির চাইতে তুষার অনেক ভাল হবে রানার কাজের জন্যে। 'গুড! টেলিফোন কই?'

'আছে।'

'একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস থেকে এখানে পৌছতে কয় ঘণ্টা সময় লাগতে পারে গ্যারি কিওগের?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'ছয়-সাত ঘণ্টা।' চিন্তিত মনে আবার আকাশ দেখল বয়। 'হেভি স্নো হলে মুশকিল। গ্যারির কয়েকটা ট্রাক ওজনের কারণে বসে যেতে পারে রাস্তায়।'

'বসে যাওয়া চলবে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'আজই পার করতে হবে ওগুলো। টেলিফোন সেটটা বের করুন।'

নিজের স্যাডল ব্যাগ থেকে একইরকম হাতলওয়ালা একটা সেট বের করল বয় ব্লাডেন, রাখল ওটা রানার গ্রাউন্ড শীটের ওপর। সন্দেহের চোখে দেখল সে রানাকে। 'এখন কি করবেন ফোন দিয়ে?'

সেটটা বগলে নিয়ে উঠে পড়ল রানা। 'কথা বলব গ্যারির সাথে। আসুন।'

আড়াল থেকে বের হওয়ার আগে কিছু সময় কান খাড়া করে ট্রাক বা অন্য কোন যানবাহনের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। না, নেই কোন আওয়াজ। নিশ্চিন্তমনে ক্রীক রোডে এসে উঠল ও, পিছন পিছন এল বয় এবং বিল। বিস্ময়ের সাথে রানার কার্যকলাপ লক্ষ করছে। ও তখন মুখ তুলে পিটারের টেলিফোন লাইন খুঁজছে। ওটার দেখা পেতে তেমন সময় লাগল না। ওদিকের মত এখানেও রাস্তার কিনারাঘেঁষা গাছের গা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হয়েস্ট

ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে লাইনটা। মাত্র কয়েক হাত ওপর দিয়ে।

সেটটা বয়ের হাতে দিয়ে প্রথম সুবিধেজনক গাছটায় উঠে পড়ল রানা তরতর করে। একটা আড়াআড়ি ডালের ওপর বসে হাত বাড়াল নিচে। 'দিন ওটা। দু'দিকে নজর রাখুন আপনি আর বিল।'

দ্রুত হাতে লাইন ট্যাপিং সম্পন্ন করল মাসুদ রানা। রিসিভার কানে লাগিয়ে হাতল ঘোরাতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পিটারের গলা শোনা গেল। মিনিট পাঁচেক কথা বলল সে কীথলি ক্রীকের সাথে। লাইন ডেড হয়ে যাওয়ামাত্র রিং করল মাসুদ রানা, এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করল গ্যারি কিওগের নাম্বারে। লোকটার সাড়া পেতে জিজ্ঞেস করল কখন রওনা হতে পারে সে।

'যখনই আপনি বলবেন,' জবাব দিল আইরিশ। 'আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কেবল এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া বাকি।'

'গুড!' হাসল মাসুদ রানা। 'আজ রাত সাড়ে এগারোটায় পৌঁছতে পারবেন ক্রীক এন্ট্রান্সে?'

'পথে যদি কোন অসুবিধে না হয়, চেষ্টা করলে আরও আগেই পারব।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক সাড়ে এগারোটায় জায়গামত পৌঁছলেই চলবে। টাইমিংটা খুবই জরুরী। আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে এখন?'

'দুটো ত্রিশ।'

'ওকে।' নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিল রানা গ্যারির সাথে। 'এবার মন দিয়ে শুনুন আমার কথা।'

'বলুন।'

'সাড়ে এগারোটায় ক্রীক এন্ট্রান্সে পৌঁছতে হবে আপনাকে, অতএব সময় হিসেব করে রওনা হবেন, ঘড়িতে নজর রেখে

এগোবেন সারা পথ। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'ট্রাক কয়টা আপনার?'

'ছয়টা।'

'ওকে। এক লাইনে, কাছাকাছি থাকতে বলবেন চালকদের। যদি পথে ড্যামের সাপ্লাই বহনকারী কোন ট্রাক পড়ে, ভুলেও তার সাথে যোগ দেবেন না। ক্রীক এন্ট্রান্সে যখন পৌঁছবেন, কেবল লিডিং ট্রাক ছাঁড়া আর সবগুলোর সমস্ত লাইট নিভিয়ে দিতে হবে। লিডিং ট্রাকের পার্কিং লাইট জ্বলবে শুধু। ওকে?'

গম্ভীর কণ্ঠে গ্যারি বলল, 'তারপর?'

'জায়গামত পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। যদি পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের কারও দেখা না পান, গাড়ি ঘুরিয়ে হাইড্রলিক ফিরে যাবেন। সেক্ষেত্রে কাল আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।'

'ঠিক আছে,' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল লোকটা।

'আজ রাতেই দেখা হবে আশা করছি। রাখলাম তাহলে।'

'এক মিনিট, মিস্টার রানা। আসলে আপনি কিভাবে কি...'

'এখন এত কিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই,' বাধা দিল মাসুদ রানা। 'সী ইউ অ্যাট ইলেভেন থার্টি, গুড বাই।' লাইন কেটে দিল ও, একটানে খুলে ফেলল লাইনের সাথে পেঁচানো সেটের তার। ওটা নিচে অপেক্ষমাণ বয়ের হাতে দিয়ে দ্রুত নেমে এল রানা। খেয়াল করল, অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে লোক দুটো। 'এই টেকনিক আপনি কোথায় শিখেছেন, মিস্টার রানা?' প্রশ্ন করল বয় ব্লাডেন, চেহারায় গভীর সন্দেহ তার।

'এক বন্ধুর কাছে,' অম্লানবদনে বলল ও।

হাইড আউটে ফিরে এল ওরা। বিলের মন বোঝা যাচ্ছে না,

তবে বয় বেশ গম্ভীর। ঘন ঘন আড়চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে সে। প্রতীক্ষা করতে কখনোই ভাল লাগে না মাসুদ রানার, আজও লাগল না। অস্থিরচিত্তে ক্যালগারি ট্রিবিউনের পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও সময় কাটানোর জন্যে। বারবার নাড়াচাড়া করে সন্ধের আগেই কাগজগুলোকে প্রায় ন্যাকড়া বানিয়ে ফেলল রানা।

অবশেষে রাত নামল রকিতে। আটটার দিকে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল ওরা। তারপর গোছগাছ সেরে আবার সেই অপেক্ষা। এরমধ্যে বয় কয়েকবারই মাসুদ রানার মুখ খোলাবার চেষ্টা করেছে, জানতে চেয়েছে ওর পরিকল্পনা, কিন্তু প্রতিবারই সযত্নে সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে রানা। রাত দশটা থেকে ঘন ঘন ঘড়িতে আর আকাশে চোখ বোলানো শুরু হলো ওর। নির্ধারিত সময় যত এগিয়ে আসছে, তত বাড়ছে টেনশন। নার্ভাস বোধ করতে শুরু করেছে রানা। 'কই, আপনার স্নোর কি হলো?'

মুখ তুলল বয় ব্লাডেন। এখনও আগের মতই গাঢ় আছে আকাশের রং। তারা নেই একটাও। 'হয়ে যাবে শুরু।'

'কখন?' কিছু একটা পড়ল মাসুদ রানার কানের ওপর। ঠাণ্ডা, এবং পালকের মত ওজনহীন। পরমুহূর্তে আরেকটা। আরও একটা।

'যে কোন মুহূর্তে।'

'শুরু হয়েছে!' কণ্ঠের উল্লাস চাপা থাকল না রানার। ওপরমুখো করে টর্চের সুইচ টিপল ও। প্রায় ঝপ্-ঝপ্ করে, তবে বৃষ্টির চাইতে অনেক ধীরগতিতে নেমে আসছে তুষার কণা। খোলা আকাশ যতটুকু চোখে পড়ে, সর্বত্র সাদা আর সাদা দেখল ওরা। ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা—দশটা পঁয়তাল্লিশ। 'বিল!' ডাকল ও।

'বলুন।'

'ঘোড়া নিয়ে রাস্তার সাইড দিয়ে এগিয়ে যাও গার্ড পোস্টের দিকে। রাস্তার ওপর দিয়ে যেয়ো না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে

ফেলতে পারে গার্ড। পোস্ট থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়া বেঁধে রেখে পোস্টের যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে বসবে, যাতে লোকটাকে দেখতে পাও তুমি পরিষ্কার। সাবধানে! তোমাকে যেন দেখে না ফেলে সে।'

'দেখবে না। তারপর?'

'ঠিক সোয়া এগারোটায় একটা ফোন কল পাবে গার্ড, এবং সম্ভবত ফোন রেখেই সন্ধের সময় যে পাহাড়ের কাছে গিয়েছিলাম আমরা, সেদিকে হাঁটতে আরম্ভ করবে। যদি তাই করে সে, দশ মিনিট অপেক্ষা করবে তুমি, তারপর উঠে গিয়ে পুরো খুলে দেবে গেট, পাথর দিয়ে ঠেকিয়ে দেবে পাল্লা যাতে আপনাআপনি বন্ধ না হয়ে যায়।'

'কিন্তু যদি না যায় লোকটা?' বলল বিল।

'সে ক্ষেত্রেও ঠিক দশ মিনিটের মাথায় এদিকে রওনা হবে তুমি। যত দ্রুত সম্ভব এসে খবরটা জানাবে আমাদের।'

'যদি এখানে না পাই আপনাদের?'

'রাতটা এখানেই কাটিয়ে ভোরে ট্রেইল ধরে কিংডম চলে যাবে। ওখানে দেখা হবে আমাদের।'

'আর গার্ড যদি ফোন পেয়ে যেদিকে যাওয়ার কথা সেদিকে যায়?'

'তাহলে গেটে অপেক্ষা করবে। ওখানেই দেখা হবে। বুঝতে পেরেছ সব?'

কি কি করতে হবে, রানাকে শোনাল বিল ম্যানিয়ন। 'এই তো?'

'হ্যাঁ, গুড! রওনা হয়ে যাও। গুড লাক।'

যুবক অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে ঘুরে মাসুদ রানার দিকে তাকাল বয় ব্লাডেন। 'এরপর কি? আমরা কি করব?'

'আমরা অপেক্ষা করব।' ঘড়ি দেখল ও, এখনও পাঁচ মিনিট

বাকি এগারোটা বাজতে। 'ধুর!'

'আমার জন্যে কোন ইনসট্রাকশন নেই?'

'না।' অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখল রানা, বড় বড়, প্রায় জ্বলজ্বলে চোখে ওকে দেখছে মানুষটা। 'নেই।'

'কিন্তু ইনসট্রাকশন ছাড়া এ ধরনের কিছু...'

'কি ধরনের কিছু?' বাধা দিল মাসুদ রানা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো বয় সম্ভবত ওকে মুখ খোলাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু না, পরক্ষণে ভুল ভাঙল ওর।

'ঠিক আছে,' বলল লোকটা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে। 'শুধু বলুন, রক্তারক্তি কিছু ঘটাবেন না আপনি!'

অবাক হলো মাসুদ রানা। 'হঠাৎ এরকম সন্দেহ জাগল কেন মনে?'

'কারণ...' থেমে গেল দ্বিধাগ্রস্ত বয় ব্লাডেন।

'বলুন, কি কারণ?'

'কারণ আপনার সাথে পিস্তল আছে, আমি দেখেছি।'

কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখল রানা বিস্মিত দৃষ্টিতে, তারপর হেসে উঠল। 'এই কথা? বয়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে ওটা সব সময় আমার সাথেই থাকে। বহু বছর ধরে। কাজেই ওটার ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই।'

'আপনি আসলে কে, মিস্টার রানা? আপনার পেশা কি? কি করতেন কাম লাকি আসার আগে? এখন আপনি যে সব করছেন, সবাইকে দিয়ে করাচ্ছেন, তা অনেকটা মিলিটারি অপারেশনের মত। এসব...'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এক সময় আর্মিতে ছিলাম আমি। মেজর ছিলাম। কিন্তু সেজন্যে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। রক্তারক্তি তো অনেক পরের কথা, আমি যা করছি, তাতে কারও

গায়ে একটা টোকাও লাগবে না, বিলিভ মি!'

'সত্যি বলছেন?'

'একদম সত্যি। সাথেই তো আছেন, একটু অপেক্ষা করুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। তবু যদি সন্দেহ দূর না হয়, বলুন। ওটা আপনাকে দিয়ে দেব,' হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত হলো ও।

'না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি রানার হাত চেপে ধরল রয়। 'তার প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করেছি আমি।'

'গুড।' হাতঘড়ি দেখল ও। এগারোটা। 'চলুন। সময় হয়েছে।'

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আজ পিটারের ট্রাকের আনাগোনা বেশ কম। তাই নিশ্চিন্তে রাস্তার সাথেই ঘোড়া বাঁধল। মিনিট দশেক পর মাথার ওপরের গাছপালা আলোকিত হয়ে উঠল মনে হলো ওদের। একটু একটু করে বাড়ছে আলো। কাম লাকির দিক থেকে ক্রমে এদিকেই আসছে যেন তার উৎস। আলোয় যতদূর দেখা যায়, ঘন তুষারের মেঘ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। 'এসে পড়েছে গ্যারি!' চাপা গলায় বলল মাসুদ রানা।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। একটু একটু করে বাড়ছে আলো, সেই সাথে তার ব্যাপ্তিও বাড়ছে। গাড়ির ঝাঁকির সাথে আলোটাও ওপর-নিচে দুলছে। অনেকক্ষণ পর একটা ট্রাকের ওপর চোখ পড়ল ওদের, শেষ বাঁকটা ঘুরে মাঝারি গতিতে এদিকেই আসছে। বেশ দূরে রয়েছে অবশ্য এখনও। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ওরা।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, সময় হয়েছে। হাতে ধরা রাকস্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুত একটা কচি ফার গাছের দিকে এগোল। 'আমি কাজ সেরে আসছি,' বলল ও। 'আপনি এখানে থাকুন।'

গাছে চড়ে বসল রানা। দু'মিনিটের মধ্যে লাইনের সাথে টেলিফোন ক্লিপিং করে তৈরি হয়ে নিল। তারপর চোখ রাখল ঘড়িতে। গাড়িটা তখনও যথেষ্ট দূরে। ঠিক সোয়া এগারোটায়, ক্লিপিঙের ওপাশের, কাম লাকির দিকে গেছে যে দু'লাইন, সেগুলো প্লায়ার্স দিয়ে কেটে দিল মাসুদ রানা। তারপর রিসিভার কানে লাগিয়ে হাতল ঘোরাল টেলিফোনের। প্রথমবার সাড়া দিল না কেউ। আবার হাতল ঘোরাল ও। এবার জবাব দিল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

'ভ্যালি গার্ড!'

মাউথপীস মুখের সামান্য দূরে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল রানা, 'ট্রিভেডিয়ান বলছি! এইমাত্র খবর পেলাম...'

আরেকটা কণ্ঠ বাধা দিল ওকে। 'বাটলার বলছি হয়েস্ট ক্যাম্প থেকে। কে বলছেন?'

'ফোন রাখো, বাটলার!' খেঁকিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'আমি ভ্যালি গার্ডের সাথে কথা বলছি। ভ্যালি গার্ড?'

'বলুন, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান!'

'শোনো, আমি খবর পেয়েছি তোমার পোস্ট থেকে মাইল দুয়েক দূরে, ওপরে কোথাও পাথর ধসে রাস্তা বন্ধ...'

'অ্যাঁ? কোথায়?'

'পথের ওপর যে পাহাড়টা আছে ছোট, তার ওপাশে, মাইলখানেক পরে। এখনই চলে যাও তুমি, দেখে এসে জানাও আমাকে ব্যাপারটা কি।'

'আমি যাব গেট ফেলে?' বিস্মিত হলো গার্ড। 'তারচে' ওপরের ক্যাম্পে ফোন করে একটা গাড়ি পাঠালে ভাল হত না?'

'পাগল নাকি! এই স্নোর মধ্যে গাড়ি পাঠাব আমি কোথায় কি ঘটেছে তা ঠিকমত না জেনে? তুমি যাও!' খ্যাক করে উঠল মাসুদ

রানা। 'তোমার পোস্ট থেকে ও জায়গা অনেক কাছে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে শর্ট কাট রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি যাও, দেখে এসে জানাও আমাকে কি ঘটেছে।'

'কিন্তু, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান...'

'শাটাপ্!' বিকট এক হুঙ্কার ছাড়ল রানা। 'একটা কথাও আর শুনতে চাই না আমি, এক্ষুণি বেরোও! যাও!' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল ও।

'হয়েছে কাজ আপনার?' নিচ থেকে বলে উঠল বয় ব্লাডেন।

'না। আর দু'মিনিট,' বলে আবার রিসিভার তুলল ও। কানে লাগাল। লাইন ডেড। রিং ব্যাক যখন করেনি ভ্যালি গার্ড, তখন ধরে নেয়া যেতে পারে রওনা হয়ে গেছে সে। ঠিক দু'মিনিট অপেক্ষার পর ফোন নিয়ে নেমে এল মাসুদ রানা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডেডই ছিল লাইন। মাটিতে এসে সেটের তার গুছিয়ে ওটা রাকস্যাকে ভরল রানা।

'চলে গেছে গার্ড?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল বয়।

'মনে তো হয়,' ঘড়ি দেখল ও। এগারোটা তেইশ। 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি বিল না আসে, তাহলে বোঝা যাবে কাজ হয়েছে।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। গাঢ় অন্ধকার, অগ্রসরমান গাড়ি ঘুরে গেছে অন্যদিকে, ফলে আলো এদিকে সরাসরি আসছে না এখন, তবে আওয়াজ পাচ্ছে ওরা এঞ্জিনের, খুব অস্পষ্ট। বেশ কয়েকটা হেভি এঞ্জিন। তুষার পতনের হালকা শব্দও শোনা যাচ্ছে। মৃদু বাতাসে সর সর করে দোল খাচ্ছে গাছের পাতা। গ্যারিই তো? ভাবল মাসুদ রানা। একটু একটু করে বাড়ছে এঞ্জিনের আওয়াজ। হঠাৎ করেই আবার আলোকিত হয়ে উঠল সামনের অনেকটা জায়গা, এ মুখো হয়েছে হেডলাইট। যদিও তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

না কিছুই, তুষারের গাঢ় পর্দা খানিকটা হালকা সাদা রং পেয়েছে কেবল, এই যা।

এক সময় চড় চড় আওয়াজ তুলে আচমকা পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এল অতিকায় এক কাঠামো—একটা ডিজেল ট্রাক। ঘড়িতে চোখ বোলাল মাসুদ রানা, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা। চমৎকার! ওদের ঠিক সামনে এসে থেমে পড়ল ট্রাক। ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ আওয়াজ করছে ওটার পরিশ্রান্ত হৃৎপিণ্ড।

'গ্যারি?' ডেকে উঠল বয় ব্লাডেন।

'হ্যাঁ।' ক্যাব থেকে কচ্ছপের মত কল্লা বের করল আইরিশ দানব। 'হ্যালো, মিস্টার রানা! এবার কি?'

'পিছনে আছে বাকি সব ট্রাক?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'আছে।'

ইশারায় বয়কে গ্যারির দিকের ফুটবোর্ডে উঠে পড়তে বলল ও। 'শেষবার কখন চেক করেছেন?'

'মাইল পাঁচেক আগে। এখন কি করতে হবে বলুন।'

'আগে বাড়তে হবে।'

ওর নির্দেশ শুনে গীয়ার এনগেজ করতে যাচ্ছিল ড্রাইভার, কিন্তু বাধা দিল গ্যারি কিওগ। 'তার আগে আপনার পুরো প্ল্যান জানতে হবে আমাকে। কোনও সমস্যায় পড়ব কি না, বুঝে নিতে হবে।'

'এগোতে থাকুন। হয়েস্ট ক্যাম্পে পৌঁছে জানাব।'

'দুঃখিত। ছয়টা গাড়ি বোঝাই মালপত্র এবং আমারসহ সাতটা প্রাণের দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। আমাকে জানতেই হবে কি করতে যাচ্ছেন আপনি।'

'দেখুন,' খেপে উঠল মাসুদ রানা। 'অহেতুক তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। এক মুহূর্তও অনেক মূল্যবান এখন। যত দেরি করবেন…!' থেমে দম নিল ও। 'গার্ড নেই এখন গেটে, জলদি

চলুন। প্রতিটি সেকেন্ড হিসেব করে পরিকল্পনা করেছি আমি, সামান্য এদিক ওদিক হলে বিপদ হয়ে যাবে। একবার যদি হাতছাড়া হয় এ সুযোগ, আর কোনদিন পাব না। আপনার এত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

তবু দ্বিধান্বিত মনে হলো লোকটাকে। অবশ্য রানার কণ্ঠের জরুরী আবেদন অনুভব করতে পেরেছে। মাথা দোলাল ড্রাইভারের উদ্দেশে, গীয়ার দিল সে। বয়কে ড্রাইভারের দিকের রানিং বোর্ডে উঠতে বলে মাসুদ রানা উঠল গ্যারির দিকেরটায়।

'সাইডলাইট জ্বেলে এগোনো সম্ভব?' ঝুঁকে ড্রাইভারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ও। জবাব না দিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকার চেপে ধরল ওদের চারদিক থেকে। হলদেটে, নিষ্প্রভ সাইডল্যাম্প জ্বলা না জ্বলা দুই-ই সমান। চট্ করে আবার অন করে দিল সে হেডলাইট। 'অসম্ভব! অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, জ্বলুক আলো। আস্তে আস্তে চলুন।' পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। নির্দেশের জন্যে বসে থাকেনি পিছনের পাঁচ ড্রাইভার, লীডিং ট্রাককে লাইট জ্বেলে এগোতে দেখে তারাও অন করে দিয়েছে হেডলাইট। ঘড়ি দেখল রানা—এগারোটা চল্লিশ। জোর পায়ে হাঁটলে এতক্ষণে পাহাড়টার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা গার্ডের। শুয়োপোকার মত গুড়ি মেরে এগিয়ে চলল ট্রাক বহর। রানিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা, নীরবে প্রার্থনা করছে ব্যাটা যেন আলসেমি না করে এ মুহূর্তে, একটু যেন জোরে পা চালায়। নইলে পথের মাঝে দেখা হয়ে গেলে বিপদ। এত আয়োজন সব ভেস্তে যাবে।

পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের রাস্তা অতিক্রম করতে পুরো দশ মিনিট ব্যয় হলো ওদের। একটু দূরে যখন ধীরে ধীরে চোখের

সামনে রূপ নিতে শুরু করেছে পাহাড়টা, তখনই দেখা গেল বিল ম্যানিয়নকে, পথের পাশে ঘোড়ার পিঠে বসা সে। কাঁধে, মাথায় বরফ জমে চেহারা হয়েছে ভূতের মত। বলতে হলো না, ড্রাইভার নিজে থেকেই দাঁড় করিয়ে ফেলল ট্রাক।

'বিল!' হাঁক ছাড়ল মাসুদ রানা।

'ইয়েস, মিস্টার রানা,' হাসল যুবক। এগিয়ে এল সামনে।

'গার্ড কোথায়?'

হাত তুলে পিছনের পাহাড় দেখাল বিল, 'সে তো কখন চলে গেছে ওপাশে। আমি আপনাদের দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আর চিন্তা নেই। ঠিক আছে সব, সো ফার। তুমি ফিরে যাও হাইড আউটে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোরে আমার আর বয়ের ঘোড়া নিয়ে ট্রেইল ধরে ফিরে এসো কিংডম, ওকে?'

'ওকে, বস্।'

'যাওয়ার পথে গেটটা বন্ধ করে রেখে যাওয়ার কথা ভুলো না যেন।'

হাসল বিল। 'তাই কি ভোলা যায়?' ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারল যুবক। 'গুড নাইট অ্যান্ড গুড লাক!' দ্রুত মিলিয়ে গেল সে অন্ধকারে।

'চলুন!' ড্রাইভারকে বলল মাসুদ রানা।

গড়াতে শুরু করল চাকা। সামান্য এগিয়ে পাহাড় বাঁয়ে রেখে ডানে ঘুরল দৈত্যাকার ট্রাক। সামনের হেয়ারপিন বেন্ড ঘোরার সময় এর চাকা রাস্তা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটায় কি না ভেবে খানিক দুশ্চিন্তায় ভুগল ও। ট্রিভেডিয়ানের ট্রাকের চাইতে এগুলোকে বড় মনে হয়েছে ওর দেখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না, নিরাপদেই বাঁক অতিক্রম করে এল প্রতিটা ট্রাক।

আবছাভাবে মাথার ওপর ঝুলে থাকা ওভারহ্যাঙটার দিকে তাকাল রানা এক পলক। মুচকে হাসল কি ভেবে।

'এবার শুনুন, গ্যারি,' জরুরী কণ্ঠে বলল ও। 'এখান থেকে সোজা ছয়-সাতশো গজ সামনে, হাতের ডানে বনের গাছপালা বেশ পাতলা, আর্থ ফ্লোর শক্ত মাটির, কোথাও কোন গর্ত বা খাদ নেই, একদম সমতল। এরকম বিশটা ট্রাক দাঁড়াতে পারবে ওখানে।'

হতভম্ব দেখাল আইরিশকে। 'সেখানে কি?'

'জায়গামত পৌঁছে রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়বেন ট্রাক নিয়ে। বনের একটু ভেতর দিকে গিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পার্ক করবেন গাড়িগুলো। প্রত্যেকটার আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করবেন ওখানে। নো লাইটস, নো স্মোকিং। জোরে কথাও যেন কেউ না বলে। শেষ ট্রাকটা আমি ঠেকাচ্ছি, ওটা নিয়ে একটু পরে আপনাদের সাথে যোগ দেব আমি।'

'যাচ্ছেন কোথায়?' হাসল গ্যারি। 'আরেকটা ফোন করতে হবে?'

'হ্যাঁ।' লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল মাসুদ রানা। 'এগোতে থাকুন!' বলে ছুটল উল্টোদিকে। খানিক পর পর চারটে ট্রাক পাশ কাটিয়ে যেতে দিল ও, হাত তুলে দাঁড়াতে ইশারা করল শেষেরটিকে। এটা অয়েল ট্যাঙ্কার।

'কি হয়েছে?' বলল ড্রাইভার। 'কে আপনি?'

'আমি মাসুদ রানা।'

'ও। থামালেন কেন?'

হাত তুলে রাস্তার পাশে ঝুলন্ত টেলিফোনের তার নির্দেশ করল রানা। 'ওটার যত কাছে সম্ভব পার্ক করুন গাড়ি। জরুরী একটা কাজ সেরে কয়েক মিনিট পর যাব আমরা।'

'ওকে।' গাড়ি পথের একেবারে কিনারায় নিয়ে দাঁড় করাল

ড্রাইভার, বন্ধ করে দিল এঞ্জিন। 'এবার?'

রাকস্যাক খুলে ভেতর থেকে ডিনামাইট ফাটানোর জন্যে ব্যাটারিচালিত, বাক্সের মত দেখতে একটা ডেটোনেটিং প্লাঞ্জার বের করল ও ব্যস্ত হাতে। সাথে এক কয়েল তার। ওটা বাঁ কাঁধে ঝোলাল, প্লাঞ্জারটা অন্য হাতে নিয়ে রাকস্যাক তুলে রাখল ট্রাকের সীটে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।' লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটল রানা পিছনদিকে, ওভারহ্যাঙের উদ্দেশে। কম করেও তিন-সাড়ে তিনশো গজ পিছনে পড়ে গেছে তখন ওটা।

রাস্তায় পুরু হয়ে জমে আছে তুষার, মাসুদ রানার ছুটন্ত আওয়াজ সম্পূর্ণটাই শুষে নিল তারা। টর্চের আলো কোন কাজেই আসছে না, বাতাসে পাক্ খেতে খেতে নেমে আসা লক্ষ কোটি তুষার কণা আড়াল করে রেখেছে পুরো পৃথিবী। অন্ধের মত ছুটল ও স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করে। অবশেষে ওভারহ্যাঙের তলায় পৌঁছল মাসুদ রানা। পরিশ্রমের ফলে হাঁপাচ্ছে ও হাপরের মত, বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

শট হোল দুটো প্রায় অনায়াসেই পাওয়া গেল ভেতরে গুঁজে রাখা ডালের জন্যে। ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা তারের সাথে কয়েল জুড়ে তার অন্য প্রান্ত প্লাঞ্জারের ব্যাটারি ওয়্যারের সাথে যুক্ত করতেও সময় বেশ অল্পই ব্যয় হলো। কাজ শেষ করে বাক্সটা নিয়ে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে এল রানা। চার্জের তারের সাথে কয়েলের তার ঠিকমত পেঁচানো হয়েছে কিনা, ব্যাটারি ওয়্যারের সাথে তারের সংযোগ ঠিক হয়েছে কি না ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর তালুর গোড়া দিয়ে প্লাঞ্জারের বেরিয়ে থাকা লিভারটা চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল ভেতরে।

সাদা পর্দাটা ছিন্ন ভিন্ন করে বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলসে উঠল

জোরাল, নীলচে এক তীব্র আলো। পরক্ষণে আকাশ ফাটানো ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দে আর ধাক্কায় কেঁপে উঠল গোটা রকি। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল আওয়াজটা শত গুণ শক্তিশালী হয়ে, ওদিকে হাজার হাজার টন পাথরসহ প্রায় আস্ত ওভারহ্যাঙ পলকের জন্যে শূন্যে লাফিয়ে উঠেই ছিঁড়েখুঁড়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার ওপর। রাস্তার সাথে পাথরের প্রচণ্ড সংঘর্ষে কেঁপে উঠল ধরণী। থর-থর করে কেঁপে উঠল মাসুদ রানা, পড়ে যাচ্ছিল, চট্ করে বসে পড়ল এক হাঁটু গেড়ে। একেবারে কাছেই ধপ্ করে আছড়ে পড়ল এক খণ্ড পাথর, দু'তিনটে ড্রপ্ খেয়ে রানার দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অজান্তেই একটা ঢোঁক গিলল রানা ওর মাথার দ্বিগুণ আকারের খণ্ডটা দেখে।

একটু অপেক্ষা করে ফলাফল দেখার জন্যে এগোল মাসুদ রানা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো প্রায় পুরো ওভারহ্যাঙই খসে পড়েছে দেখে। ব্লক হয়ে গেছে পুরো রাস্তা। প্লাঞ্জারের কাছে ফিরে এল ও খুশি মনে, আস্তে আস্তে টেনে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া তার মুক্ত করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কয়েল তৈরি করল। তারপর ওটা আর প্লাঞ্জার নিয়ে ট্রাকের দিকে এগোল। পথের ওপর কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ড্রাইভার, ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফর ক্রিসসেকস্, ম্যান! কিসের শব্দ হলো? নিউক্লিয়ার বোমা ফাটল নাকি?'

'পিছনের রাস্তা ব্লক করে দিয়েছি।' হাতের জিনিসপত্র রাকস্যাকে ভরে ফেলল রানা, টেলিফোন সেটটা নিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল ট্যাঙ্কারের পিচ্ছিল ট্যাঙ্কের ওপর। খুব সাবধানে পা ফেলে যতটা সম্ভব কিনারায় এসে বসল। নিচ থেকে হাঁ করে ওর কাণ্ড দেখছে ড্রাইভার।

দ্রুত ক্লিপিং সেরে রিং করল মাসুদ রানা। জবাব নেই। হাতল

ঘোরাতে ঘোরাতে হাত ব্যথা হয়ে গেল, তবু সাড়া দিচ্ছে না হয়েস্ট ক্যাম্প। প্রায় হতাশ হয়ে পড়ল ও, বিকল্প আর কি করা যায় ভাবতে শুরু করতে যাচ্ছিল, এই সময় ক্লিক শব্দ উঠল লাইনে, নিঃশব্দে স্বস্তির দম ছাড়ল রানা।

'বাটলার, হয়েস্ট ক্যাম্প!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক হেঁড়ে কণ্ঠ। 'কোথায় কি ঘটল? অনেকক্ষণ থেকে...'

'বাটলার!' মাউথপীস একটু দূরে রেখে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল রানা। 'শোনো, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ওভারহ্যাঙে।'

'আরেকটু জোরে বলুন, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান! কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না! কখন থেকে চেষ্টা করছি আপনাকে...'

'জাস্ট শাটাপ্, ইউ ইডিয়ট! যা বলছি শোনো!'

'বলুন, শুনছি। আরেকটু জোরে, প্লীজ!'

'তোমরা কতজন আছ ক্যাম্পে?'

'সব মিলিয়ে?'

'হ্যাঁ,' খ্যাঁক করে উঠল মাসুদ রানা। 'কেরানি বাবুর্চি সব মিলিয়ে!'

'পঞ্চান্নজন, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান।'

'গাড়ি আছে কয়টা?'

'গাড়ি? চারটা, না, পাঁচটা।'

'অল রাইট। সবাইকে নিয়ে ওভারহ্যাঙের দিকে রওনা হও এই মুহূর্তে। সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে আসবে। পুরো রোড ব্লক হয়ে গেছে, যে ভাবে পারো, সকালের আগে সাফ করে ফেলতে হবে রাস্তা।'

'কোথায়? কোন রাস্তা?'

'ইউ ড্যাম ফুল!' দাঁতে দাঁত চাপল মাসুদ রানা। 'ওভারহ্যাঙ ওভারহ্যাঙ! ওভারহ্যাঙে চলে এসো সবাইকে নিয়ে। পুরো ওভারহ্যাঙ ধসে পড়েছে রাস্তার ওপর।'

'ও! একটু আগে যে এক্সপ্লোশন...'

'হ্যাঁ, ওখানেই ঘটেছে এক্সপ্লোশনটা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ো। একটা লোকও যেন কোন অজুহাতে থেকে না যায় ক্যাম্পে, খেয়াল রেখো। সবাইকে প্রয়োজন ওখানে। সকালের মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার চাই আমি।'

'আমিও যাব?'

'অবশ্যই! যাবে না তো কি আণ্ডা পাড়বে ক্যাম্পে বসে? তোমরা তোমাদের সাইড পরিষ্কার করবে, আমি লোকজন নিয়ে এদিকটা পরিষ্কার করব, ক্লীয়ার?'

'ইয়েস, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান।'

'সরঞ্জাম যা আছে সব নিয়ে আসতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'যাও, ডাকো ওদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। পাঁচটা ট্রাকই নিয়ে আসতে হবে।'

'জ্বি, বুঝেছি।'

'মুভ ইট, কুইক!'

রিসিভার রেখে কপালের ঘাম মুছল মাসুদ রানা। ক্লিপিং ডিসকানেক্ট করার আগে খানিক অপেক্ষা করল, যদি কিছু সন্দেহ করে রিংব্যাক করে বাটলার। কিন্তু করল না। তার খুলে নেমে এল ও। 'চলুন, গ্যারির দলে যোগ দেয়া যাক।'

দশ মিনিট পর বনের ভেতর অন্য পাঁচ ট্রাকের সাথে যোগ দিল ওদের ট্যাঙ্কার। 'কিসের আওয়াজ হলো ওটা?' রানাকে ক্যাব থেকে নামতে দেখে গ্যারি কিওগও নামল। 'করছেন কি আপনি, বলুন তো?' বয় ব্লাডেনও এসে যোগ দিল ওদের সাথে।

'সিগারেট আছে?' কর্কশ কণ্ঠে বলল ও।

আস্ত প্যাকেটটাই বাড়িয়ে দিল আইরিশ। 'এখন কি করব

আমরা?'

'হয়েস্ট ক্যাম্প থেকে পাঁচটা ট্রাক আসছে, ওরা আমাদের ক্রস করলে ক্যাম্পের দিকে রওনা হব আমরা।' একটা সিগারেট নিয়ে প্যাকেট ফিরিয়ে দিল ও।

'তারপর? নিশ্চই হয়েস্ট ক্যাম্পও ওড়াতে হবে?'

'না। ওটা ওড়াবার প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু যদি ওরা টের পেয়ে পিছু নেয় আমাদের?' বলল বয়।

সিগারেটে কষে টান দিল মাসুদ রানা। 'পারবে না।'

'গড!' কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে অস্ফুটে বলল গ্যারি কিওগ। 'কিসের পাল্লায় পড়েছি, ঈশ্বরই জানেন।'

'ক্যাবে বসে যতক্ষণ পারা যায় বিশ্রাম নেয়া উচিত,' বলল ও। 'সামনে অনেক কাজ, সারারাত লেগে যাবে শেষ করতে।'

গ্যারি বা বয় কোন মন্তব্য করল না। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল, ক্যাবে উঠে বন্ধ করে দিল দরজা। তার আগে রানাকে উদ্দেশ করে বয় বলল, 'আপনি আসছেন, না দাঁড়িয়ে থাকবেন খোলা জায়গায়?'

'এখানেই ঠিক আছি আমি।'

এক ঘণ্টা পর প্রথম ট্রাকটার সাড়া পাওয়া গেল। ওভারহ্যাঙের দিকে যাচ্ছে ওটা পিছনের ক্যারিয়ার বোঝাই মানুষ নিয়ে। আবছা পর্দা ঠেলে হঠাৎ করে উদয় হলো ওটা, তেমনি আবার হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল। ঘন তুষারের পর্দা গিলে খেয়ে ফেলল যেন ওদের। তার পাঁচ মিনিট পর এল দ্বিতীয়টা। পনেরো মিনিটের মধ্যে বাকি তিন ট্রাকও চলে গেল ওদের সামনে দিয়ে।

আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল মাসুদ রানা, তারপর এসে উঠল গ্যারির লীডিং ট্রাকের রানিং বোর্ডে। 'চলুন এবার।'

সার বেঁধে ধীরগতিতে বন ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল ট্রাকগুলো,

মাঝারি গতিতে এগোল ক্যাম্পের দিকে। চার্জ ফিট করা সেতু পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামাতে বলে 'দশ মিনিটের মধ্যে আসছি,' বলে নেমে গেল রানা। ছয় মিনিটের মাথায় পিছনদিকে রাইফেলের সিঙ্গল শটের মত তীক্ষ্ণ এক আওয়াজ উঠল। গ্যারি আর বয় নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কেবল। রানা ফিরে আসতে আবার গড়াতে শুরু করল ট্রাক বহর। সবাই চুপ, রা নেই কারও মুখে। গ্যারি বা বয়, কেউ জানতেও চাইল না এবার কোথায় গিয়েছিল ও, বা শব্দটা কিসের ছিল।

প্রায় খাড়া, পিচ্ছিল পথ বেয়ে জনশূন্য ক্যাম্পে পৌঁছতে পুরো দেড় ঘণ্টা লাগল ওদের। ভোর চারটায় ষষ্ঠ ট্রাক নিয়ে রওনা হলো কেজ: প্রতিটি মুহূর্ত প্রচণ্ড টেনশনে কেটেছে মাসুদ রানার, এর মধ্যে সম্ভবত কয়েক হাজারবার ঘড়ি দেখেছে ও। যে সেতু রানা উড়িয়ে দিয়ে এসেছে, সেটা বড়জোর বারো ফুট চওড়া। ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টার মধ্যে ওটা মেরামত করে ফেলতে পারে বাটলার, উঠে আসতে পারে ক্যাম্পে, সেটাই ওর ভয়। যদি কোন সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়ে থাকে ওরা, সেটা নেয়ার জন্যে ফিরে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়, ভাঙা সেতু দেখে নিশ্চই সন্দেহ হবে ওদের। গাড়ি নিয়ে না হোক, হেঁটে এলেও যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পে এসে হাজির হতে পারে পাঁচ-দশজনের একটা গ্রুপ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যে প্রমাণ হলো রানার আশঙ্কা। কেউ এল না। চারটা পঞ্চাশে শেষ ট্রাক নিয়ে হয়েস্টে উঠল ও আর গ্যারি কিওগ। ওটা রওনা হয়ে যেতে কি ভেবে হাসল আইরিশ, 'এখন যদি আসে ওদের কেউ, পথের মাঝে ঝুলিয়ে রেখে দেয় আমাদের, কেমন হয়?'

'শাট্ আপ্!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবড়ি লাগাল রানা।

কিন্তু রাগল না গ্যারি, বরং হাসি আরও চওড়া হলো তার। হাত

বাড়িয়ে ওর কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বলল, 'আপনার মত হাড় বজ্জাত জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি, মাসুদ রানা।'

ওপারে পৌঁছে কাঁপতে কাঁপতে খাঁচা থেকে নেমে এল রানা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, মাথা ঘুরছে ভীষণ। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেছে সব। 'ওয়েলকাম টু কিংডম, গ্যারি!' বয় ব্লাডেনের তরল কণ্ঠ শুনতে পেল মাসুদ রানা। 'পিটার এবার প্রমাণ করুক আমরা ওর হয়েস্ট ব্যবহার করেছি।'

হঠাৎ দেহের শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল রানা জ্ঞান হারিয়ে।

চার

দীর্ঘ দশ ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। চোখ মেলতেই মাথার কাছে জিন লুকাসকে দেখল ও। 'হ্যালো, রানা!' পানসে হাসি দিল সে। 'কেমন বোধ করছ এখন?'

'ভাল। তুমি কখন এলে?'

'দুপুরে। শুনলাম এখানে জেনারেল কুকের পদ খালি আছে, তাই...'

'আছে।' এক ভাবে জিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। চেহারা বেশ শুকনো লাগছে মেয়েটির। ভেতরে কেমন এক ভাল লাগার অনুভূতি জাগল রানার। নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করল ও। 'আসলে কেন এসেছ তুমি?'

চোখ নামিয়ে নিল জিন। 'জানি না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি শুয়ে থাকো। আমি সুপ নিয়ে আসছি তোমার জন্যে।'

'ওরা কোথায়, গ্যারি-বয়?'

'বাইরে। রিগ সেট করছে, হয়ে গেছে প্রায়।'

আগুনের মত গরম সুপ পেটে পড়তে দেহে শক্তি ফিরে পেল মাসুদ রানা। কোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল ও র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে। যেখানে দ্বিতীয় শট হোল খুঁড়েছিল বয়, সেখানেই তৈরি করা হয়েছে স্টীল প্লেটের বড় এক প্ল্যাটফর্ম। তার মাঝখানে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারির রিগ। প্ল্যাটফর্মের সাথে ওটার বাঁধন টাইট করার কাজে ব্যস্ত তখন সে আর বয়। রানাকে দেখে কাজ ফেলে এগিয়ে এল বয়। 'হ্যালো, মিস্টার রানা!' হাসল হাফ ইন্ডিয়ান। কপালের ঘাম মুছল। 'হঠাৎ জিন এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। ওর হাতে আপনার ভার তুলে দিয়ে এদিকে কিছু বেশি সময় দেয়া গেল।'

'ভাল করেছেন। কাজ শেষ?'

'না না। এখনও অনেক কিছু বাকি আছে,' বলল গ্যারি কিওগ। প্রকাণ্ড মুখে অনাবিল হাসি তার। 'র‍্যাট হাউজিং আর ট্রাভেলিং ব্লক সেট হলেই শেষ। ওগুলোই আসল কাজ। কম করেও আরও দু'দিন লাগবে।'

উঁচু রিগটা দেখল মাসুদ রানা। তার নিচে, প্ল্যাটফর্মের পাশে ঢিপি করে রাখা আছে অসংখ্য লোহার পাইপ। ও জানে, অনেকটা টিউবওয়েল বসানোর মতই কাজ এটা। রিগ মাটি খুঁড়বে আর একটার সাথে আরেকটা পাইপ জুড়ে সেই গর্তে ঢোকাতে হবে পাইপ, যতদূর যায়। ফললাভ না হওয়া, অথবা প্রজেক্ট পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

মাইলখানেক দূরের বাঁধের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। কড়া

রোদের আলোয় দ্রুত গলছে বরফ, জোর স্রোত চলছে ক্রীকের পানিতে। অন্যান্য দিনের মত আজও একদম স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে ওখানে, কারও নজরই নেই কিংডমের দিকে। ওদিকে হয়েস্ট কেজও নিয়মিত এ মাথা ও মাথা করছে পেট ভর্তি সিমেন্ট নিয়ে। মিকসার মেশিন সদাব্যস্ত নিজের কাজে। সবকিছু এতই স্বাভাবিক যে অস্বস্তি লেগে উঠল মাসুদ রানার। 'পিটার এসেছিল?'

'নাহ্!' বাঁধের দিকে তাকিয়ে কাঁধ শ্রাগ করল গ্যারি। 'ভেবেছিলাম আর কিছু না হোক, অন্তত ঝগড়া করার জন্যে হলেও একবার অন্তত আসবে ব্যাটা। এল না।'

'রিগের কাছে গার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা।

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল বয় ব্লাডেন। 'রাতে আমি নিজে থাকব এখানে। রাইফেল নিয়ে লেফট-রাইট করব।'

'খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমার মন বলছে ও আসবে। এতবড় ক্ষতি সহজে মেনে নেয়ার মানুষ নয় পিটার। হয়তো আজই আসত সে, হেনরি ফেরগাসের নির্দেশে মত পাল্টেছে। নিঃসন্দেহে কিছু একটা মতলব আছে ওর।'

খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসল গ্যারি। 'অথবা হয়তো যথেষ্ট হয়েছে ভেবে ক্ষ্যান্তই দিয়েছে, কে জানে! মেনে নিয়েছে ক্ষতিটা। ঝগড়া করতে এসে নতুন ক্ষতির শিকার হতে চায় না।'

'উঁহুঁ! আসবেই পিটার, অথবা কাউকে না কাউকে পাঠাবেই আজ না হোক কাল। কাল না হোক পরশু।'

'আসুক!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বয়। 'আমি আছি। কোন চিন্তা করবেন না।'

দু'দিনে তো নয়ই, চারদিনেও শেষ হলো না ওদের কাজ। পঞ্চম দিন দুপুরের পর জানান দিল গ্যারি, কাজ কমপ্লিট। সেদিন

আর ড্রিলিঙের কাজে হাত দিল না ওরা, গল্প-গুজব আর জিনের রান্না করা তাজা, কচি হরিণের রোস্ট, হুইস্কি ইত্যাদি খেয়ে কাটিয়ে দিল। মাসুদ রানা সাথে থেকেও যোগ দিতে পারল না ওদের আনন্দে। কেবলই পিটার ট্রিভেডিয়ানের কথা ভেবেছে ও। প্রতিদিনই ভোরে ঘুম থেকে জেগে ভেবেছে, আজ নিশ্চয়ই আসবে সে সেদিনের ঘটনার ব্যাখ্যা দাবি করতে। চেঁচামেচি করে মাথায় তুলবে কিংডম। কিন্তু কিসের কি! প্রায় সারাদিনই বাঁধের কাজ দেখে কাটিয়েছে পিটার এ ক'দিন, ভুলেও একবার তাকায়নি পর্যন্ত এদিকে।

পরদিন সকালে দ্রুত নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। ড্রিলিং শুরু হবে এখনই। মাসুদ রানা ও জিন লুকাস এসে উঠল প্ল্যাটফর্মে। ওপর থেকে নেমে এল ড্রিল বিট্ সেট করা ব্লক, একটু একটু করে সেঁধিয়ে গেল দ্বিতীয় শট হোলের ভেতর। এঞ্জিনম্যানের উদ্দেশে হাত ইশারা করল গ্যারি কিওগ, গুরুগম্ভীর হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল ডিজেলচালিত বড়সড় ড্র এঞ্জিন। পায়ের তলার প্ল্যাটফর্ম ওটার সাথে তাল মিলিয়ে কাঁপতে শুরু করল থর থর করে। তার সাথে কাঁপছে রানা-জিন। কাজ শুরু হয়ে গেছে সাউল নাম্বার টু-র।

খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু হতে পারল না মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে দাঁড়িয়ে থাকল প্ল্যাটফর্মে। ড্যামের মিকসার মেশিনগুলোর আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে রিগের ড্রিল বিটের পাথরের সাথে ঘর্ষণের আওয়াজের তলে। অনর্থক দুটো আওয়াজকে আলাদা করার অপচেষ্টায় লাগল ও। অন্যমনস্ক। নিজেকে শান্ত সাগরের মাঝে ভাসমান জাহাজের ক্যাপ্টেন মনে হচ্ছে রানার, যে নিশ্চিত ভাবে জানে প্রচণ্ড এক সাইক্লোন তৈরি হচ্ছে সামনে কোথাও, যে-কোন মুহূর্তে আছড়ে পড়বে এসে জাহাজের ওপর।

পিটার ট্রিভেডিয়ান নাম সে সাইক্লোনের। প্রশ্ন হচ্ছে মাসুদ রানা

কি পারবে তাকে সময়মত বাধা দিতে? ওদের অপূরণীয় কোন ক্ষতি সে করে ফেলার আগেই? নিচের দিকে নজর দিল ও, ড্রিল ব্লকের ঘূর্ণন দেখতে লাগল। প্ল্যাটফর্মের নিচে প্রকাণ্ড এক চালুনি অনবরত দুলছে, নিচ থেকে উঠে আসা মাটি ও পাথর কুচি আলাদা করছে ওটা। এঞ্জিনের ভেতরের দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলো। 'কাজ কি হারে এগুচ্ছে?' ড্রিলারের পাশে দাঁড়ানো বিল ম্যানিয়নের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল রানা।

'ঘণ্টায় আট ফুট।'

অর্থাৎ দিনে দুইশো ফুট, দ্রুত হিসেব কষল ও মনে মনে। 'তার মানে পঁচিশ দিন থেকে এক মাসের মধ্যে অ্যান্টিসিলিনের লেয়ারে পৌঁছব আমরা?'

'যদি ড্রিলিং রেট এই হারে চলে।'

চার জন করে দুটো দল বানিয়ে নিয়েছে গ্যারি কিওগ, রোজ দশ ঘণ্টা করে মোট বিশ ঘণ্টা টানা কাজ করে দল দুটো। রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত বন্ধ থাকে মেশিন। এই সময়টা রানা ও বয় পালা করে মেশিন পাহারা দেয়। আরও এক পাহারাদার আছে ওদের সাথে, সে হচ্ছে জিন লুকাসের বিশাল এক বাদামী লোমের কুকুর—মোজেস। আসার সময় নিয়ে এসেছে সে ওটাকে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এক নিয়মিত রুটিনে বাঁধা পড়ে গেল ওদের জীবন। আজ-কাল-পরশুতে কোন তফাৎ নেই, প্রতিদিনই এক ভাবে কাটে। আবহাওয়া অসহনীয় হয়ে উঠলে অবশ্য এদিক-ওদিক হয় কিছুটা। জুন গড়িয়ে গড়িয়ে জুলাইতে গিয়ে ঠেকল, প্রতিদিন গর্তের গভীরতা মোটামুটি দুইশো ফুট বাড়ে, সেই হারে ভেতরেরগুলোর সাথে যোগ হয় নতুন নতুন পাইপ। দিনের উত্তাপ ক্রমে বাড়তে থাকে, কমে আসতে থাকে রাতের ঠাণ্ডা—শীতকালের প্রায় নিয়মিত তুষার ঝড় অনিয়মিত হয়ে পড়ল।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করেছে রানা, যেদিনই স্বাভাবিক নিয়মে ভোরে সূর্য ওঠে, বৃষ্টি সেদিন হবেই। সূর্য ওঠার প্রায় সাথে সাথে পাহাড়ের মাথায় মেঘের আনাগোনা এবং জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, এবং দুপুর নাগাদ শুরু হয় বৃষ্টি। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে বজ্রপাত—শ শ কামান গর্জনের মত আওয়াজ একেকটার। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার, একের পর এক বিরতিহীন চলতেই থাকে বজ্রপাত। পরপর কয়েকদিন বৃষ্টির ছোঁয়া পেতেই মাথা তুলল আলফালফা, লুপিন, টাইগার লিলি ইত্যাদির সুপ্ত বীজ, কার্পেটের মত ছেয়ে ফেলল তারা কিংডমের মাটি।

না, আসেনি মানুষটা। ভুলেও এ মুখো হয়নি পিটার ট্রিভেডিয়ান। এখন দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা চলছে বাঁধের কাজ, রাতের অল্প কয়েক ঘণ্টা বাদে প্রায় পুরোটা সময়ই সাইটে কাটায় সে। এক রাতে রানা আর বয় দেখতে গেল কোথায় কিংডমের সীমানার শেষ ও ট্রিভেডিয়ান সম্পত্তির শুরু। দেখা গেল মোটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে কিংডমের বাঁধের দিকের পুরো অংশ ওদের অজান্তে কখন যেন আলাদা করে ফেলা হয়েছে। বাঁধে আলো এবং গার্ডের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে—প্রত্যেক গার্ডের কাঁধে একটা করে আমেরিকান শট গান, হাতে দীর্ঘ শেকলের মাথায় বাঁধা ভয়ঙ্করদর্শন একেকটা হাউন্ড।

কিংডমকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, আর সব ছাপিয়ে এই এক দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখল মাসুদ রানাকে। প্রতিদিন ড্রিল বিট পাহাড়ের দুশো ফুট করে গভীরে নেমে যাচ্ছে, অ্যান্টিসিলিন ডোমের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা একটু একটু করে, সে জন্যে খুশি হওয়ার কথা, সেখানে ওই এক দুর্ভাবনা মাটি করে দিয়েছে সব। ফাঁদে পড়া জন্তুর মত মনে হচ্ছে রানার নিজেকে। এ নিয়ে অন্যদের মধ্যেও কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে, লক্ষ করেছে ও। বয় ব্লাডেন ফাঁস

করে দিয়েছে বিষয়টা।

অবশ্য নিজের কথা মোটেই ভাবছে না ও। কারণ তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই, রানা জানে ওর পরিণতি। গ্রোভারের বেঁধে দেয়া সময় প্রায় শেষ, আর তো মাত্র ক'দিন। ও ভাবছে আর সবার কথা, এবং তা করতে গিয়ে নিজেকেও ওদেরই একজন ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে রানা কখন যেন। ফলে প্রতি মুহূর্ত এক অজানা আশঙ্কায় কাটছে। মনে হচ্ছে ও যেন কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আছে। সময় নিচ্ছে আসলে পিটার ট্রিভেডিয়ান, পুরোপুরি অপ্রস্তুত করে নিতে চাইছে ওদের মানসিকভাবে। কিছু ঘটছে না। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করে নিজেরা হয়রান হচ্ছে ভেবে যেই সতর্কতায় সামান্য ঢিল দেবে ওরা, অমনি আঘাত হানবে পিটার।

জিন লুকাসও ইদানীং আরেক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানার। কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে খেই হারিয়ে ফেলে সে প্রায় সময়, কী এক চিন্তায় ডুবে যায়। কাজ ফেলে কখনও কখনও বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে, বহুবার লক্ষ করেছে ও। আড়ালে কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে একভাবে তাকিয়ে থাকে বাঁধের দিকে, আনমনে দাঁত দিয়ে নখ কাটে, বিড় বিড় করে বকে কী সব। মাসুদ রানার থেকে অনেক ভাল চেনে ও হেনরি আর পিটারকে, কাজেই তার দুশ্চিন্তা ওকেও স্পর্শ করে। অন্য সময় হয়তো এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না রানা, কিন্তু এখন ঘামায়। ঘামাতে হয়।

কারণ এই রানায় আর সেই রানায় হাজার মাইলের ব্যবধান। যে সব বিপদ আর আশঙ্কাকে একদিন ও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পেরেছে, সে-সব আজ ওর কাছে পাহাড় সমান একেক সমস্যা, যে পাহাড় ডিঙোবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই মাসুদ রানার। জানে, সময়মত সামাল দিতে পারবে না ও, হয়তো। তাই অল্পেতেই দুশ্চিন্তা হয়, ভয় জাগে মনে সঙ্গীদের কথা ভেবে।

যা আশঙ্কা করছিল রানা, শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল তা একরাতে। সে ছিল জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের এক রাত। সেদিনই সকালে কোর স্যাম্পল নিয়ে উইনিকের সাথে দেখা করার জন্যে ক্যালগারি রওনা হয়ে গেছে বয় ব্লাডেন। মাঝরাতে রিগ বন্ধ হওয়ার পর যখন গার্ড দিতে বের হলো ও, প্রচণ্ড বাতাস বইছে তখন। সাথে কখনও বৃষ্টি, কখনও তুষারপাত। দুরন্ত পুবাল বাতাস অসম্ভবরকম ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডার কামড় ঠেকানোর জন্যে যত কিছু গায়ে দেয়া সম্ভব, দিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে মাসুদ রানা, তারপরও নিজেকে মনে হচ্ছে উলঙ্গ। মোজেসও রয়েছে ওর সাথে।

থেকে থেকে বাতাসের উন্মত্ত গর্জন ছাড়া চারদিকে সব নীরব-নিথর। অন্ধকারে দেখা যায় না কিছুই। যতক্ষণ কাজ চলে, রিগের আলো জ্বলে, চারদিক মোটামুটি দেখা যায়। এখন সে সুযোগ নেই। বাতাস ঠেলে মোজেসকে নিয়ে রিগের প্ল্যাটফর্মে এসে উঠল মাসুদ রানা। অনেক কষ্টে একটা সিগারেট ধরিয়ে ড্যামের দিকে তাকাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না এই বরফ আর বৃষ্টির জ্বালায়, একটা আলোও চোখে পড়ছে না। ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে মিকসার মেশিনগুলোও নেই আজ। ওয়েদারের জন্যে কাজ বন্ধ রেখেছে আজ পিটার ট্রিভেডিয়ান। অথবা হয়তো বাতাস উল্টোদিক থেকে বইছে বলে এতদূর আসছে না আওয়াজ।

সিগারেট শেষ করে নামল রানা প্ল্যাটফর্ম থেকে, রুটিন চক্কর দিয়ে এল একটা। ট্র্যাকগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল ও। সাথেই রয়েছে মোজেস, কেন যেন বেশ উত্তেজিত সে। হয়তো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা অন্য কোন কারণে হবে, খেয়াল করল না মাসুদ রানা। ট্র্যাক পরিদর্শন সেরে পুরো ড্রিলিং এলাকা এক চক্কর দিয়ে এল ও। এর মধ্যে বাতাসের বেগ আরও খানিকটা বেড়েছে। তার সাথে ক্রমাগত লড়াই করতে করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা।

রিগ প্ল্যাটফর্মের কাছেই ক্রুদের বিশ্রামের জন্যে নিচু একটা কাঠের ঘর তৈরি করা হয়েছিল, ওটার মধ্যে ঢুকে পড়ল ও। ইচ্ছে মিনিটদশেক জিরিয়ে আবার বের হবে। মোজেসকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, আবার সিগারেট ধরাল। একটা-দুটো টান দিচ্ছে আর দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে চারদিক।

খুব ধীর পায়ে এগোচ্ছে রাত। একটু জিরিয়ে নিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল মাসুদ রানা। তুষারপাতের বেগ কমেছে দেখে বের হওয়ার জন্যে উঠল, আচমকা গা ঘেঁষে বুলেটের বেগে বেরিয়ে গেল মোজেস। ব্যস্ত হয়ে রানাও পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে একেবারে কানের কাছেই বিকট এক 'হুপ্!' আওয়াজ শুনে আঁতকে উঠল। ওর চোখের সামনে আগুনে কমলা রঙের বিশাল এক কুণ্ডলী লাফ দিয়ে আকাশে উঠল। ব্যাপারটা এতই কাছে ঘটল, রানার মনে হলো ওর ভুরু, পলক সব পুড়ে গেল বুঝি এক লহমায়।

থতমত খাওয়া ভাবটা পুরো সামলে উঠতে পারল না মাসুদ রানা, তার আগেই পর পর আরও দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল রিগের পুরো কাঠামো, জ্বলন্ত তেল ছিটকে লাফিয়ে উঠল আকাশে। এক লাফে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, বরফের ওপর এখানে ওখানে ছিটকে পড়া তেল জ্বলছে খুদে মশালের মত। তার আলোয় কাপড়-চোপড়ে মোড়া বেঢপ এক আকৃতি দেখতে পেল ও, তীরবেগে দৌড়ে যাচ্ছে ওটা ড্যামের দিকে, মোজেসও ছুটছে ওটার পিছন পিছন।

ওয়ালথার বের করে সর্বশক্তিতে দৌড় দিল মাসুদ রানা। কিন্তু কয়েক পা যেতে যেতেই খেয়াল করল, মানুষটাকে আর চোখে পড়ছে না। তুষারের পর্দা আড়াল করে ফেলেছে তাকে। তবু থামল না ও, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে টলতে টলতে এগোল। হঠাৎ অন্ধকারে কোথাও 'ঘাউ' করে হাঁক ছাড়তে শুনল ও মোজেসকে, পরমুহূর্তে

চাপা একটা 'কড়াক্!' এবং কুকুরটার যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা। পিস্তল তুলল গুলির আওয়াজ লক্ষ্য করে। নল সামান্য ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে একের পর এক গুলি করে চলল ও অন্ধ আক্রোশে। হুঁশ ফিরল রানার শূন্য চেম্বারে হ্যামারের বাড়ি খাওয়ার 'খট্' শব্দে। গুলি শেষ। বেকুবের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল মাসুদ রানা। ততক্ষণে প্রায় নিভে গেছে আগুন। আবছা যেটুকু আভাস ছিল তখনও, সে আলোয় দুটো কঙ্কাল দেখতে পেল ও কেবল। দুটো অয়েল ট্যাঙ্কারের কঙ্কাল। সব পুড়ে শেষ। যেন রানাকে দেখার সুযোগ দেয়ার জন্যেই ওরা নিজেদের অস্তিত্বের আভাসটুকু টিকিয়ে রেখেছিল নিভু নিভু আগুনের সাহায্যে, দেখা হতেই নিভে গেল দপ্ করে, গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল কিংডমকে'।

পাগলের মত অন্য ট্রাকগুলোর অবস্থা দেখার জন্যে ছুটল মাসুদ রানা। প্রচণ্ড হতাশা আর উত্তেজনায় মাথা ঘুরতে শুরু করেছে তখন। পড়িমরি করে বাকি ট্রাকগুলো চেক করল ও দৌড়ের ওপর। কিছুটা স্বস্তি পেল ওগুলো অক্ষত আছে দেখে। দম ফিরে পেতে আলো জ্বেলে ছুটল রানা মোজেসের খোঁজে। আশ্চর্য হয়ে গেল, এত কাণ্ড ঘটে গেছে বাইরে, ওরা দুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ টেরই পায়নি ভেবে। দু'মিনিট পর কুকুরটার দেখা পেল রানা, সামনের এক পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ওটা।

তাড়াতাড়ি এগোল রানা, হাঁটু গেড়ে বসে এক হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরল মোজেসের, অন্য হাতে ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগল ক্ষতটা। পাওয়া গেল। ডান কাঁধের হাড়ের জয়েন্টে আটকে আছে বুলেটটা। ক্ষতস্থানে ওর হাত পড়তে কুঁকড়ে গেল মোজেস। গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছে। ওটাকে কোলে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল মাসুদ রানা। জিনকে জাগাল প্রথমে। ঘটনা

যত সংক্ষেপে সম্ভব, জানাল। মেয়েটির চোখে চোখে তাকাতে সাহস হলো না। মোজেসকে তার হাতে তুলে দিয়ে গ্যারিকে ডাকতে চলল ও।

মুশকিলে পড়ল রানা তাকে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। কিছুই বুঝল না লোকটা। হড়বড় করে যা মুখে এল বলে গেল ও, তারপর বাইরে নিয়ে এসে দেখাল ট্যাঙ্কার দুটো। হতভম্বের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকল মানুষটা। 'কি ঘটেছিল?' ঝোড়ো বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল গ্যারি।

আরেকবার ব্যাখ্যা করল মাসুদ রানা। এবার মোটামুটি গুছিয়ে বলতে সক্ষম হলো। আইরিশও বুঝল। মুখ ঘুরিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ধ্বংসস্তূপ দুটোর দিকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ওয়েল, আশা করা যায় ইনশিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারব।'

ক্রুদের রেস্টরূমে এসে সিগারেট ধরাল ওরা। 'কিন্তু আরও মারাত্মক হতে পারত ব্যাপারটা,' বলল গ্যারি। হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল। 'আস্ত রিগটাই শেষ হয়ে যেতে পারত। চার হাজার দুইশো ফুট গভীরে আছি আমরা এখন। আর...ভাগ্য ভাল যে কালই রিগ ট্যাঙ্কে তেল ভরা হয়েছিল, দুইশো গ্যালনের মত তেল আছে আমাদের হাতে। না হলে তো...'

'কতদিন চলা যাবে ওই তেলে?' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বের হলো মাসুদ রানার গলা দিয়ে। তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মন, নিজের ওপর চরম বিরক্ত। ভুলতে পারছে না রানা যে ওর ঢিলেমির জন্যেই ঘটেছে কাণ্ডটা। ওকে ঠেকানোর জন্যে পিটার যদি আসে, প্রথমেই যে তেলের ওপর আক্রমণ করবে সে, এই সহজ কথাটা কেন একবার ভাবল না ও? 'কত ফুট যাওয়া যাবে?'

'তিনশো ফুট বড়জোর।'

'আর কত গ্যালন প্রয়োজন হবে?'

'ভাগ্য যদি ভাল হয়, সাতশো থেকে এক হাজার গ্যালন।' রানার দিকে তাকাল গ্যারি। 'কি করে আনা যায় তেল, ভাবছি।'

'ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আনতে হবে, পনি ট্রেইল দিয়ে,' অন্যমনস্ক, বিরক্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'আর উপায় কি?'

'হুঁম্‌ম্‌! এক ঘোড়ায় বিশ গ্যালন করে যদি আনা যায়, তাও পঞ্চাশটা ঘোড়া প্রয়োজন হবে। কোথায় পাওয়া যাবে এত ঘোড়া? খরচও কম না, প্রায় এক হাজার ডলার লেগে যাবে।'

কিছু বলল না ও। ভাবছে। যদিও মাথা পরিষ্কার নয়, শক্তিতেও কুলোচ্ছে না আর। ইচ্ছে করছে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। চারটায় ডে শিফটের ক্রুরা বেরিয়ে এল। পোড়া ট্রাক দেখে থমকে দাঁড়াল তারা, আহাম্মকের মত একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। নিচু, উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল।

'বসে আছ কি জন্যে তোমরা?' খেঁকিয়ে উঠল গ্যারি লোকগুলোর উদ্দেশে। 'শুরু করে দাও কাজ।'

তাকে ওখানে রেখে একা র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এল মাসুদ রানা। মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা লাগছে, কোন কাজ করছে না মস্তিষ্ক। লিভিংরূমে জিনকে বসা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'মোজেস কেমন আছে এখন?'

'সুস্থ আছে।' উঠে গিয়ে কিচেন থেকে এক কাপ ফুটন্ত চা নিয়ে এল জিন। 'খেয়ে নাও এটা।'

'গুলি ভেতরে ঢুকেছে?'

'না, কাঁধের হাড়ে লেগেছিল। বের করে ফেলেছি। খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।' জিন বেরিয়ে যাওয়ার এক মিনিটের মধ্যে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। পাঁচ মিনিট পর লবণ দেয়া হরিণের মাংস,

ফ্রাইড পটেটো আর এক কাপ কফি নিয়ে এসে ওর ঘুম ভাঙাল মেয়েটি। এক ফর্ক মাংস মুখে পুরেছে রানা, এই সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে এসে বসল মোজেস। ওর হাত চেটে দিল।

'দুঃখিত,' ওটার মাথায় হাত বোলাল রানা। 'ধরতে পারলাম না হারামজাদাকে।' দু'টুকরো মাংস তুলে দিল মোজেসের মুখে। মৃদু ফোঁপানি শুনে চোখ তুলল ও। কাঁদছে জিন। চোখাচোখি হতে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, কিচেনের দিকে চলে গেল। খিদে উধাও হয়ে গেল রানার, প্লেট মোজেসকে দিয়ে দিল। কফির কাপ নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাতাস পড়ে গেছে, তুষারপাতও বন্ধ। আলো হয়ে গেছে চারদিক। রিগের আওয়াজ শুনল রানা কিছুক্ষণ। তারপর কফি শেষ করে বার্নের দিকে পা বাড়াল। পিছন থেকে ডেকে উঠল জিন। 'কোথায় চললে?'

'কাম লাকি।'

'কেন?'

'জনির সাথে কথা বলতে। দেখি, তেলের ব্যবস্থা করা যায় কি না ওকে দিয়ে।'

'একা যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

কি যেন ভাবল মেয়েটি। ঘুরে চলে গেল নিজের রুমে। বার্নে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বের হতে যাচ্ছে রানা, এই সময়ে সে-ও হাজির। বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। চোখ কোঁচকাল রানা। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

উত্তর না দিয়ে নিজের পিন্টোর পিঠে স্যাডল বাঁধাছাঁদার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জিন। ওটা সেরে ফিরল রানার দিকে। 'কাম লাকি!'

'কেন?'

'তুমি একা যেতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু মোজেসের...'

'ও ঠিকই থাকবে।'

মেয়েটির চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখে থেমে গেল মাসুদ রানা, তর্ক করার সাহস হলো না। 'বেশ।'

পথে দু'বার থামতে হলো ওকে জিনের নির্দেশে। দশ মিনিট করে বিশ্রাম, বিস্কিট আর পনির, সাথে ফ্লাস্কে আনা গরম কফি খেতে হলো। মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো মাসুদ রানা। মেয়েটি সঙ্গে এসে, এবং বুদ্ধি করে পেটে দেয়ার মত কিছু নিয়ে আসায় কত উপকার হয়েছে, তা রানাই জানে। খিদে না থাকায় রাতে প্রায় কিছুই খায়নি ও, সকালেও একই অবস্থা। বিস্কিট আর গরম কফি যেন নতুন জীবন দিল ওকে।

'কাম লাকি গিয়ে কি করতে চাইছ তুমি, রানা?'

'জনিকে টেলিফোন করব।'

'কোত্থেকে করবে?'

অবাক হলো মাসুদ রানা। 'কেন? ম্যাকের হোটেল থেকে! ফোন সবসময়...' জিনকে আনমনে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল ও। 'কি?'

'ক্রীক রোডের কি অবস্থা করেছ তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেলে? ওখানে যদি লোকজন তোমাকে দেখে, কি অবস্থা করবে ভেবে দেখেছ?'

'পিটারের কথা বলছ?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। প্যাকেট বাড়িয়ে ধরতে মাথা নাড়ল জিন লুকাস।

'না। যাদের তুমি সেদিন বোকা বানিয়েছ, তাদের কথা বলছি। ওরা যদি কেউ দেখে ফেলে তোমাকে,' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল জিন। 'এই জন্যেই তোমার সাথে এসেছি আমি।'

বিরক্ত কণ্ঠে বলল ও, 'ওরা যদি মারধর করে আমাকে, তুমি

ঠেকাবে?'

রানার মনের কথা বুঝে সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল মেয়েটি। 'তারচে' বরং এক কাজ করো, কীথলি ক্রীক চলো, ওখান থেকে ফোন কোরো। শর্ট কাট পথ চিনি আমি।'

'পরামর্শ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। ইচ্ছে হলে কিংডম ফিরে যেতে পারো তুমি। আমি ম্যাকের ওখান থেকেই ফোন করব।'

আর কথা বাড়াল না জিন লুকাস। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। দুপুরের একটু পর পৌঁছল কাম লাকি। দূর থেকে ট্রিভেডিয়ানের অফিসের দরজা পুরো খোলা দেখল মাসুদ রানা। যেন সে জানত ও আসবে, কখন আসে, তাই দেখার জন্যে দরজা খুলে বসে আছে। কাছে আসতে ভেতর থেকে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে দেখল রানা পিটারকে। সাদা নাইলন শার্ট পরে আছে লোকটা, ফলে চামড়ার রং ফুটে আছে তার পরিষ্কার। মেহগনি কাঠের রং। অফিসের পাশ কাটাবার সময় রানার মনে হলো ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে লোকটা।

শহরে ঘরবাড়ির সংখ্যা এর মধ্যে আরও কিছু বেড়েছে, কিন্তু রাস্তায় মানুষ চোখে পড়ল না একজনও। সবাই ব্যস্ত বাঁধের কাজে। হোটেল রেইলে ঘোড়া বেঁধে পিছনদিক দিয়ে কিচেনে এসে ঢুকল রানা ও জিন। ওদের দেখে চোখ কপালে উঠল পলিনের। ওদিকে খাচ্ছিল জেমস ম্যাকক্লিলান, রানাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল।

'অনেকদিন থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি আমি, মাসুদ রানা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। রাগে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। পলিন এগিয়ে এসে পথরোধ করল স্বামীর।

একটাই অস্ত্র ছিল রানার, ছুঁড়ল ও সেটা সাপের মুখে ধুলো পড়া দেয়ার মত। 'কাল রাতে আমার ফুয়েল ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়েছে কে,

জেমস? তুমি, না ট্রিভেডিয়ান? নাকি দু'জনেই?'

মাসুদ রানার থমথমে চেহারা আর প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল সে। মুখের রং বদলে গেল। 'তার মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'কোন নতুন প্যাঁচ...'

'তোমার সাথে কোন প্যাঁচ কষতে আসিনি আমি, জেমস। কেবল জানতে এসেছি গতরাতে তুমিও ছিলে কি না পিটারের সাথে।'

'পিটারের সাথে কোথায়?' অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল সে। পাশ থেকে দু'হাতে তার বাহু আঁকড়ে ধরে রেখেছে পলিন। তাকেও বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। চেহারা ফ্যাকাসে।

'রাতে দুই হাজার গ্যালন তেলসহ দুটো ট্যাঙ্কার পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমার। গুলিও ছোঁড়া হয়েছে। তোমাদের ভাগ্য ভাল, কুকুরের গায়ে লেগেছে গুলি।' অফিসের উদ্দেশে পা বাড়াল মাসুদ রানা। 'তোমাদের টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল জেমস। 'কোথায়, পুলিসে? পিটারও তাহলে রিপোর্ট করবে সে রাতে...'

'পুলিসে ফোন করতে যাচ্ছি না আমি, ফুয়েলের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।'

আর কিছু বলল না জেমস, মাসুদ রানাও দাঁড়াল না। অফিসে ঢুকে পড়ল। কেউ নেই অফিসে। রিসিভার তুলে জেফ হার্টের নাম্বার অপারেটরকে জানিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। দু'মিনিট পার হওয়ার আগেই ঢুলতে শুরু করল, ঘুম পাচ্ছে খুব। জোর করে চোখ খোলা রাখার কসরৎ চালিয়ে যেতে থাকল মাসুদ রানা। আধ ঘণ্টা পর এল কল। ওর গলা শুনে আলাপ জুড়ে দিয়েছিল জেফ হার্ট, থামিয়ে দিল রানা। ওর ফোন করার কারণ বলল। জবাবে সে জানাল, জনি কার্সটেয়ার্সের সাথে কথা বলে সন্ধের দিকে কল ব্যাক

করবে সে।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিচেনে এল মাসুদ রানা। পলিন ছাড়া কেউ নেই তখন সেখানে। জেমস চলে গেছে বাঁধে, জিন গেছে রুথ আর সারার সাথে দেখা করতে। একটা চেয়ার স্টোভের সামনে নিয়ে এসে বসল মাসুদ রানা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল উষ্ণ পরিবেশে। বড় এক প্লেটে স্টেক, ওমলেট আর এক কাপ গরম কফি নিয়ে এল পলিন। 'এত কষ্ট কেন করতে গেলেন?' ওমলেটের গন্ধে পেটের খিদে নড়েচড়ে উঠল রানার।

'কোন কষ্ট হয়নি আমার। খেয়ে নিন।' ওর পাশে বসল মেয়েটি, সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে থাকল। 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'সত্যি ক্লান্ত আমি,' বলল রানা। 'প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হলো ঘুমাতে পারিনি।'

মাথা দোলাল পলিন। 'জিনের মুখে শুনেছি গতরাতের ঘটনা। আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। কিন্তু এখানে থাকা আর ঠিক হবে না আপনার।'

'কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত থাকতেই হবে আমাকে। একটা টেলিফোন আসবে।'

'না না, আপনি বুঝতে পারছেন না! বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'কিন্তু...'

'প্লীজ, মিস্টার রানা!'

মুখ তুলে পলিনকে দেখল ও। চেহারা দেখে বুঝল ভয় পেয়েছে মেয়েটি। সেই মুহূর্তে পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জিন, চেহারায় শঙ্কা তার। 'রানা, জলদি চলো! ওঠো!'

'কেন?'

'বাঙ্কহাউস থেকে কিছু লোক আসছে এদিকে, দেখে এসেছি

আমি। মনে হয় পিটার পাঠিয়েছে ওদের।'

'কিন্তু সন্ধেয় ফোন আসবে জনির। ওর সাথে কথা বলা জরুরী।'

'বুঝেছি। কিন্তু লোকগুলোর মতলব সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার। আর...তুমি পুরো সুস্থ না, এতজনকে একা সামাল দিতে পারবে না তুমি।' থেমে রানার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করল জিন লুকাস। 'জিমিকে যে অস্ত্রে ঘায়েল করেছ, এদের বেলায় তা কোন কাজে আসবে না।'

'আপনি চলে যান,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল পলিন। 'আপনার কল আমি রিসিভ করব। মিস গ্যারেটের বাসায় গিয়ে জানিয়ে আসব খবর।'

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। নিজেকে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। এ অবস্থায় একদল ক্ষিপ্ত, অশিক্ষিত রোড লেবারের মুখোমুখি হতে যাওয়া সত্যিই চরম বোকামি হবে।

'চলে যান,' আবার বলল ব্যস্ত সমস্ত পলিন। 'আমি রিসিভ করব ফোন।'

'ধন্যবাদ, পলিন,' বলল জিন লুকাস। 'খুব ভাল হয় তাহলে।'

পালা করে ওর জন্যে উদ্বিগ্ন মেয়ে দুটিকে দেখল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে।' জনিকে কি কি বলতে হবে, দ্রুত শিখিয়ে দিল ও পলিনকে। 'সব ঠিক থাকলে কাল কখন কোথায় জনির সাথে দেখা করতে হবে আমাকে, জেনে নেবেন।'

'ঠিক আছে, কোন চিন্তা করবেন না।'

'এসো,' রানার বাহু ধরে টান দিল জিন লুকাস।

হোটেলের সামনে এসে যার যার ঘোড়ায় উঠল ওরা। আগেই দেখেছে ডজনখানেক চোয়াড়ে চেহারার শ্রমিক হন্ হন্ করে হেঁটে

আসছে। খেয়াল না করার ভান করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রানা ও জিন। ধীর গতিতে এগোল সামনে, দলটার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে ওদের। সামনের দিকে ছোটখাট, তাগড়া এক শ্রমিক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানার দিকে আঙুল তুলে। 'ওই সেই বাস্টার্ড!' বলেই দৌড়ে আসতে শুরু করল লোকটা। 'ওই তো সেই কুত্তার বাচ্চা!'

আরও কয়েকজন ছুটল তার পিছন পিছন, বাকিরা দৌড় দেয় দেয় অবস্থা। 'রানা,' চাপা কণ্ঠে বলল জিন লুকাস। 'থামবে না, প্লীজ! এগোতে থাকো।'

পাশাপাশি ঢুকে পড়ল ওরা লোকগুলোর মধ্যে, দু'পাশে ভাগ হয়ে সরে গেল তারা। ঝামেলা বোধহয় এড়ানো গেছে ভেবে আশ্বস্ত হতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় চার অক্ষরের একটা নোংরা, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করল সেই লোক। ওর উদ্দেশে নয়, জিনের দিকে তাকিয়ে। লজ্জায় কান-গাল লাল হয়ে উঠল মেয়েটির পলকের জন্যে। নিজের ভেতরে কিছু একটা ঘটে গেল বিদ্যুৎপ্রবাহের মত, টের পেল মাসুদ রানা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা মাথায় আসার আগেই আচমকা লোকটার দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল ও। লাগাম টেনে থামাল ওটাকে। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে।

'রানা, চলে এসো!' পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল জিন।

হা-হা করে হেসে উঠল লোকগুলো। সেই লোকই আবার বলে উঠল, 'একা আর কত ভোগ করবে ওকে?' ইশারায় জিনকে দেখাল সে রানাকে। 'মাঝেমধ্যে আমাদের কাছে ওকে পাঠালে ক্ষতি কি, এক রাত পর পর?' বলে বাহ্বা কুড়োবার জন্যে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে একবার। 'আমাদের কাজ ওর ভালই লাগবে হে!'

এত জোরে ঘোড়ার পাঁজরে গুঁতো মারল রানা যে ব্যথায় লাফিয়ে উঠল ওটা, অন্ধের মত ঝাঁপ দিল সামনে। নাকেমুখে ওটার

লোহার নাল পরানো পায়ের জোর এক লাথি খেয়ে ককিয়ে উঠল লোকটা, কম করেও দশ হাত উড়ে গেল। কুণ্ডলী পাকিয়ে 'ঘ্যাক্' করে আছড়ে পড়ল পথের ওপর। ওই অবস্থায়ই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। পেটে রানার হাঁটুর গুঁতো খেয়ে কাৎরে উঠল লোকটা, বুকের বাতাস 'হুঁশ্' করে বেরিয়ে গেল সব। পরমুহূর্তে কয়েক জোড়া হাত ধরে ফেলল মাসুদ রানাকে, একজন মুঠো করে ধরল ওর চুল, হ্যাঁচকা টানে পিছনে সরিয়ে নিয়ে চিত করে ফেলে দিল। ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকল ও। ছয় সাতজন শ্রমিক ঘিরে আছে ওকে। সবাই উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত। চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে সবার।

আচমকা গুলির তীক্ষ্ণ শব্দে কেঁপে উঠল গোটা উপত্যকা। রানার মাথার কয়েক হাত তফাতে ধুলো উড়িয়ে মাটিতে বিদ্ধ হলো বুলেটটা। ভীষণভাবে চমকে গেল লোকগুলো, রানা পর্যন্ত। ওকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল সবাই। উঠে বসল হতভম্ব মাসুদ রানা, ব্যাপার বোঝার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল। জিনের হাতে ওরই ওয়ালথারটা দেখতে পেয়ে অবাক হলো।

লোকগুলোও দেখেছে জিনিসটা, ফ্যাকাসে চেহারায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জিনকে দেখছে তারা চরম বিস্ময়ের সাথে। সবার মধ্যে অনিশ্চিত ভাব, দৌড় দেবে কি না ভাবছে। প্রথমজন মাটির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি তখনও, হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে মুখ চেপে ধরে আছে, আঙুলের ফাঁক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ঘোড়ার লাথি খেয়ে সামনের দুটো দাঁত হারিয়েছে বেচারা।

'ইউ অল রাইট, রানা?' বলল জিন নির্বিকার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ।' উঠে কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল ও।

'ওঠো ঘোড়ায়।' ওয়ালথারের নল লোকগুলোর দিকে ঘোরাল জিন লুকাস। 'যাও! ট্রিভেডিয়ানকে বলবে, আজ ওকে মাফ করে দিলাম আমি। কিন্তু এরপর যদি আর কোন নোংরা খেলা সে খেলতে চায়, আমি নিজ হাতে খুন করব ওকে।'

নীরবে রওনা হয়ে গেল ওরা। বড় রাস্তায় উঠে ট্রিভেডিয়ানের অফিসের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ পর খেয়াল হলো, জিনকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ওর। কিন্তু মুখ খোলার সময় পেল না, তার আগেই বলে উঠল মেয়েটি, 'তোমাকে বোধহয় ধন্যবাদ জানানো উচিত আমার,' হাসল সে।

'আমিও একই কথা ভাবছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু "হয়তো" কেন?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না সেক্ষেত্রে তোমাকে অনুপ্রাণিত করা হবে কি না। যা দেখালে এইমাত্র! আবার কখন কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে তুমি, কে জানে!'

'কিন্তু তুমি আমার পিস্তল পেলে কোথায়?'

'তোমার স্যাডলব্যাগে। অনেক আগেই সরিয়েছি আমি ওটা।'

'কেন জানতে পারি?'

'সত্যি কথা শুনতে চাও?'

'অবশ্যই!'

'রাগবে না কথা দিচ্ছ?' মুচকে হাসল জিন।

ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা। মুখে অনিশ্চিত হাসি। 'দিচ্ছি।'

'ইদানীং তোমার টেম্পারের ওপর ভরসা রাখতে পারছি না আমি, তাই। খুব তিরিক্ষি হয়ে গেছে তোমার মেজাজ।' একটু চুপ করে থাকল জিন। 'এত লোক দেখেও কি সরে আসা উচিত ছিল না তোমার? রাস্তায় পাগলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করেই থাকে, কি হয় তাতে? কেন এমন একটা কাণ্ড ঘটালে বলো তো?' শেষ প্রশ্নটা

অনুচ্চ, মোলায়েম কণ্ঠে করল জিন।

কিছু সময় নীরব রইল মাসুদ রানা। ভাবল। 'বলতে পারি, যদি তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

দুই ভুরুর মাঝে হালকা ভাঁজ পড়ল মেয়েটির। 'কি প্রশ্ন?'

'তুমি কেন হঠাৎ কিংডম গিয়ে হাজির হলে?'

চুপ করে থাকল জিন লুকাস।

পাঁচ

সাদরে, তবে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাকর ব্যস্ততার সাথে রানা ও জিনকে অভ্যর্থনা জানাল দুই মিস। কারণ ওরা পৌঁছার আগেই হোটেলের সামনে কি ঘটেছে, সে খবর পেয়ে গেছে তারা। দরজা বন্ধ করার পরও সংশয় কাটে না সারা গ্যারেটের, ঘুরে ফিরে বারবার চোখ বোলাচ্ছে সে দরজার বোল্টে। ওটা ঠিকমত লাগানো হয়েছে কি না পরখ করে দেখছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ট্রিভেডিয়ানের লোক বুঝি বাইরে অপেক্ষা করছে রানার জন্যে, দরজা খোলা পেলেই ঢুকে পড়বে ভেতরে।

সন্ধের একটু পর খবর নিয়ে এল পলিন। জনি জানিয়েছে, আগামীকাল বিকেলে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউসে রানার সাথে সাক্ষাৎ করবে সে। যদি কাল পৌঁছতে না পারে, পরশু সকালে অবশ্যই থাকবে সে। আরও বলেছে জনি, বয় ব্লাডেনের ক্যালগারি সফর সফল হয়েছে। সাথে নতুন আরেকটা খবর দিল পলিন, কে

এক আগন্তুক এসেছে গোল্ডেন কাফে। কিংডমে কি চলছে জানার জন্যে বুড়ো ম্যাককে খুব করে ধরে বসেছে লোকটা। দেখে এসেছে সে।

সারা গ্যারেটের রুমে মাসুদ রানার রাত কাটানোর বন্দোবস্ত হলো। সে চলে গেল বোনের ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে কাটাল রানা, আসছে না ঘুম। বারবার গতরাতের ঘটনা মনে পড়ছে। অবশেষে যখন দু'চোখ লেগে এল, রুমের দরজা খোলার মৃদু শব্দ কানে এল ওর। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় ছোটখাট কেউ এসে দাঁড়াল রানার খাটের পাশে। নিচু কণ্ঠে বলল, 'আপনি জেগে আছেন?'

'কে?'

'আমি, সারা।'

'কি হয়েছে?' উঠে বসল বিস্মিত মাসুদ রানা।

'আপনার লাইটারটা দিন, মোমবাতি ধরাব। আলো জ্বালানো যাবে না।'

বিস্ময় আরও বাড়ল ওর। বিদ্যুৎ থাকতেও আলো জ্বালানো যাবে না কেন? সময় নষ্ট না করে বালিশের পাশে রাখা লাইটার তুলে বোতাম টিপল রানা। বাতি জ্বেলে রানার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক হাসি দিল সারা গ্যারেট। 'উঠুন, একটা জিনিস দেখাব আপনাকে।'

মোহাবিষ্টের মত উঠল মাসুদ রানা, বৃদ্ধাকে অনুসরণ করে রুমের এক কোণের প্রকাণ্ড এক চামড়া মোড়া ট্রাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিক্টোরিয়ান আমলের জিনিস ওটা। চাবির ঝুন ঝুন আওয়াজ উঠল। তালা খুলে ট্রাঙ্কের ডালা তুলল বৃদ্ধা, ভেতরে ঠাসা কাপড় চোপড় দেখতে পেল রানা।

'কাপড়গুলো বের করবেন, দয়া করে?'

বিনা বাক্য ব্যয়ে তাই করল ও। আগের দিনের দামী দামী সাটিন আর সিল্কের ড্রেসের ঢিপি বানাল মেঝের ওপর। ট্রাঙ্ক খালি করে সোজা হলো মাসুদ রানা। ওকে সরে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে বুড়ি গিয়ে দাঁড়াল ওটার গা ঘেঁষে, ভেতরে প্রায় উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করল। 'ক্লিক্' করে চাপা আওয়াজ উঠল একটা। তলার একটা অংশ সরে গেল এক দিকে। ফলস্ বটম। ওর ভেতর কয়েকটা টিনের বাক্স দেখা গেল। ওখান থেকে একটা বের করল মিস সারা।

ওটা মেঝেতে রেখে বাতিটা রানার হাতে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। 'আপনিও বসুন।' বাক্সটার ঢাকনা খুলল সে। বেশ কয়েক সেট বহুমূল্য অলঙ্কার দেখা গেল ওর মধ্যে। একটা পান্না বসানো ব্রোচ বের করে তুলে ধরল মিস গ্যারেট, মোমের আলোয় পান্না আর বৃদ্ধার চোখের রং একইরকম লাগল মাসুদ রানার, একই রকম জ্বল জ্বল করে উঠল দুটো। 'আগে কাউকে এগুলো দেখাইনি আমি,' বলল সে নিচু কণ্ঠে।

বৃদ্ধাকে দেখল মাসুদ রানা। 'আমাকে কেন দেখালেন?'

উত্তর না দিয়ে জিনিসটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধা, মুখে রহস্যময় হাসি। 'খুব চমৎকার জিনিস, কি বলেন?'

'কেন দেখালেন আমাকে বললেন না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সারা গ্যারেট, রেখে দিল ওটা বাক্সে। ডালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল ওটা কোলে নিয়ে। ঝুঁকে বন্ধ করে দিল ট্রাঙ্কের ফলস্ বটম। 'কাপড়গুলো ভেতরে রাখবেন দয়া করে?'

রানার কাজ শেষ হতে ট্রাঙ্ক বন্ধ করে তালা মেরে দিল বৃদ্ধা। খাটের কিনারায় পা ঝুলিয়ে মুখোমুখি বসল দু'জন। মহিলাকে অন্যমনস্ক লাগছে, কি যেন ভাবছে। 'এগুলো সব আমার, আমার বাবার দেয়া। আরও ছিল। বিক্রি করে দিয়েছি। ইউ নো, আমাদের

কোন ইনকাম সোর্স নেই। টাকা ফুরিয়ে গেলে একটা করে বিক্রি করি, কয়েক মাস চলে যায় টেনেটুনে।' চোখ মুছল সারা গ্যারেট।

'আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর মোটেই আস্থা ছিল না বাবার, তাই আমাদের দুই বোনের জন্যে এগুলো গড়িয়ে রেখে গেছেন। আমার ছোট বোন নিজের সব অলঙ্কার দিয়ে দিয়েছিল ওর বয় ফ্রেন্ডকে, ব্যবসা করার জন্যে।'

'তারপর?'

'তারপর? ব্যবসা করতে চলে গেল ছেলেটা ভ্যানকুভার, আর ফিরে এল না। পালিয়ে গেল সব নিয়ে।'

'এসব কেন বলছেন আমাকে?'

কিছু সময় রানাকে দেখল বৃদ্ধা। মধুর হাসি হাসল। 'কারণ তোমাকে আমি পছন্দ করি, ইয়াং ম্যান। ভাল লাগে তোমাকে। আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, জীবন আর বেশি বাকি নেই। এগুলোর তেমন প্রয়োজন নেই। আর জিন বলেছে আমাকে কিংডমের দুর্ঘটনার কথা। আমার ইচ্ছে এগুলো তুমি নিয়ে...'

'কিন্তু মিস গ্যারেট, তা সম্ভব নয়।'

চোখ কোঁচকাল বৃদ্ধা। 'ডোন্ট বি সিলি। আমি জানি এ মুহূর্তে তোমার টাকা প্রয়োজন। আমি চাই এগুলো তোমার কাজে লাগুক, তুমি সফল হও।'

'শুভেচ্ছা প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ, মিস গ্যারেট। কিন্তু টাকা আমার আছে, এসব শুধু শুধু কেন...'

'কেউ শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে অন্তর থেকে সাহায্য করতে চাইলে ফিরিয়ে দিতে নেই, রানা। তাছাড়া একেবারে এমনি এমনি নিতে যদি বাধে, মনে করো না তোমার তেল কোম্পানির শেয়ার কিনছি আমি এ দিয়ে!'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'নাও, ধরো!' বাক্সটা ওর হাতে গুঁজে দিল বৃদ্ধা। 'আমি যাই, রুথকে এসব জানতে দিতে চাই না। গুড নাইট।'

ছোট ছোট পায়ে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধা। স্থাণুর মত বসে থাকল রানা। কেন যেন চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল মাসুদ রানার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় স্মৃতির ছোট্ট ভাণ্ডারে এইমাত্র আরেকটা মধুর স্মৃতি যোগ হলো। হয়তো সর্বশেষ স্মরণীয় স্মৃতি। ঋণী করে রেখে গেল ওকে প্রায় অজানা-অচেনা এক বৃদ্ধা, কি দিয়ে এ ঋণ শোধ করবে রানা? টাকা দিয়ে? সব ঋণ কি টাকা দিয়ে শোধ হয়?

বাকি রাত মোটেই ঘুম হলো না মাসুদ রানার। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ল ও, সবাই তখন ঘুমে। সলোমন'স জাজমেন্টের চুড়োয় সবে সামান্য আলোর আভাস ফুটি ফুটি করছে। বাঁধের সিমেন্ট বয়ে আনা এক ট্রাক ফিরতি পথে হাইড্রলিক পর্যন্ত লিফট দিল ওকে, সেখান থেকে একটা টিম্বার ওয়াগনে চেপে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউসে পৌঁছল রানা।

এক দঙ্গল আমেরিকান ফ্রী-ল্যান্স সাংবাদিক পরিবেষ্টিত জনি কার্সটেয়ার্স হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা জানাল ওকে, পরিচয় করিয়ে দিল সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে। জানা গেল জনির আমন্ত্রণে এসেছে তারা সবাই, কিংডমের সম্ভাবনা-সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট লেখার জন্যে ওখানে যেতে আগ্রহী তারা। খুশি হলো রানা কৃতজ্ঞ হলো জনির প্রতি। কিংডম ফিরতে অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়ে গেল মাসুদ রানার।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল ঘোড়া ভাড়ায় পাওয়া কোন সমস্যা নয় এ অঞ্চলে, প্রচুর আছে ঘোড়া। অভাব প্যাকিং গীয়ারের, গীয়ারসহ ঘোড়া খুব কম পাওয়া যায়। সাংবাদিকরাও নেমে পড়ল মাসুদ রানাকে সাহায্য করার কাজে। এক সপ্তাহ ব্যয় করে জোগাড়

হলো মাত্র ছাব্বিশটা ঘোড়া। এক কন্টেইনার ট্রাকে পাঁচশো গ্যালন ফুয়েল, আরেক ট্রাকে ঘোড়াগুলো রওনা করিয়ে দেয়া হলো কাম লাকির পথে। পিছন পিছন এক মাইক্রোবাসে চলল রানা-জনি ও সাংবাদিকের দল। সেদিন জুনের চোদ্দ তারিখ।

ভীষণ বাজে আবহাওয়ার মধ্যে ওই তেল কিংডমে পৌঁছাতে জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো সবার। ঘন ধোঁয়ার মত তুষারের জ্বালায় সামনে চার হাতও দেখা যায় না, তারওপর যেমন বাতাস, তেমনি মুহুর্মুহু বজ্রপাত। প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর বোঝা নামিয়ে এক ঘণ্টা করে বিশ্রাম দিতে হলো পথে ঘোড়াগুলোকে। পথ প্রদর্শক জনি, আর বিপুল উৎসাহী সাংবাদিকরা সাথে না থাকলে বহু আগেই পিছিয়ে যেতে হত মাসুদ রানাকে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, চোখ নয়, সঠিক ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সারাপথ নাক ব্যবহার করেছে জনি। গন্ধ শুঁকে শুঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে সে ওদের কিংডমে। নইলে ওই আবহাওয়ায় চোখে দেখে এগোনো ওই পথে শুধু অসম্ভবই ছিল না, তার চেয়ে বড় কিছু যদি থেকে থাকে, তাই ছিল।

তেমনি সাংবাদিকরাও। সবকিছুতেই তাদের সীমাহীন উৎসাহ। কুছ পরোয়া নেই ভাব। পথ যত দুর্গম হয়, ততই যেন বাড়ে তাদের আনন্দ। জীবনে এই প্রথম 'সত্যিকার এক আউট ডোর অ্যাডভেঞ্চারে' অংশ নিতে পেরে মহাখুশি।

অবশেষে যখন কিংডম পৌঁছল ওরা, টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে সবার মধ্যে। প্রত্যেকে হতাশ, হাল ছেড়েই দিয়েছে। তেলের অভাবে তিন দিন থেকে বন্ধ রিগ। জিনের মুখে শুনল মাসুদ রানা আজই শেষ দিন ধরে রেখেছিল গ্যারি কিওগ। আজকের মধ্যেও না এলে কাল সকালে পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাথে নিজের যাবতীয় কিছু নামিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কথা বলতে যাবে ঠিক

করেছিল সে।

রিগ সচল হলো আবার। গ্যারি এবং তার ক্রুরা সবাই হতাশা কাটিয়ে চতুর্গুণ উৎসাহে লেগে পড়ল যার যার কাজে। পরদিনই আবার তেলের জোগাড়ে গেল রানা-জনি, চারদিন পর ফিরল আরও পাঁচশো গ্যালন নিয়ে। রিগ বন্ধ হয়েছিল চার হাজার ছয়শো ফুট গভীরে পৌঁছে। ওখানে পাওয়া গেল নরম পাথরের লেয়ার, ফলে খননের গতি বেড়ে গেল। প্রতি ঘণ্টায় আট ফুটের জায়গায় বারো ফুট করে নেমে চলেছে রিগ। রানা তেল নিয়ে ফিরতে হাসি মুখে হিসেবটা জানাল গ্যারি, পাঁচ হাজার ফুটে পৌঁছে গেছে সে।

পরদিন ফিরল বয় ব্লাডেন। ক্যালগারি ট্রিবিউনের এক সাংবাদিক আছে তার সাথে। সে জানাল, তার সর্বশেষ পাথরের স্যাম্পল পরীক্ষা করে উইনিক রায় দিয়েছে, মোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট গভীরে অ্যান্টিসিলিনে হিট করতে যাচ্ছে ওরা।

শুরু হলো অস্থির প্রতীক্ষার পালা। যত দিন যায়, তত বাড়তে লাগল অস্থিরতা। টান টান হয়ে উঠতে থাকল সবার স্নায়ু। প্রতিবার শিফট বদলের সময় ক্রুরা একদল অন্যদলের কাছে জানতে চায়, কোন সুখবর আছে কি না। নেই। ক্রমে শেষ হয়ে এল জুন, ততদিনে অস্থিরতা গায়েব হয়ে গেছে সবার। উদ্বেগ দখল করেছে সে স্থান। এখন আর প্রশ্ন করে না ওরা, একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নেয় জবাব।

এই অনিশ্চিত অপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠল মাসুদ রানার। সবার গোমড়া, চিন্তিত মুখ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও। ওদিকে রিগের খনন ক্ষমতা কমে গেছে, ফের শক্ত পাথর পড়েছে পথে। আগের আট ফুট গতিও নেই এখন, কমে গেছে। অস্থির হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা, গ্যারি-বয় সবাই হতাশ, যদিও মুখে তার প্রকাশ নেই। চাবি দেয়া পুতুলের মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। তেলের

মজুত ফুরিয়ে আসছে। ওদিকে ড্যামের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। দিশে পাচ্ছে না রানা কি করবে।

আগস্ট মাস শুরু হলো। বাঁধের কাজ আর সামান্য বাকি। এঞ্জিনিয়াররা স্লুইস গেট আর পেন সেটিঙে ব্যস্ত। এখান থেকে দেখা যায় না, তবে স্যাডলে উঠলে চোখে পড়ে, বাঁধের দেয়ালের ওপাশে হেনরি ফেরগাসের পাওয়ার স্টেশনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে ড্যামের শ্রমিকদের অনেকের সাথে নিজেদের গরজেই সম্পর্ক গড়ে তুলেছে কিওগের ক্রুদের কেউ কেউ, ওদের দিয়ে সিগারেট ইত্যাদি কিনিয়ে আনে কাম লাকি থেকে। তাদের মুখে শুনেছে এরা, বিশ আগস্ট বাঁধের কাজ শেষ করার শেষ দিন। তারপর পানি জমা করার জন্যে বন্ধ করে দেয়া হবে সমস্ত স্লুইস গেট। ওই পানির সাহায্যে শীতের শুরুতে পাওয়ার প্রজেক্টের পাইলট প্ল্যান্ট চালু করবে লারসেন মাইনিং কোম্পানি।

মাসের প্রথম দিকেই কাজে ঢিল দিল গ্যারি কিওগ। স্বেচ্ছায় নয়, হতাশ হয়ে। প্রায় দু'মাস হয়ে গেছে কিংডম এসেছে সে, কাজ করে যাচ্ছে একনাগাড়ে, এখনও তেলের খোঁজ নেই, হতাশ হওয়ারই কথা। গ্যারি, বয় বা ক্রুদের কেউই কথা বলে না আজকাল, দিন-রাত মুখ বুজে কাজ করে যায়। ড্রিলিঙের সময় চালুনিতে কাদার সাথে যে পাথর ওঠে, তার চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই, অ্যান্টিসিলিনের তো পাত্তাই নেই।

খুব সম্ভব অন্যমনস্কতার কারণেই ক্রুদের একজন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল একদিন। এঞ্জিনের ড্র ওয়ার্কের হুইলে লেগে এক আঙুল ছেঁচে গেল তার। ভাগ্য ভাল যে গোটা হাতটাই আক্রান্ত হয়নি, সেরেছিল তাহলে। এই দিন জনি ফিরে গেল সাংবাদিকদের নিয়ে।

পাঁচ আগস্ট সকালে নতুন পাইপ জোড়া হলো রিগের ড্র পাইপিঙের সাথে। সবার ধারণা এটাই শেষ, এরপর আর প্রয়োজন হবে না। হয়তো। পাঁচ হাজার চারশো নব্বই ফুট গভীরে এখন

রিগের বিট্। শেষ পাইপ জোড়া হতে স্টার্ট নিল এঞ্জিন, শুরু হলো কাজ। ক্রুরা সবাই ঘিরে ধরল রিগ, প্রত্যাশায় অধীর। মাসুদ রানা, জিন লুকাস দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। টার্নটেবিলের ভেতর দিয়ে গ্রীফ স্টেমের এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে তলিয়ে যাওয়া দেখছে নীরবে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে পড়ল রানা, ঘটল না নতুন কিছু।

দুপুর দুটোয় সেট করা হলো নতুন আরেকটা পাইপ। তারপর আরও একটা। গভীরতা পৌঁছেছে তখন পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ ফুটে। ধৈর্য-হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। গ্যারিকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। 'যদি উইনিকের ধারণা সঠিক না হয়,' বলল ও। 'যদি আরও গভীরে নামার প্রয়োজন দেখা দেয়, কতদূর নামতে পারবেন আপনি?'

'বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল লোকটা। 'ক্রুরা সবাই চরম হতাশ এবং ক্লান্ত।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এই পর্যায়ে হাল ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হবে? তারচে' বরং আরও দু'হাজার ফুট মার্জিন ধরে নতুন করে শুরু করুন।'

'দুই হা-জা-র!' এমনভাবে ওর দিকে তাকাল গ্যারি, যেন পাগলের প্রলাপ শুনে যার-পর-নাই অবাক হয়েছে। 'বলেন কি! তার মানে আরও দুই সপ্তার ধাক্কা,ততদিনে ড্যামের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া, তেল কই?'

'সে জোগাড় করব আমি।'

চাউনি সরু করে রানাকে দেখল আইরিশ। 'অন্য কোন মতলব আছে মনে হয়? বিষয়টা কি?'

'মতলব-ফতলব কিছু নেই। ভেবে দেখুন, দু'মাস ধরে কি অমানুষিক পরিশ্রম করছেন আপনারা সবাই, আর দেড়-দুই সপ্তায়

কী-ই বা আসবে-যাবে? কে বলতে পারে এর মধ্যে অ্যান্টিসিলিনে হিট করব না আমরা?'

'যদি তা না হয়? বিশ তারিখের পর কিংডম তলিয়ে যাবে ড্যামের পানিতে। টাকা পয়সা যা যাওয়ার গেছে, বাকি সব ইকুইপমেন্টসও খোয়াতে হবে। গড ক্রাইস্ট, ম্যান...' থেমে গেল সে ক্লিফ লিন্ডি নামে এক ড্রিলারকে ছুটে আসতে দেখে। 'কি ব্যাপার?'

'গ্র্যানিটের মত শক্ত পাথরে ঠেকে গেছে বিট। আর এগোতে পারছি না। একটা বিট গেছে এরমধ্যে।' থেমে দম নিল ড্রিলার। 'ফর গডস্ সেক, গ্যারি! একেবারে ফকির হওয়ার আগে চলো কেটে পড়ি এখান থেকে।'

'গত এক ঘণ্টায় কত ফুট ড্রিল করেছ?'

'মাত্র দুই ফুট। ওরা সবাই জানতে চাইছে ড্রিলিং বন্ধ করবে কি না।'

কিছু বলল না গ্যারি। তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওর আর কিছু বলার আছে কি না জানতে চায়। কিন্তু বলল না ও কিছু। গাল ডলতে ডলতে অবশেষে গ্যারিই বলে উঠল অন্যমনস্ক কণ্ঠে, 'এদিকে এরকম শক্ত সিল প্রায়ই পাওয়া যায়, লিন্ডি। একশো কি বড়জোর দুশো ফুট গভীর হয়। ভাবছি...'

'এটা ভেদ করতে কম করেও চারদিন লাগবে,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ড্রিলার। 'তারপর? সিলের নিচে কি আছে জানো তুমি?'

'হুঁম! আচ্ছা, চলো। দেখি আমি কি অবস্থা।' পা বাড়াবার আগে রানার দিকে তাকাল গ্যারি। 'যাবেন আপনি?'

'না,' মাথা দোলাল ও। চলে গেল লোকটা লিন্ডির পিছন পিছন। নীরবে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখল মাসুদ রানা। ব্যর্থতার গ্লানি, রাগ-ক্ষোভ বুকের মধ্যে এলোপাতাড়ি এক ঝড়ের সৃষ্টি করেছে।

কাঁধে কারও হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুরে তাকাল ও। জিন লুকাস এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

'আমি খুব দুঃখিত, রানা,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

মাথা দোলাল কেবল ও।

'রানা, বয় চলে গেছে।'

ঘুরে তাকল মাসুদ রানা। চোখে বিস্ময়। 'মানে?'

'সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল, তাই...'

'তাই পালিয়ে গেল?' তিক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'কাপুরুষ! দ্যাট'স দি ইন্ডিয়ান ইন হিম, এখন বুঝতে পারছি আমি। সত্যি কথাটা এসে যদি জানাত ও আমাকে, কি হতো?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, রানা।'

'ঠিকই বুঝতে পারছি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'একদিন অনেক লম্বা সার্টিফিকেট দিয়েছিলে এই হাফ ব্রীড ইন্ডিয়ানকে।'

'বয় খুব আশাবাদী ছিল, রানা। অনেক কষ্ট নিয়ে গেছে ও।'

'তুমিই বা আর বসে আছ কেন তাহলে? যাও না, ওর আহত অন্তর মালিশ করে দাও গিয়ে।'

মুহূর্তের জন্যে গালে রক্তিম আভা ফুটল জিনের। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও শেষ পর্যন্ত থেমে গেল সে। 'আমি কফি নিয়ে আসছি তোমার জন্যে।'

ওর ধীর পায়ের হেঁটে যাওয়া দেখে তীব্র অনুশোচনা জাগল রানার মনে। কেন এমন বাজে ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটা বলল ও মেয়েটিকে? কেন শুধু শুধু কষ্ট দিল জিনকে? ছি ছি! এত নোংরা কথা কি করে বের হলো রানার মুখ থেকে? পায়ে পায়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে ঢুকল ও, বসে পড়ল একটা ইজি চেয়ারে। দু'হাতে চুল মুঠো করে ধরে বসে থাকল। একটু পর ফিরে এল জিন কফি নিয়ে।

'আমি…আমি খুব দুঃখিত, জিন। ওভাবে বলা ঠিক হয়নি আমার।'

রানার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল সে। 'আমি কিছু মনে করিনি।' আঙুল ভরে দিল ওর চুলের মধ্যে। হাতটা শক্ত করে ধরে বসল মাসুদ রানা, নিজের দিকে আকর্ষণ করল তাকে। চেয়ারের হাতলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর কোলের মধ্যে এসে পড়ল জিন। ওর গলার নরম ত্বকে মুখ গুঁজল মাসুদ রানা। জিন দু'হাতে ওখানেই আঁকড়ে ধরে রাখল রানার মাথা। আচ্ছন্নের মত বসে থাকল রানা একভাবে, জিনের দেহের মিষ্টি সুবাস এ মুহূর্তে সব ভুলিয়ে দিয়েছে ওকে।

মুখ তুলল মাসুদ রানা। চুমু খেল জিনের নরম ঠোঁটে।

পরদিন সকালে র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় উদয় হলো ট্রিভেডিয়ান। ওরা সবে নাস্তা খেতে বসেছে তখন। লোকটাকে দেখামাত্র চেহারা কঠোর হয়ে উঠল সবার। অবস্থা টের পেয়ে ভেতরে দু'কদমের বেশি এগোল না সে। রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'একটা মেসেজ আছে আপনার । জরুরী হতে পারে ভেবে নিজেই নিয়ে এলাম আমি।'

উঠে এসে মেসেজটা নিল মাসুদ রানা। একটা টেলিগ্রাম, পাঠিয়েছে আলবেরি কিংডমের বর্তমান লইয়ার। ওটার বক্তব্যের সারমর্ম এরকমঃ কিংডমে তেলকূপ খনন করার নামে মাসুদ রানা প্রতারণার মাধ্যমে কিংডমের বন্ধক রাখা মিনেরাল রাইটস নিজের নামে করিয়ে নিয়েছে, এবং একই কারণে অহেতুক কালক্ষেপণ করে বাঁধের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে, ইত্যাদি অভিযোগ এনে হেনরি ফেরগাস সিভিল কোর্টে কেস করতে যাচ্ছে। অতএব এখনই মাসুদ রানার ক্যালগারি যাওয়া প্রয়োজন পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে।

মুখ তুলল ও। পিটারের চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ দেখল। 'আপনি যদি চান,' বলল সে। 'উত্তরটা আমার হাতে দিতে পারেন।'

'কি ওটা?' জিন এসে দাঁড়াল সামনে। কাগজটা ওর হাতে তুলে দিল রানা। পড়ল জিন। ওর কাছ থেকে নিল গ্যারি। 'হুঁম!' পড়ে মাথা দোলাল আইরিশ। 'বেশ কষেই বেঁধেছে ওরা আপনাকে।'

'মোটেই না,' পিটারের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল মাসুদ রানা। 'এর একটা অভিযোগও ধোপে টিকবে না।'

'টিকবে কি টিকবে না সে তো পরের কথা। কিন্তু মামলা শুরু হলে কাজ বন্ধ রাখতে হবে। ওফ্, মরে গেছি!'

'ফেরগাসও একটা মেসেজ দিয়েছে আপনাকে, মিস্টার রানা,' বলল ট্রিভেডিয়ান। 'পরামর্শ দিয়েছে বিষয়টা কোর্টের বাইরে মীমাংসা করতে। প্রথমবার যে দর অফার করেছিল সে, পঞ্চাশ হাজার ডলারের, তাই দিতে রাজি সে।'

চুপ করে থাকল ও। দশ হাজার কমেছে। লোকটা কিসের ওপর নির্ভর করে... গ্যারির চিৎকারে ধ্যান ভাঙল ওর।

'প্রতিটা দুই হাজার!' বলে উঠল সে। 'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার?'

ট্রিভেডিয়ানকে হাসতে দেখল মাসুদ রানা। 'যদি ট্রাকগুলো জীবনে কোনদিন পথে নামাতে চাও,' বলল সে গ্যারিকে। 'তাহলে ওর নিচে হবে না।'

বিশাল দু'হাত আপনাআপনি মুঠো পাকিয়ে গেল গ্যারির। আগুন ঝরা চোখে পিটারকে দেখছে সে। ভয় হলো ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে লোকটার ওপর। 'তুমি খুব ভালই জানো অত টাকা দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই, পিটার।' এক পা এগোল সে। 'এবার দয়া করে তামাশা রাখো, কত হলে...'

তাকে কথা শেষ করার সময়টাও দিল না ট্রিভেডিয়ান, বেরিয়ে

গেল ঘর ছেড়ে। জানালা দিয়ে দেখল রানা, বাইরে তিন সঙ্গী অপেক্ষা করছে লোকটার। ছুটে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল গ্যারি। হয়তো আরও এগোত, কিন্তু থেমে গেল অপেক্ষমাণ তিনজনকে দেখে। 'ফর গড'স সেক, পিটার, কিছু একটা বলে যাও!'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। মুখে করুণার হাসি। 'বলেইছি তো! আমার রাস্তার যে ক্ষতি করেছ তোমরা, এইভাবেই তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে আমাকে, বুঝলে?'

'কিন্তু আমি ওই ব্যাপারে জড়িত ছিলাম না।'

'তাই? তাহলে ওই ঘটনার সময়ে তোমার গাড়িগুলো ক্রীক রোডে এল কি করে বলো দেখি! আমার লোক যখন রাস্তা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, তখন তোমার ট্রাক আমার হ য়স্টে উঠল কি করে? নাকি এসব মিথ্যে?' ঘাড়হীন গোল মাথাটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দোলাল ট্রিভেডিয়ান। 'যদি বলতে চাও এর কোনটাই সত্যি নয়, পনি ট্রেইল দিয়ে জিনিসপত্র তুলেছ তুমি, তাহলে সেই পথেই নামিয়ে নিয়ে যাও। পয়সা বাঁচবে।'

'কিন্তু…'

'মিস্টার রানা!' গ্যারিকে বাধা দিয়ে বলে উঠল ট্রিভেডিয়ান। 'ফেরগাসকে কি বলব আমি?'

'বলবেন, আমি ড্যামের কাজ স্থগিত রাখার জন্যে ইনজাংশন প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। আরও বলবেন, যদি টাকার প্রতি মায়া থাকে, তাহলে যেন ড্যামের পিছনে আর এক টাকাও সে খরচ না করে। ড্যাম আর পাওয়ার স্টেশনের কাজ যেন বন্ধ রাখে, অন্তত কোর্ট সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত। আর এটাও নিয়ে যান,' এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল ও লোকটার দিকে। 'টেলিগ্রামের উত্তর। পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

দ্রুত ফিরে এসে কাগজটা নিল সে। পড়ল মেসেজটা। ওদিকে

ঘরের প্রত্যেকে জমে গেছে যেন রানার কথা শুনে। হাঁ করে দেখছে সবাই ওকে।

'পাগল হয়েছেন আপনি!' কাগজ থেকে মুখ তুলে ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল ট্রিভেডিয়ান। 'এ ধরনের কোর্ট অ্যাকশন চাইতে গেলে কত টাকা প্রয়োজন হবে কোন ধারণা আছে আপনার? কোথায় পাবেন এত টাকা?'

'টাকা কোথায় পাব তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে আপনার।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি জানেন, এ ব্যাপারে কানাডার কোন কোর্টে আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে না? এই মূল্যহীন এক খণ্ড জমির জন্যে ফেরগাসের ড্যামের মত এতবড় এক প্রজেক্ট...'

'জানি আমি। সবই জানি। তবে কানাডিয়ান কোন কোর্ট জানে না কিংডমের সার্ভে রিপোর্ট নিয়ে কতবড় জালিয়াতি করেছেন আপনি আর আপনার পার্টনার। তারা জানে না কয়েকদিন আগে আমার দুটো ট্যাঙ্কার জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন আপনি, গুলি করে আহত করেছেন আমার কুকুরটিকে। তারা এ-ও জানে না আমার কাজ পিছিয়ে দেয়ার জন্যে আরও কত কি করেছেন আপনারা। জানে না উইনিকের শেষ রিপোর্টের খবর। ওটা যে কোন কানাডিয়ান কোর্টকে প্রভাবিত করতে পারবে। আপনারা ইচ্ছে করলে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমি বলছি সমস্ত টাকাই পানিতে যাবে আপনাদের।'

হতভম্ব হয়ে মাসুদ রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ট্রিভেডিয়ান। 'উইনিকের রিপোর্টে সত্যি যদি তেমন কিছু থেকে থাকে, তাহলে গ্যারি কেন ট্রাক নিয়ে কেটে পড়তে চাইছে?'

'কারণ এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে আমাদের,' দ্রুত বলল ও। 'এবার আপনি যেতে পারেন! হেনরিকে বলবেন, আমি বেঁচে

থাকতে তার নোংরা আশা পূরণ হবে না।'

নড়ল না ট্রিভেডিয়ান। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে রানার দিকে। মুখ ফাঁক হয়ে আছে, যেন কিছু বলতে চায়। 'তুমি শুনেছ কি বললেন মিস্টার রানা?' তার দিকে দু'পা এগোল গ্যারি কিওগ। মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত দেহের পাশে ঝুলছে তার। তার দেখাদেখি ক্রুরাও এগোল এক পা এক পা করে। সবার মারমুখী চেহারা দেখে ভড়কে গেল ট্রিভেডিয়ান, দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। জোর পায়ে ফিরে চলল।

লোকটা অদৃশ্য হয়ে যেতে রানার সামনে এসে দাঁড়াল গ্যারি। চোখে অনিশ্চিত সন্দেহ। 'সত্যি কোর্ট অ্যাকশন নিতে যাচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হলো ওর। 'অবশ্যই!'

'কিন্তু এত টাকা...!'

'টাকা কোন সমস্যা হবে না।' জিনের দিকে ফিরল রানা। 'পথের জন্যে হালকা কিছু খাবার তৈরি করে দেবে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সে। 'ক্যালগারি যাবে?'

'হ্যাঁ।' গ্যারির দিকে ফিরল ও। 'ড্রিলিং চালিয়ে যেতে চান?'

ক্রুদের দিকে তাকাল সে। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মুখ জুড়ে হাসি তার। 'কেন নয়? কি বলো তোমরা? কিংডমের তেলে সাঁতার না কেটে বাড়ি ফিরব না প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা, তাই না?'

'নিশ্চই, নিশ্চই!!' একযোগে বলে উঠল সবাই। হাসছে। অনেকদিন পর ওদের মুখে হাসি দেখল মাসুদ রানা।

'আমরা আপনার সাথে আছি, মিস্টার রানা, রাইট আপ টু দা এন্ড,' চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল গ্যারির। 'তবে একটা কথা, তেল যা আছে তাতে আর চারদিন কাজ চলবে আমাদের। ওদিকে খাবার-দাবারে টান পড়েছে। আরও টুকটাক এটা-ওটা প্রয়োজন হবে।'

'জিন, তুমি এক মাসের প্রয়োজনীয় খাবারের লিস্ট তৈরি করো। আর আপনি তৈরি করুন আপনার রিকোয়্যারমেন্টের লিস্ট,' গ্যারিকে বলল মাসুদ রানা। 'লিস্ট নিয়ে আজই কাম লাকি যাবেন আপনি। ওখান থেকে বয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। বলবেন সে আর জনি যেন তেল-ঘোড়া আর যা যা প্রয়োজন সব তিনদিনের মধ্যে জড়ো করে ওয়েসেলস ফার্মে। টাকা আমি বয়ের কীথলি ক্রীক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেব।'

'শিওর! কাম অন, বয়েজ! রিগ চালু করে দিয়ে আসি।' মস্ত থাবা রানার কাঁধে রাখল গ্যারি। 'চেহারা-সুরত দেখে তেমন সুবিধের মনে হয় না আপনার অবস্থা। তবে বোঝা যাচ্ছে আমার থেকে বহুগুণ শক্ত মানুষ আপনি। চলি, একটু পর রওনা হচ্ছি আমি। গুড লাক, ম্যান!'

নীরবে নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাবার কাজে লাগল মাসুদ রানা। তারপর ঘোড়া তৈরি করার জন্যে বার্নে এল। একটু পর খাবারের প্যাকেট আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিয়ে এল জিন লুকাস। 'আমি তোমার সাথে আসি?'

'না। এবারের কাজটা আমি একাই করতে চাই।'

খানিক ইতস্তত করে বলল সে, 'অনেক টাকা লাগবে কোর্টে, রানা?'

'মনে হয়।' মুচকে হাসল রানা। 'কেন, টাকা ধার দিয়ে তুমিও কিছু শেয়ার কিনবে নাকি?'

ওর হাত ধরল জিন। মুখে অদ্ভুত দোলা জাগানো হাসি। 'না, শেয়ার কিনব না। তবে আমার কিছু টাকা আছে, তোমার কাজে লাগলে আমি খুব খুশি হব।'

'না, জিন। টাকা...'

'প্লীজ, রানা!'

'তোমরা সবাই মিলে কেন এত বাঁধনে জড়াচ্ছ আমাকে, বলো তো?' অজান্তেই গলা চড়ে গেল মাসুদ রানার। 'কেন অপাত্রে ঢালছ এত ভালবাসা? সারা গ্যারেট, তুমি, কেন তোমরা সবাই মিলে এত কষ্ট দিচ্ছ আমাকে?'

'রানা!' আহত বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জিন লুকাস। 'এ কথা কেন বলছ তুমি?'

দ্রুত নিজের আবেগ সামাল দিল ও। 'সরি, জিন। নানান চিন্তায় মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেছে আমার, কিছু মনে কোরো না। এখন থাকুক তোমার টাকা, প্রয়োজন হলে পরে নেব।'

'মিস গ্যারেটের ওগুলো বেচলে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চই! তুমি জানতে ওগুলোর কথা?'

'না, অনুমান করেছিলাম।' কিছু সময় নীরব থেকে কি যেন ভাবল জিন লুকাস। 'রানা, একটা প্রশ্ন করি?'

'করো।'

'তোমার অসুখটা কি? খুব অল্পে ক্লান্ত হয়ে পড়ো তুমি। আগে বেশ ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হত তোমার, দেখেছি আমি। এখন অবশ্য কমেছে তা, কিন্তু কেন? অসুখটা কি তোমার?'

'ক্যান্সার।'

'গড!' অস্ফুটে বলে উঠল জিন। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা পলকে।

তিক্ত হাসি ফুটল মাসুদ রানার ঠোঁটের কোণে। 'তাঁকে স্মরণ করে লাভ নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর খুব অল্প বাকি আছে আমার সময়, ডাক্তারের দেয়া টাইম লিমিট শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।' লাগাম ধরে দরজার দিকে এগোল ও। 'এই জন্যেই বলছিলাম বড় অপাত্রে ঢালছ তোমরা তোমাদের ভালবাসা।'

পিছন থেকে ওর কোটের প্রান্ত টেনে ধরল মেয়েটি। 'কিসের

ক্যান্সার?'

'স্টমাক ক্যান্সার।'

'কিন্তু...কিন্তু...!'

'কি?'

'বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করেছি আমি, আগের মত শ্বাসকষ্ট হয় না তোমার। কেন?'

হাসল রানা। 'কি করে বলব, আমি কি ডাক্তার? হতে পারে হয়তো সে স্টেজ পার হয়ে এসেছি আমি। এখন ফাইন্যাল রাউন্ডের ফাইটিং।' বলল বটে, কিন্তু মনে মনে এ-ও ভাবল, তাই তো! কেন? উদ্বেগ উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি রানা এতদিন ব্যাপারটা, সত্যিই বেশ কিছুদিন যাবৎ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না। সত্যিই কি ফাইন্যাল রাউন্ড...? তার মানে যে কোনওদিন নেই হয়ে যাবে মাসুদ রানা?

'চলি। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি ডিলেইং অ্যাকশন প্রার্থনা করে। পেলে ভাল, না পেলেও ক্ষতি নেই। ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর আগে প্রমাণ করে যাব আলবেরি সাউলের বিশ্বাস সত্যি ছিল। বোধহয় ব্যর্থ হলাম আমি।'

এগিয়ে এল জিন লুকাস, দু'হাতে সজোরে জড়িয়ে ধরল ওকে। মুখের কাছে মুখ এনে দুনিয়া তোলপাড় করা এক টুকরো হাসি দিল। তার বাদামী চোখে কে জানে কি এক অতল রহস্য। 'না, রানা। আমরা ব্যর্থ হইনি। বিশ্বাস রাখো, সফল আমরা হবই।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, কিন্তু জিনের উষ্ণ ঠোঁট রুদ্ধ করে দিল সে পথ। 'যাও,' ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল মেয়েটি। 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি মনে রেখো।'

রিগের অদ্ভুত সুরেলা ঘটাং ঘটাং গান শুনতে শুনতে রওনা হয়ে গেল মাসুদ রানা। আওয়াজটা ওকে মনে করিয়ে দিল নতুন প্রাণ

ফিরে পেয়েছে যেন কিংডম। রানাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল সারা গ্যারেট। 'ক্যালগারি যাচ্ছ, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'কোর্ট অ্যাকশন প্রার্থনা করতে?'

'তাও জেনে গেছেন?'

হাসল বৃদ্ধা। 'বলেছি না এ শহরে কিছুই চাপা থাকে না?' কি যেন ভাবল মহিলা। 'রানা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।'

'নিশ্চই! করুন।'

'জিনকে কেমন লাগে তোমার?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

রানার কাঁধে এক হাত রাখল বৃদ্ধা। 'ওকে বিয়ে করে...'

'না, মিস গ্যারেট। তা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়? জিন তোমাকে ভালবাসে খুব। আমি জানি তুমিও ওকে ভালবাস। তাহলে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধে আছে, মিস গ্যারেট। জিন তা জানে।'

'ওহ্!' হতাশ দেখাল বৃদ্ধাকে। 'তো...তাহলে অবশ্য অন্য কথা।'

'আমি আপনার অলঙ্কারগুলো বিক্রি করতে যাচ্ছি, মিস গ্যারেট,' বলল মাসুদ রানা। 'ওই টাকায়...'

বাধা দিল মিস গ্যারেট। 'এখনও করোনি?'

'মানে, বলতে এসেছিলাম যদি তেল না পাওয়া যায় কিংডমে, আর আমি যদি না থাকি, তবু আপনার টাকা আপনি ফেরত পাবেন।'

'ননসেন্স! কে ফেরত চেয়েছে টাকা?' কিছু ভাবল বৃদ্ধা। 'যদি না থাকি মানে, আর কোথাও যেতে চাইছ?'

'না। ও একটা কথার কথা।'

'তাই বলো। রানা, জিনের মুখে অনেক প্রশংসা শুনেছি তোমার

কিংডমের। ওখানে নাকি প্রচুর টাইগার লিলি ফোটে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কূপ খোঁড়ার কাজ শেষ হলে একবার নিয়ে যাবে আমাদের দু'বোনকে? জায়গাটা দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।'

'নিশ্চই নিয়ে যাব।'

ছয়

আগস্টের সাত তারিখ সকালে এডমন্টন থেকে প্লেনে ক্যালগারি পৌঁছল মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টের পত্রিকা স্টলে ক্লিপে ঝোলানো 'সলোমন'স জাজমেন্ট বাঁধ নির্মাণ সমাপ্তির পথে' লেখা বিশাল ব্যানার হেডিঙের ওইদিনকার ক্যালগারি ট্রিবিউনের ওপর চোখ পড়তে এক কপি কিনল ও।

ট্যাক্সি চেপে ব্যাংকে যাওয়ার পথে ওটায় চোখ বোলাল। অনেক বড় আর্টিকেল। ওই বাঁধের গুরুত্ব, ওটার সাহায্যে পাওয়ার স্টেশন চালু হলে স্থানীয়দের কি কি সুবিধে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আছে ওতে। মাঝে কিংডমের ওপরেও এক প্যারা লেখা হয়েছে, তবে যেন-তেনভাবে। যার মধ্যে মাসুদ রানার ড্রিলিঙের উল্লেখও নেই। সম্পাদক ব্যাটা নিশ্চয়ই ফেরগাসের পয়সা খেয়ে লিখেছে এই আর্টিকেল, ভাবল ও, নইলে ওর ড্রিলিঙের খবর একেবারেই অনুপস্থিত কেন? নিরপেক্ষ রিপোর্টিং হলে দুটোর সম্ভাবনার কথাই কি উল্লেখ থাকা উচিত ছিল না?

ব্যাংকের কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেল। কোন ব্রিটিশ বা মার্কিন ব্যাংক হলে অসংখ্য ফরমে, ডিক্লারেশনে সই করতে হত রানাকে, অথচ এখানে তেমন কিছুই করার প্রয়োজন হলো না। স্রেফ একটা বন্ধকী ডিক্লারেশনে সই করে টাকা গুনে নিল ও। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় টাকা বয় ব্লাডেনের কীথলি ক্রীক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে লইয়ারের অফিসে এল মাসুদ রানা।

ওখানে জানা গেল হেনরি ফেরগাস সিভিল কোর্টে যে মামলা করার হুমকি দিয়েছিল, সে কেস ড্রপ করেছে ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসন। কেন, মাসুদ রানা ইনজাংশন প্রার্থনা করবে বলে হুমকি দিয়েছে, তাই?

জবাবে মাথা দোলাল লইয়ার ওকস। না, তা নয়। ওরা জানে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে ড্যামের কাজ সমাপ্তির জন্যে যে আইন পাস হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কানাডার কোন কোর্টই রানার প্রার্থনায় সাড়া দেবে না। কাজেই অহেতুক কেস করে টাকা পানিতে ঢালার কোন প্রয়োজন নেই ভেবে শেষ পর্যন্ত চেপে গেছে ফেরগাস।

তাহলে এখন কি করা যায়? করার একটাই আছে, ড্যামের কাজ শেষ হওয়ার আগে কিংডমে কূপ খনন শেষ করতে হবে, এবং প্রমাণ করতে হবে যে তেল আছে রকিতে। সে ক্ষেত্রে বেকার হয়ে যাবে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টের আইন। যদিও তারপরও ফেরগাসের কাজে বাধা দেবে না কোর্ট। তবে যেহেতু প্রমাণ হয়ে গেছে; যদি হয় আর কি, যে তেল আছে কিংডমে, সে ক্ষেত্রে সাউল অয়েল কোম্পানিকে এতবড় এক অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ জানাবে কোর্ট ফেরগাসকে, যে তার প্রজেক্ট পরিত্যাগ না করে কোন উপায় থাকবে না।

হতাশ মনে হোটেলে এসে উঠল মাসুদ রানা। তাই কি সম্ভব? আর দু'সপ্তাহ সময়ও নেই হাতে, এরমধ্যে কি করে ও প্রমাণ করবে

তেল আছে কিংডমে? সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট গভীরে নেমেও যেখানে প্রত্যাশিত অ্যান্টিসিলিনের পাত্তাই পাওয়া গেল না, সেখানে তেল আদৌ আছে কি না, তার নিশ্চয়তা কি? এ পর্যন্ত যে অর্থ, শ্রম ঢালা হয়েছে ড্রিলিঙের পিছনে, বিফলেই গেছে বলা চলে। এরপর আরও ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হবে? শক্ত সিলে পড়ে বিটের অগ্রগতি যে হারে পিছিয়ে গেছে, তাতে আর ভরসা রাখা কি ঠিক হবে?

হেনরি ফেরগাসের কথা ভাবল রানা। লোকটা এখন আর ওকে কোন হুমকি মনে করছে না, তাই কেস করবে বলে হুমকি দিয়েও পিছিয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। নিশ্চই সে জেনে গেছে যে ওর ড্রিলিং বিঘ্নিত হচ্ছে হার্ড সিলের জন্যে, বিপদে পড়ে গেছে মাসুদ রানা। এ খবর জানা কঠিন কিছু নয় তার পক্ষে। ট্রিভেডিয়ানের কড়া নজর আছে কিংডমের ওপর, ওখানে কখন কি হয়, খবর পেয়ে যায় সে।

পরদিন সকালেই কাম লাকি ফিরে যাওয়া ঠিক ছিল মাসুদ রানার, কিন্তু সন্ধের পর পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হলো ও বিশেষ কারণে। বিকেলে কি করা যায় ভাবছে, খেয়াল হলো, একবার ক্যালগারি ট্রিবিউনের সম্পাদকের সাথে দেখা করলে কেমন হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তা বাতিল করে দিল রানা। প্রয়োজন নেই, অহেতুক সময় নষ্ট হবে। তারচেয়ে বরং উইনিককে জানানো যাক ওর এখানে আসার খবর, তাকে দিয়ে খবরটা সম্পাদকের কানে পৌঁছানো যাক। তখনই বোঝা যাবে লোকটা সম্পর্কে আজ সকালে তার পত্রিকা পড়ে যে ধারণা জন্মেছে রানার, তা সত্যি কি না।

মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গেল মাসুদ রানার। উইনিকের ফোন পাওয়ামাত্র রানার হোটেলে ফোন করল সম্পাদক, ওকে তার সাথে ডিনার করার আমন্ত্রণ জানাল সে। রাজি হলো ও। সন্ধের পর যখন নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে তার সাথে যোগ দিল

ও, তখনও জানে না রানা কি চমক অপেক্ষা করছে। সম্পাদকের সাথে আনুষ্ঠানিক পরিচয় ইত্যাদি শেষ না হতেই মাঝবয়সী আরেক লোক এসে যোগ দিল ওদের সাথে। মাসুদ রানাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সম্পাদক।

লোকটির নাম পল নর্টন, কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, সিবিসির সাংবাদিক। জানা গেল মাসুদ রানার সাক্ষাৎকার প্রচার করতে আগ্রহী নর্টন। অবাক হয়ে গেল মাসুদ রানা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সম্পাদক। 'নর্টনের এই আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে জনি কার্সটেয়ার্স-ই মূল কৃতিত্বের দাবিদার। ও কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিককে নিয়ে গিয়েছিল না আপনার কিংডমে?'

'হ্যাঁ!' বিস্ময় তখনও কাটেনি রানার পুরোপুরি।

'ওরা শিকাগো ফিরে কি করেছে, দেখুন।' একটা আমেরিকান ম্যাগাজিন তুলে দিল সম্পাদক রানার হাতে।

ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের বহু রঙা ছবিটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওটা কিংডমের ছবি। রকির বরফমোড়া কিংডমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারি কিওগের ড্রিলিং রিগ। প্রচ্ছদ কাহিনীঃ অয়েল ভার্সেস ইলেক্ট্রিসিটি। তার নিচে ছোট করে লেখাঃ আলবেরি সাউলের স্বপ্ন কি সত্যি হবে? তাঁর উত্তরাধিকারী কি সক্ষম হবে হেনরি ফেরগাস তার কিংডম ডুবিয়ে দেয়ার আগেই সেখানে তেলের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে? লেখক স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এসেছেন অদ্ভুত এক শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিযোগিতা। বিস্তারিত: ৮-এর পাতায়।

বুকের বল হাজার গুণ বেড়ে গেল মাসুদ রানার। সে রাতেই ওর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার রেকর্ড করল পল নর্টন। সাক্ষাৎকারের বক্তব্য কি হলে সুবিধে হয়, তা সম্পাদকই ঠিক করে দিল। পরদিন ব্রডকাস্ট হলো তা। ওইদিন ক্যালগারি ট্রিবিউনে মাসুদ রানার লেখা

এক আর্টিকেলও ছাপা হলো। দুটোতেই পরিষ্কার উল্লেখ করল ও, এই মুহূর্তে হার্ড সিলের স্তরে আছে ওর ড্রিলিং, যে পর্যায়ে পৌঁছে হতাশ হয়ে আলবেরি সাউল হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রানা হাল ছাড়তে রাজি নয়। দুই মাধ্যমেই সরকারের কাছে কয়েক সপ্তাহ সময় চাইল মাসুদ রানা, যাতে ও এরমধ্যে প্রমাণ করতে পারে তেল আছে কিংডমে।

দুপুরের মধ্যে দুটো মাধ্যমই যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হলো। লাঞ্চ করতে বের হচ্ছিল রানা, এই সময় রুমে এসে ঢুকল অ্যাচেনসন। রেগে কাঁই হয়ে আছে ওর ওপর। জানা গেল ফেরগাস তাকে নতুন এক প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে। মাসুদ রানাকে কিংডমের দাম বাবদ এক লাখ মার্কিন ডলার দিতে রাজি আছে সে। 'তবে সে ক্ষেত্রে নতুন এক স্টেটমেন্ট দিতে হবে আপনাকে,' বলল অ্যাচেনসন। 'স্বীকার করতে হবে, সাউল আর আপনি, দু'জনেই ভুল করেছেন। কিংডমে তেল নেই। অন্তত রকির ওই অংশে নেই।'

'যদি স্টেটমেন্ট না দিই?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'তাহলে অফার প্রত্যাহার করে নেবে হেনরি ফেরগাস।'

পায়ে পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ভাবছে। ওরকম কোন বিবৃতিতে সই করার অর্থ শুধু নিজেকেই অপদস্থ করা নয়, মৃত এক বৃদ্ধকেও মিথ্যুক, প্রতারক বলে স্বীকার করে নেয়া। যে অধিকার মাসুদ রানার নেই। কোন অবস্থাতেই ও তা করতে পারে না।

'যদি রাজি হন,' বলে উঠল অ্যাচেনসন। 'কিংডমে যে সব ইকুইপমেন্টস, ভেহিকেলস আছে, সব হয়েস্টে করে ক্রীক রোডে পৌঁছে দেয়া হবে বিনা খরচে।'

'ভেবে দেখি।'

'ভাবুন।' হাতঘড়ি দেখল লোকটা। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ফোন করবেন দয়া করে আমার অফিসে।'

'এত তাড়া কিসের?'

'ফেরগাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ যন্ত্রণা মিটিয়ে ফেলতে চায়।'

অ্যাচেনসন বেরিয়ে যাওয়ার পর পায়চারি শুরু করল রানা ঘরের মধ্যে। চেষ্টা করে দেখবে নাকি স্টেটমেন্ট না দিয়ে কিংডম গছানো যায় কি না ফেরগাসকে? এক লাখ ডলার পেলে গ্যারির খরচপাতি ফেরত দিয়েও প্রচুর বাঁচবে। মিস গ্যারেটকে ফেরত দিতে পারবে ও গহনাগুলো, যারা এতদিন সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, তাদেরকেও দিতে পারবে কিছু কিছু।

দরজায় নকের শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল রানার। টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছে বেল বয়। দ্রুত খামটা খুলল ও, কীথলি ক্রীক থেকে বয় ব্লাডেন পাঠিয়েছে। ওটা এরকমঃ পাঁচ হাজার আটশো ফুটে হার্ড সিল অতিক্রম করেছে রিগ। বর্তমানে ঘণ্টায় দশ ফুট রেটে চলছে খনন। প্রত্যেকে আশাবাদী। ফুয়েলের দ্বিতীয় চালান কিংডম রওনা হয়ে গেছে। স্বাক্ষর—বয়।

বুকের ভেতর দ্রুতগামী ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড। স্তম্ভিত হয়ে বার্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। তার মানে এ খবর ফেরগাস আগেই পেয়েছে? তার সাথে সিবিসির সাক্ষাৎকার এবং পত্রিকার আর্টিকেল যোগ হওয়ায় ভয় পেয়ে এক লাফে দ্বিগুণে পৌঁছে গেছে সে? এই জন্যেই এক ঘণ্টা সময় দিয়েছে সে ওর নাকের সামনে মূলো ঝুলিয়ে?

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল মাসুদ রানা। প্রথম রিং পুরো হওয়ার আগেই ওপ্রান্তে সাড়া দিল অ্যাচেনসন। 'হ্যালো, মিস্টার রানা?'

'ইয়েস,' ভরাট গলায় বলল ও।

'গুড! আপনি তাহলে রাজি?'

'না।'

'হোয়াট!'

'রাজি না।'

'কি-কিন্তু...'

দড়াম করে ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা। মুখে পরম তৃপ্তির হাসি। হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল ও, পাগলের মত একা একা হাসতে লাগল। একটু পর নিজেকে সামাল দিল রানা, রিসিভার তুলে ক্যালগারি ট্রিবিউনের সম্পাদককে ফোন করল। তাকে অ্যাচেনসনের নতুন প্রস্তাব আর বয় ব্লাডেনের টেলিগ্রামের খবর জানাল ও। 'তার মানে লাক ফেভার করতে শুরু করেছে আপনার!' খুশি হলো সম্পাদক।

এই লোকের ব্যাপারে মনে বাজে এক ধারণা জেগেছিল বলে লজ্জা পেল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, মিস্টার রানা। বয়ের টেলিগ্রামটা নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। আজই ওর ওপর আরেকটা নিউজ করে দেব বড় করে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমার সময় প্রার্থনার ওপর জোর দেবেন দয়া করে।'

'সে আপনাকে বলতে হবে না। এখন কি করবেন ঠিক করেছেন আপনি?'

'কাল সকালে কিংডম ফিরে যাচ্ছি।'

'বেশ। রওনা হওয়ার আগে এক কপি ট্রিবিউন কিনে নিতে ভুলবেন না যেন। আর হ্যাঁ, সাথে আমার একজন সাংবাদিককে নিয়ে যান না কেন? ও কিংডমে থেকে আপনাদের ডেভেলপমেন্টের

খবর নিয়মিত পাঠাতে পারবে আমাকে।'

'তাহলে তো ভালই হয়।'

'ওকে। তাহলে সকালে গাড়ি নিয়ে আপনার হোটেলে পৌঁছে যাবে সে। নাম স্টিভ স্ট্রাচেন।'

পরদিন সন্ধের দিকে জ্যাসপার পৌঁছল রানা ও স্টিভ। ডিনারের আগে রেস্টুরেন্টে জেফ হার্টের সাথে বীয়ারে চুমুক দেয়ার সময় খেয়াল হলো রানার, সাতদিন হলো কিংডমের বাইরে আছে ও, অথচ আশ্চর্য! এরমধ্যে একদিনও অসুস্থ বোধ হয়নি মুহূর্তের জন্যেও। কারণ কি? মনে অনিশ্চিত এক দুরাশা উঁকি দিল মাসুদ রানার।

ওর চিন্তা ধ্বনিত হলো জেফের কণ্ঠে। 'তোমাকে আগের থেকে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে, রানা! ব্যাপার কি?'

'কি জানি?' কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'নিশ্চই কিংডমের ক্লাইমেট খুব স্যুট করেছে তোমাকে।' জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা এডমন্টনের দৈনিক পত্রিকা বের করল জেফ হার্ট। 'এটা পড়ো। আমার মনে হয় তোমার তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।'

দেখল ওটা মাসুদ রানা। কিংডমে ড্রিলিঙের ওপর বড়সড় এক আশাবাদী রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। রাতটা প্রচণ্ড অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কাটল ওর। প্রায় পুরো রাতই পার করল রানা হোটেলের ডবল গ্লাস জানালার ওপাশের এডিথ ক্যাভেলের চুড়ো দেখে। এখন আর বরফের প্রলেপ নেই ওটার গায়ে, শুধুই পাথরের একটা স্তম্ভ। ভোরের দিকে এত অস্থির হয়ে উঠল রানা, কেবলই মনে লাগল, হয়তো ও কিংডম পৌঁছার আগেই অ্যান্টিসিলিনে হিট করে বসবে রিগ।

যাওয়ার আগে জনিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল,

কিন্তু নেই সে। একদল আমেরিকান ট্যুরিস্টকে সাথে নিয়ে কোথায় যেন গেছে। জেফ হার্টও খুব ব্যস্ত তার গ্যারেজ নিয়ে, এখন পুরো ট্যুরিস্ট মওসুম, গাড়ির আনাগোনার যেমন অন্ত নেই, তেমনি তারও বিশ্রাম নেই।

পরদিন রাতে ওয়েসেলস পৌঁছল মাসুদ রানা ও স্টিভ। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, তিনদিন আগে রওনা হয়ে গেছে তেলের দ্বিতীয় চালান। রাতটা এখানেই কাটাতে হলো, পরদিন অন্ধকার থাকতে রওনা হলো আবার। এবার আর গাড়িতে নয়, ঘোড়ায় চেপে। বীভার ড্যাম লেকের উত্তর তীর দিয়ে এ পথটা অনেক সংক্ষিপ্ত। জানত না মাসুদ রানা, স্টিভের বুদ্ধিতে এসেছে। ঠিকই বলেছিল সে, দুপুরের একটু পরই দূরে সলোমন'স জাজমেন্টের চুড়ো দেখতে পেল রানা।

ঘোড়া থামিয়ে কিছু সময় চেয়ে থাকল ও যমজ চুড়োর দিকে। কল্পনায় গ্যারির ড্রিল মেশিনের কাজ দেখল, আওয়াজ শুনল। জিন লুকাসের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কি করছে এখন জিন? ও কি জানে মাসুদ রানা আসছে? দেহ জুড়ে অদ্ভুত এক ভাল লাগার শিহরণ বয়ে গেল ওর। আজ পনেরো তারিখ, বাঁধের কাজ শেষ হতে শিডিউল অনুযায়ী এখনও পাঁচ দিন বাকি। গ্যারি যে হারে এগোচ্ছে, তাতে দু'একদিনের মধ্যেই যদি…।

ভাবনা থামিয়ে এগোল মাসুদ রানা। খানিক পর কাঁচের ওপর রোদের প্রতিফলনের কারণে মুহূর্তের জন্যে নজর ঝলসে গেল। ট্রিভেডিয়ানের ট্রাকের কাঁচে পড়েছিল রোদ, ক্রীক রোডে ওদের আনাগোনা বেড়েছে বেশ বোঝা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সূর্য, জাজমেন্টের সরাসরি ওপরের আকাশে একটু একটু করে বাড়তে লাগল মেঘের পরিধি।

শেষ বিকেলে ওরা যখন স্যাডলে পৌঁছল, ঘন কুয়াশার একটা

পর্দা ঢেকে দিল চারদিক। মোটামুটি উষ্ণ ছিল এতক্ষণ বাতাস, হঠাৎ তা হয়ে উঠল বরফের মত হিম। বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল ঘন ঘন, সেই সাথে বিরতিহীন বজ্রপাত। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে এক ঘণ্টা পর ঘেউ ঘেউ ডাকে মাসুদ রানাকে স্বাগত জানাল মোজেস। ওরা যখন র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে, আচমকা থেমে গেল বৃষ্টি, বাতাস ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল মেঘ। পশ্চিম আকাশে সূর্য হেসে উঠল।

জিন লুকাস এসে দাঁড়াল রানার সামনে। বিস্ময়ে ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, মুখে আধ ফোঁটা হাসি। কাছে গিয়ে ওর দু'বাহু চেপে ধরল রানা। 'কেমন আছ, জিন?'

কোনরকমে মাথা দোলাল সে। 'তুমি?' কাঁপছে তার সারাদেহ।

'চমৎকার! গ্যারির কি খবর?'

'খুব ব্যস্ত। খাওয়া-ঘুম ভুলে গেছে। প্রত্যেকেরই এক অবস্থা।'

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, জিনকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওর গলার স্বরেও ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। চোখের নিচে কালির হালকা প্রলেপ। 'জিন, তুমি সুস্থ আছ তো?'

'হ্যাঁ। খাটনি একটু বেড়েছে, এই আর কি!'

স্টিভ স্ট্রাচেনকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'কত ফুট ডীপে আছে এখন গ্যারি?'

'ছয় হাজার চারশো।'

'মাই গড! বলো কি! এখনও কাজ হয়নি? চলো, দেখে আসি গিয়ে।'

'খানিক জিরিয়ে নাও।'

'না, এখনই চলো!' জরুরী গলায় বলল মাসুদ রানা। পাশাপাশি এগোল ওরা। 'বাঁধের কাজ কতদূর?'

'প্রায় শেষ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল জিন। 'মনে হয় বিশ তারিখের

আগেই শেষ হয়ে যাবে। গত দু'দিন থেকে অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশজন লোক কাজে লাগিয়েছে ট্রিভেডিয়ান।'

'আগেই হয়ে যাবে?' আনমনে বলে উঠল সাংবাদিক। 'তাহলে তো মুশকিলের কথা!'

ওরা কেউ কিছু বলল না জবাবে। নীরবে এগিয়ে চলল। যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে রিগের আওয়াজ। খুশিমনে অনবরত লাফ-ঝাঁপ করছে মোজেস। তীরবেগে সামনে ছুটে যাচ্ছে কখনও, কখনও যাচ্ছে পিছনদিকে। থেকে থেকে চর্কির মত পাক্ খাচ্ছে ওদের চারদিকে। হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করল মাসুদ রানা, এ ক'দিনে ঘাস বেশ লম্বা হয়েছে কিংডমের। কী এক অসামঞ্জস্য আছে পরিবেশে, খেয়াল করল ও, কিন্তু ধরতে পারল না। বাঁধের দিকে তাকাল রানা অনিশ্চিত দৃষ্টিতে, এবং ধরে ফেলল ব্যাপারটা কি।

'ওদের মিকসার মেশিন বন্ধ কেন?' জানতে চাইল ও।

'বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দু'দিন আগে,' বলল জিন লুকাস। উদ্বিগ্ন চোখে রানার দিকে তাকাল। 'ওগুলোর কাজ শেষ।'

ক্যালগারিতে ওর সাক্ষাৎকার আর আর্টিকেলের ব্যাপারে ফেরগাসের প্রতিক্রিয়া জিনকে জানাতে যাচ্ছিল রানা, কি ভেবে বলল না শেষ পর্যন্ত। কি লাভ? ক্যালগারির আলোড়নের সাথে এখানকার বাস্তব পরিস্থিতির অনেক ফারাক। এখানে এখন একমাত্র বিষয় হচ্ছে জয়-পরাজয়। মাসুদ রানা কি পারবে ফেরগাসকে পিছনে ফেলে দিতে? সুইস গেট বন্ধ হওয়ার আগে তেলের সন্ধান কি পাবে ও?

ড্রিলিঙের কাজে ব্যস্ত লোকগুলোকে দেখল মাসুদ রানা। গ্যারি ব্যস্ত ড্র ওয়ার্কে, বয় ব্লাডেন ডেরিকে। ওরা যখন ড্রিলের কাছে পৌঁছল, নতুন একটা পাইপ জুড়ছে তখন ক্রুরা। কাজ সেরে এঞ্জিন চালু করে দিয়ে ছুটে এসে ঘিরে ধরল ওরা রানাকে। চেহারা করুণ

একেকজনের। চোখের নিচে গাঢ় কালি, টুকটকে লাল চোখ। সবারই ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ছিল কিছু, দিল ওগুলো রানা। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। পরিবেশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তারের মত স্পর্শকাতর মনে হলো মাসুদ রানার, যেন সামান্য একটু ছোঁয়া লাগলেই যা-তা ঘটে যাবে।

'উইনিকের সাথে দেখা করেছেন?' প্রশ্ন করল গ্যারি কিওগ। গলার স্বর তীক্ষ্ণ, চাউনি যেন ধারাল ছুরি।

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'কি বলল সে?'

'আরেকবার সিসমোগ্রোম পরীক্ষা করে দেখেছে সে নতুন করে।'

'তো?'

'তার ধারণা সাত হাজার ফুটের কাছাকাছি আছে আমাদের টার্গেট।'

'হুঁম! পরশু নাগাদ টার্গেটে পৌঁছব তাহলে আমরা।'

'হার্ড সিল ক্রস করার পর কোর স্যাম্পল সংগ্রহ করেছিলেন?' ওদের সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরাল রানা।

মাথা দুলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল আইরিশ। 'করেছি। জিওলজি কম বুঝি আমি, তবে ওগুলো দেখে মনে হয়েছে জায়গামত পৌঁছেছি আমরা অবশেষে।'

'পৌঁছতেই হবে!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও।

'নিশ্চই!' গ্যারিও খুব জোর দিয়ে বলতে চাইল। কিন্তু কথা ফুটলেও জোর নেই না তাতে।

'ট্রিভেডিয়ানের খবর কি?'

'নেই খবর। মুখ লুকিয়েছে ও শালা। লোক লাগিয়েছে আমাদের ওপর নজরদারী করার জন্যে। দূরবীনে চোখ রেখে

সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে ব্যাটারা।' ঘুরে বাঁধের দিকে তাকাল গ্যারি। সূর্যের আলো সরাসরি মুখের ওপর পড়ায় চোখ কুঁচকে উঠল তার। লোকটা হঠাৎ করেই বুড়িয়ে গেছে মনে হলো রানার। 'একজন জিওলজিস্ট হলে ভাল হত,' বলল সে। 'যখনই জায়গামত হিট্ করি না কেন, রিগ তো পয়লাচোটেই যাবে।'

'তখন রিগের চিন্তা করতে হবে না আপনাকে।'

'আমি রিগের কথা ভাবছি না। ভাবছি তেল আর পানির, কোনটার কি পরিমাণ, তা বের করার সমস্যা নিয়ে।' নার্ভাস হাসি ফুটল গ্যারির মুখে। 'তাছাড়া, নিচে কি আছে নিশ্চিত না জেনে এমন অন্ধের মত ড্রিলিং জীবনে আর কখনও করিনি আমি, তাই...'

লোকটার কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি আরেকবার জানান দিল রানাকে কী প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে আছে এরা। কি ভীষণ স্নায়ুর চাপের মধ্যে আছে। তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাত্র নয়জন মানুষ, চারজন করে বারো ঘণ্টা কাজ করছে দৈনিক, অবশিষ্ট গ্যারিকে তদারকীর কাজ করতে হয় দুই শিফটেরই, স্নায়ুতে চাপ পড়ারই কথা। এক এক করে ফিরে গেল ওরা নিজেদের জায়গায়, কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখতে লাগল রানা, জিন ও স্টিভ।

নরম পাথরের স্তরে পাইপ প্রায় অনায়াসে, এবং দ্রুত নেমে যাচ্ছে দেখল ওরা। আগের চাইতে বেশ অল্প সময়ের ব্যবধানে জুড়তে হচ্ছে নতুন পাইপ। সময়ের গুরুত্ব বুঝে মাসুদ রানা নিজেও লেগে পড়ল গ্যারির সহকারী হিসেবে। আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত খাটিয়ে নিয়ে ছুটি দিল সে ওকে মাত্র চার ঘণ্টার জন্যে। আবার ভোর চারটায় ডাক পড়ল, মাতালের মত টলতে টলতে ছুটল মাসুদ রানা। মুক্তি মিলল সকাল আটটায়। র‍্যাঞ্চ হাউসে ফেরার সময় নিজেকে দিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল ও কিসের মধ্যে আছে গ্যারি আর ক্রুরা।

নাকেমুখে কিছু গুঁজে শুয়ে পড়ল রানা। দাঁড়াবার শক্তি নেই। দু'দিন গেছে পথে, তারপর পৌঁছেই কাজে লাগতে হয়েছে, লম্বা বিশ্রাম না নিলে আর পারা যাচ্ছে না। মনে হয় এক ঘণ্টাও হয়নি ঘুমিয়েছে ও, জিনের ডাকে উঠতে হলো। ট্রিভেডিয়ান লিভিং রূমে অপেক্ষা করছে, রানার সাথে দেখা করতে চায়। বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। এক পুলিস অফিসার ও চার কনস্টেবলসহ লোকটা অপেক্ষা করছে দেখা গেল। গ্যারি কিওগও থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সাথে, তার হাতে একটা কাগজ।

'কি হয়েছে?'

রানার প্রশ্নের জবাবে সামনে এসে দাঁড়াল বিশালদেহী আইরিশ। কাগজটা বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। 'ট্রিভেডিয়ান আমাদের কিংডম ত্যাগ করার নোটিস দিতে এসেছে, মিস্টার রানা,' আরেকদিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল সে।

নোটিসটা পড়ল রানা। লারসেন কোম্পানির প্যাডে লেখা, হেনরি ফেরগাসের সই করা একটা চিঠি। যাতে বলা হয়েছেঃ প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের ১৯৮৭ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী আগামী ১৮ আগস্টের পর যে কোনদিন সলোমন'স জাজমেন্ট ড্যাম চালু করার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী লারসেন কোম্পানি। ওটা চালু হলে কিংডম তলিয়ে যাবে পানিতে, অতএব তার আগেই কিংডমের মালিক মাসুদ রানাকে ওই এলাকা ত্যাগ করতে হবে।

মুখ তুলে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রিভেডিয়ানকে দেখল মাসুদ রানা। পুরো গোল মুখে মিটিমিটি হাসি তার। 'ড্যামের কাজ তাহলে শেষ?' প্রশ্ন করল ও। বলার সুরে পরাজয়ের হতাশা পরিষ্কার।

মাথা দোলাল লোকটা। 'প্রায় শেষ।'

'কখন বন্ধ করা হবে স্লুইস গেট?' খেয়াল করল রানা, ওর

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জিন লুকাস। কিন্তু তাকাল না ও।

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রিভেডিয়ান। 'খুব সম্ভব আগামীকাল। অথবা হতে পারে তার পরদিন। আমাদের অন্য সব প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলেই বন্ধ করে দেব।' ঘুরে পুলিস অফিসারের দিকে তাকাল সে। 'ওয়েল, এডি, তুমি দেখেছ নোট জায়গামত পৌঁছে দিয়েছি আমি। তুমি কিছু বলতে চাও?'

'হ্যাঁ,' বলে রানার দিকে তাকাল লোকটা। 'মিস্টার রানা, আপনাকে আমার মনে করিয়ে দেয়া কর্তব্য, আগামীকাল আঠারো তারিখ। তাই কাল সকাল দশটার পর যে কোন মুহূর্তে এ জমি ডুবিয়ে দেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে লারসেন কোম্পানি। ওর পর এখানকার কোন স্থানান্তর যোগ্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির জন্যে তাদেরকে দায়ী করা যাবে না।'

'রিগের কথা বোঝাচ্ছেন আপনি?' প্রশ্ন করল গ্যারি।

মাথা দোলাল অফিসার। 'স্থানান্তরযোগ্য সবকিছুর কথাই বলছি আমি, স্যার। সরি, রিয়েলি সরি।'

একজন দু'জন করে ড্রিলিং ক্রুরা ঢুকল এসে ভেতরে। চিন্তিত মুখে অফিসার এবং ট্রিভেডিয়ানকে দেখছে তারা। কল্পনা করতে অসুবিধে হয় না কি ভাবছে সবাই। দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে কাজ করছে এরা কিংডমে, বিনা বেতনে। মনে বড় আশা নিয়ে এসেছিল প্রত্যেকে, সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে কি চলছে সবার মনের ভেতর বোঝা মোটেই কঠিন কিছু নয়। সামান্য একটা বেলাইনের কথা কি আচরণ, মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘাত বাধিয়ে দিতে পারে। বুদ্ধিমান ট্রিভেডিয়ানও বুঝল ব্যাপারটা। 'ওয়েল, এডি,' বলল সে। 'কাজ তো শেষ। চলো তাহলে।'

মাথা দোলাল অফিসার। ঘুরে দরজার দিকে এগোল। নীরবে বেরিয়ে গেল ছয়জনের দলটা। কেউ নড়ল না ভেতরের। কেউ

একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। অনেকক্ষণ পর গ্যারির উদ্দেশে প্রশ্ন করল স্টিভ স্ট্রাচেন, 'কোন আশা আছে কাল দশটার আগে?'

কঠিন চোখে দেখল তাকে দানব। 'যদি নিশ্চিত জানতাম, তাহলে কি বসে বসে মাছি মারতাম?'

দুপুরে যখন রিগের কাছে এল মাসুদ রানা, তখন ছয় হাজার ছয়শো বাইশ ফুট গভীরে পৌঁছেছে বিট। বিকেল চারটার মধ্যে তার সাথে যোগ হলো আরও তেতাল্লিশ ফুট। পরিবেশ ভীষণ উত্তপ্ত। গরমে ঘামছে ওরা দরদর করে। প্রচণ্ড পরিশ্রম আর সীমাহীন উদ্বেগে অবর্ণনীয় অবস্থা একেকজনের। চারটায় নতুন আরেক পাইপ জোড়া হলো গ্রীফ স্টেমে।

ক্রুরা যখন পাইপ জোড়া দেয়ার কাজে ব্যস্ত, কপালের ঘাম মুছে ড্যামের দিকে তাকাল রানা অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। কোন আওয়াজ নেই ওখানে, একটা মানুষও নেই। অদ্ভুত এক নীরবতা। আবার ঘাম মুছল মাসুদ রানা। ওদিকে কেউ নেই, কাজ নেই, অতএব কোন আওয়াজও নেই। এখানেও পাইপ জোড়া হচ্ছে বলে এঞ্জিন বন্ধ, আওয়াজ নেই। পুরো উপত্যকা যেন নীরবতা পালন করছে বিশেষ কোন উদ্দেশে। যেন কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আছে। বাতাসেও টেনশন।

হঠাৎ বাঁধের দিক থেকে কাঁচে প্রতিফলিত আলো এসে পড়ল রানার মুখের ওপর। ঘুরে তাকাল ও, কিন্তু দেখতে পেল না দূরবীনধারীকে।

'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

পিছনে বয়ের শ্রান্ত গলা শুনে ঘুরল মাসুদ রানা। যেমন কাউকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিল, তেমনি ফিরে এসেছে লোকটা। লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। 'কি পছন্দ হচ্ছে না?' বলেই অবাক হলো ওর কণ্ঠেও অন্যদের মত অসহিষ্ণুতা, তীক্ষ্ণতা টের পেয়ে।

ব্লাডেনের কানেও বাজল। মুখ তুলে ওকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তার গালের কাটা দাগটা লাল দেখাচ্ছে। 'এই ওয়েদার,' বলল সে নিচু কণ্ঠে। 'হঠাৎ এত গরম পড়ার কারণ বুঝতে পারছি না। মেঘের চিহ্ন নেই আকাশে, একটু বাতাস নেই। কেমন আজব মনে হচ্ছে। ঠিক যেন...।' কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল লোকটা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

একটু ঘুমিয়ে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করল মাসুদ রানা। কিন্তু এই দম বন্ধ হয়ে আসা গরমে ঘরে ঢুকে শোয়ার কথা ভাবতেই পারল না। তাছাড়া মনের যা অবস্থা, হাজার চেষ্টা করলেও আসবে না এখন ঘুম। বার্নে গিয়ে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল রানা, কাউকে কিছু না বলে সাউল নাম্বার ওয়ানের দিকে চলল। ওখান থেকে ক্রীকের তীর ধরে এগোল বাঁধের দিকে।

প্রচুর পানি আজ ক্রীকে, হুড়মুড় করে পাক খেতে খেতে ছুটছে। গতকাল বিকেলের বৃষ্টি আর আজকের প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে বরফ গলে যাওয়ায় বেড়ে গেছে পানির পরিমাণ। কাঁটা তারের বেড়া ঘেঁষে ধীরগতিতে বাঁধের দিকে এগিয়ে চলল মাসুদ রানা। এখন মানুষের সাড়া পাচ্ছে ও একটু একটু। হাঁক-ডাক, উচ্চ কণ্ঠের হাসিও শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বাঁধের ওপাশে পাওয়ার স্টেশনের কাজ চলছে।

আরেকটু এগোতে বাঁধের গায়েও কয়েকজনকে দেখা গেল। দশ-বারোজন মানুষ, তবে লেবার নয় এরা—এঞ্জিনিয়ার। গ্রীজ মাখা জিনস আর টি-শার্ট পরে কাজ করছে স্লুইস গেটে। একটা গাছের ছায়ায় বসে তাদের কাজ দেখতে লাগল মাসুদ রানা। ভাব দেখে মনে হয় যেন এই করতেই এসেছে কিংডমে, আর কিছু করার নেই। হয়েস্ট কেজটাকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে দেখল রানা একবার।

দূরবীনধারীকে দেখতে পেল ও। এতক্ষণ একটা পিলারের আড়ালে বসে ছিল সে। হয়তো রানার আচরণে কিছু সন্দেহ জেগেছে মনে, তাই উঠে এল। কাছে আসতে লোকটাকে চিনল মাসুদ রানা। এ সেই, যে ওর ঘোড়ার লাথি খেয়ে দুটো দাঁত হারিয়েছে ক'দিন আগে। লেদার হোলস্টারে পিস্তল দেখা গেল আজ তার।

'এখানে কি করছেন আপনি?' জানতে চাইল সে কঠিন গলায়।

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'ফিরে যান, মিস্টার! এখানে দাঁড়ানো নিষেধ।'

'কার নিষেধ?' ব্যঙ্গ ফুটল ওর কণ্ঠে।

'ট্রিভেডিয়ানের।'

'এটা আমার জমি, ট্রিভেডিয়ানের বাপের নয়। বরং তুমি এ মুহূর্তে আমার জমিতে এসে পড়েছ। ব্যাক অফ, ইউ ব্লাডি!'

দীর্ঘ সময় ওকে দেখল লোকটা আগুন ঝরা চোখে, তারপর অনির্দিষ্ট কারও উদ্দেশে নানান অকথ্য-অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। রানার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে আরও কয়েকটা দাঁত খসিয়ে দিয়ে আসে হারামজাদার। কিন্তু দমন করল নিজেকে, ঘোড়া ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলল। সে রাতে ডিনারের টেবিলে একটা কথাও বলল না কেউ। গম্ভীর, থমথমে মুখে নীরবে খেল সবাই। ঝড় ওঠার পূর্ব লক্ষণ তাদের চেহারায়।

শুকিয়ে চুপসে গেছে সবার চেহারা। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে লোকগুলো। ঘামে চকচক করছে তাদের সারামুখ। খাওয়া শেষ হতেও উঠল না কেউ। আটটায় শিফট বদল হবে, বসে থাকল তার অপেক্ষায়। কথা নেই কারও মুখে। যেন এরা কথা বলতে জানে না, সবাই বোবা। মাঝেমধ্যে কেউ কেউ উঠে গিয়ে খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কান খাড়া করে রিগের আওয়াজ শুনছে খুব মন

দিয়ে। বোঝার চেষ্টা করছে পরিচিত, একঘেঁষে আওয়াজে কোন পরিবর্তন ঘটে কি না।

শিফট বদল হলো সময়মত। ক্লান্তি নেই কেবল রিগের, এক মনে নিজের কাজ করে চলেছে সে। ছয় হাজার সাতশো তেরো ফুটে পৌঁছেছে এখন তার ধারাল বিট্। ক্রমাগত পাথর খুঁড়ে নেমে যাচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে। এ মুহূর্তে ঘন্টায় সাড়ে দশ ফুট গতিতে নামছে। কখন যেন দু'চোখ বুজে এসেছিল, চট্ করে আপনাআপনি জেগে গেল রানা বারোটার খানিক আগে।

বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে। সামনের প্রাঙ্গণে দু'হাত বুকে বেঁধে, সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিন লুকাস। মুখ তুলে এক ভাবে তাকিয়ে রয়েছে চাঁদের দিকে। ভীষণরকম শুকনো লাগছে ওর মুখটা। এখন ঘুমানোর সময়, অথচ জেগে আছে। কে জানে কত রাত জেগেই কাটিয়েছে জিন। এক পা দু'পা করে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'কি করছ এখানে?'

সচকিত হলো মেয়েটি। 'এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। গরমে ঘুম আসছিল না।'

'হ্যাঁ, ভীষণ গরম।' রানাও চাঁদের দিকে তাকাল। বড়, অস্পষ্ট একটা রিং ঘিরে রেখেছে ওটাকে। বাতাস বেশ গরম এখনও, আভেনের মত তপ্ত হয়ে আছে পরিবেশ। 'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে,' আপনমনে বলল ও।

'আমার মন বলছে খুব শীঘ্রি কিছু একটা ঘটবে, রানা।'

'হ্যাঁ, ঝড়...'

'না,' বাধা দিল জিন, ফিস ফিস করে বলল, 'ঝড় না, অন্য কিছু। অসহ্য লাগছে আমার সব।'

'যাও, একটু বিশ্রাম নাও গিয়ে,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'যা হওয়ার হবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিনি, এই সান্ত্বনাটুকু তো আছে

আমাদের।'

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে ওকে দেখল মেয়েটি। মনে হলো কিছু বলতে চেয়েও বলল না। ধীর পায়ে চলে গেল।

জিন র‍্যাঞ্চ হাউসে গিয়ে ঢুকতে রানাও ঘুরে দাঁড়াল, সিগারেট ধরিয়ে রিগের দিকে চলল। গ্যারি কিওগ কাজ করছে ড্রিলে, ওদিকে ডেরিকে আছে ডন নামে একজন। মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এল রানা, ড্র ওয়ার্ক্সের পাশের এক বেঞ্চে এসে বসল। রানাকে দেখে বয়ও এসে বসল পাশে। নীরবে সিগারেট ধরাল দু'জনে। চাঁদের আলোয় ড্যাম পরিষ্কার দেখা যায়, তবে আলোটা কেমন যেন। যেমন স্বচ্ছ হওয়ার কথা, তেমন নয়। বসে বসে প্ল্যাটফর্মের দোল অনুভব করতে থাকল রানা।

'চাঁদের আলো কেমন অন্যরকম লাগছে না?' ওদের সাথে যোগ দিল এসে গ্যারি কিওগ। 'মনে হচ্ছে না পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে আলোটা?'

'কুয়াশা,' বিড় বিড় করে বলল বয় ব্লাডেন। 'কুয়াশার জন্যে অমন দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই।' রানার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল আইরিশ।

খানিকটা জোরাল বাতাস এসে পরশ বুলিয়ে গেল ওদের মুখে। 'ওটা কি, মেঘ?' আঙুল তুলে যমজ স্তম্ভের ওপাশের আকাশ দেখাল আইরিশ। 'হ্যাঁ, সেরকমই তো লাগছে।'

সবাই তাকাল সেদিকে। সলোমন'স জাজমেন্টের চুড়োর ঠিক পিছনের অনেকটা আকাশ দেখতে দেখতে কালো হয়ে উঠল। বেশ পুরু আর ঘন কালো মেঘ। ওর কোনখান দিয়ে চাঁদের আলোর সামান্যতম রেশও ভেদ করতে পারছে না। প্রায় গোল, নিরেট এক চাক মেঘ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে কিংডমের দিকে।

আচমকা দমকা হিম বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ওদের।

'আসছে ঝড়,' বলল বয় ব্লাডেন। 'এই জন্যেই এত গরম পড়েছিল।'

ব্যাপারটা প্রথমে কে খেয়াল করেছে মনে নেই মাসুদ রানার, তবে প্রায় একই সাথে খাড়া হয়ে গেল ওরা তিনজনই— ডিজেল ড্র ওয়ার্ক্সের আওয়াজ হঠাৎ করে অন্য রকম লেগে উঠেছে সবার। অনভিজ্ঞ রানার কানেও ধরা পড়ল তা। নিচে সম্ভবত বিটের গতি কমে গেছে, ভাবল ও। ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হলো পাথরের সাথে এ মুহূর্তে যোগাযোগ নেই বুঝি বিটের, খুব ঘন মণ্ড জাতীয় কিছুর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ওটা। মুহূর্তের মধ্যে আরও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল তার আওয়াজ।

চেঁচিয়ে কি যেন বলে উঠল বয়, শুনতে পেল না মাসুদ রানা। হতভম্ব হয়ে এর-ওর দিকে তাকাচ্ছে ও, বুঝতে পারছে না কি করবে।

'মাড পাম্প!' কানের কাছে বজ্রপাতের মত চেঁচিয়ে উঠল গ্যারি, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। 'মাড পাম্প—কুইক!' চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র এক লাফে রিগের ওপাশে চলে গেল সে।

এদিকে রানা, ওদিকে ডেরিক ম্যান ডন, দু'জনই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার যার জায়গায়। কি করবে মাথায় আসছে না। কি ঘটছে, তাও বুঝতে পারছে না।

রিগের ওপাশ থেকে উঁকি দিল গ্যারি, চেঁচিয়ে উঠল গলার রগ ফুলিয়ে, 'নেমে যান প্ল্যাটফর্ম থেকে, আহাম্মক কোথাকার! পালান, পালান!'

কোত্থেকে দেহে এত শক্তি এল রানার কে জানে, তীরবেগে মই লক্ষ্য করে ছুটল ও। তার মধ্যেই বয়কে পিছন থেকে উল্লাসে ফেটে পড়তে শুনল। গলার সমস্ত শক্তি এক করে চাঁদের দিকে

দু'হাত ছুঁড়ল সে, 'ওহ্ গ-ড! উই হ্যাভ স্ট্রাক ইট!'

উড়ে উড়ে মই অতিক্রম করল রানা ও ডন। ওরা মাটিতে পা রাখতে না রাখতে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল বয়, তারপর তিনজনে মিলে খিঁচে দৌড় লাগাল ট্রিভেডিয়ানের পাতা সীমানা দেয়ালের দিকে। ওরই মধ্যে এক পলক পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। রিগের ওপরের মাথায় ক্রাউন ব্লকে বাঁধা টানটান স্টীলের তারের সাথে ঝুলছিল নিচের গ্রীফ স্টেম, হঠাৎ করে ঢিল পড়ল সেই তারে, কারণ গ্রীফ স্টেম তখন নিচের কোন এক চাপের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে ক্রমেই ওপরদিকে ঠেলে উঠতে শুরু করেছে। ওটার মাথায় জোড়া অসংখ্য পাইপের ভারেই টানটান হয়ে ছিল ওই তার। চাপ আসলে পড়েছে পাইপের ওপর, বুঝল মাসুদ রানা।

নরম প্যাচপেঁচে কাদায় পা পড়তে হুঁশ ফিরল, পরমুহূর্তে নাকেমুখে পানির ঝাপটা লাগতে থেমে দাঁড়াল ও। ক্রীকে এসে পড়েছে ওরা, আর যাওয়ার উপায় নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সেই মুহূর্তে নিচ থেকে এক জোর ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল গোটা রিগ, তারপর আস্তে কাত হয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কেঁপে গেল কিংডম রিগের ভারে। চুরমার হয়ে গেল ওটা। বিকট আওয়াজ উঠল এঞ্জিনে।

পরক্ষণে গর্ত থেকে মাথা তুলল পাইপ। ঠিক যেভাবে টুথপেস্ট বের হয় টিউব থেকে, তেমনি। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওর মোহাবিষ্ট চোখের সামনে লিকলিকে, সুদীর্ঘ এক সাপের মত ক্রমেই উঠে আসছে পাইপ নাচতে নাচতে, দোল খেতে খেতে। উঠতে উঠতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে থাকল পাইপিঙের মাথা; দৈত্যাকার এক অজগরের মত মোচড় খাচ্ছে ওটা, পাক খাচ্ছে শূন্যে, বাতাসে সাঁই সাঁই চাবুকের আওয়াজ তুলছে। তারপর, হঠাৎ করেই একশোটা

এক্সপ্রেস ট্রেনের আওয়াজ তুলে আকাশে নিক্ষিপ্ত হলো প্রায় সাত হাজার ফুট পাইপ। আতঙ্কে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল মাসুদ রানার, শূন্যে যন্ত্রণাকাতর সরীসৃপের মত ক্রমাগত মোচড় খেতে খেতে তীরবেগে বাঁধের দিকে ছুটছে তখন ওগুলো। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য!

হঠাৎ গ্যারির কথা খেয়াল হতে দৌড় দিল রানা সামনের দিকে। 'গ্যারি!' চেঁচিয়ে ডেকে উঠল ও। 'গ্যারি! গ্যারি!!'

থেমে পড়ল রানা। পায়ের নিচে কাঁপছে মাটি থরথর করে। এগোবে, নাকি পিছিয়ে যাবে ভাবছে ও, এমন সময় দুনিয়া ফাটানো তীক্ষ্ণ 'হিশ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌!' শব্দে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল, দু'হাতে সজোরে কান চেপে ধরে বসে পড়ল। ওই অবস্থায় সামনের দিকে তাকাল রানা। পাইপের গর্ত থেকে গ্যাস বের হচ্ছে! ভাবল ও, নিশ্চই তাই! কিন্তু গ্যারি গেল কোথায়?

উঠতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, এই সময় প্রকাণ্ড এক কালো বাদুড়ের মত ওর সামনে উড়ে এসে পড়ল লোকটা। দু'হাতে সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল ওকে। দুই কানে গিয়ে ঠেকে আছে তার হাসি। পাগলের মত ঝাঁকাতে শুরু করল সে রানাকে। 'আমরা হিট্ করেছি!' উন্মত্তের কণ্ঠে চেঁচাতে থাকল গ্যারি কিওগ। 'মিস্টার রানা! হিট্ করেছি! আমরা হিট করেছি! গুড্ গড, আমরা হিট্ করেছি!'

তখনও নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পায়নি মাসুদ রানা। বেকুবের মত গ্যারিকে দেখল খানিক। 'অ্যান্টিসিলিন...!'

'অ্যান্টিসিলিন ভেদ করে বেরিয়ে গেছি আমরা!' দুই প্রচণ্ড থাবড়ায় রানার ব্রহ্মতালু স্থানচ্যুত করে দিল সে।

'অয়েল?'

'গ্যাস গ্যাস! এরপরই আছে তেল! দেখতে থাকুন।'

ওদের কাছে এসে দাঁড়াল বয় আর ডন। 'রিগের বারোটা বেজে গেছে,' বলে উঠল ডন। 'বরবাদ হয়ে গেছে।'

'জাহান্নামে যাক রিগ,' হা-হা করে হেসে উঠল গ্যারি কিওগ। গলা কাঁপছে তার প্রচণ্ড আবেগে। গ্যাস নির্গমনের প্রচণ্ড আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল তার সে হাসি। গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল রানার।

'যে জন্যে এসেছি সে কাজ হয়ে গেছে আমাদের,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল আইরিশ। দুই কোমরে হাত রেখে ড্রিলিং স্পটের দিকে তাকিয়ে আছে সে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গি করে। 'শা-লা, শ্বশুরের পুত ট্রিভেডিয়ান! দেখে যা তেল আছে কি না কিংডমে!'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কান পেতে গ্যাসের 'হিশ্ হিশ্!' আওয়াজ শুনল। তীক্ষ্ণতা কমে আসছে আওয়াজের, কেমন ভোঁতা শোনাচ্ছে এখন।

'ওয়েল!' দু'হাত বাড়ি দিয়ে ধুলো ঝাড়ল যেন গ্যারি। 'সময়ের আগেই কাজ দেখাতে পেরেছি আমরা। চলো বয়, সবাইকে তোলো ঘুম থেকে। স্টিভকে ডেকে আনো, দেখাও ওকে। ওকে বলো, একটা শক্ রেকর্ডার জোগাড় করতে। খবর শুনে পিটার শালা কেমন শক্ খায় রেকর্ড করতে হবে।' আবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল গ্যারি।

দ্রুত পায়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলল ওরা। একটু একটু করে কমে আসছে গ্যাসের আওয়াজ। হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, চারদিক কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেছে। কখন যেন মেঘের সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। আকাশ দেখে সন্দেহ হয় ওটা আদৌ ছিল কি না! অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় ঠাণ্ডা বাতাসের জোরাল এক ঝাপ্টা আছড়ে পড়ল।

সলোমন'স জাজমেন্টের ঢাল থেকে ভেসে এল অশ্রুতপূর্ব এক

তীব্র হিস্‌হিসানি। শব্দটা এত জোরাল হলো যে গ্যাসের হিশহিশানির আওয়াজও তলিয়ে গেল। ওটা কিসের আওয়াজ ভেবে পেল না মাসুদ রানা। গ্যারিকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আচমকা এক শক্তিশালী পানির ঝাপটা নিরেট দেয়ালের মত আছড়ে পড়ল ওদের ওপর। রেইনস্ট্রম! মুহূর্তে অথৈ সাগরে পড়ল যেন সবাই, তলিয়ে গেল পানির নিচে। একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল বলে দম ফুরিয়ে মরতে বসল মাসুদ রানা, আর সবারও একই দশা।

হাঁচড়ে-পাচড়ে যখন পানির ওপরে মুখ তুলল ও, পিছনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তখন রিগ। বানের পানি আর সবকিছুর সাথে ওটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে টান মেরে। পিছনে ঘোর অন্ধকারে ভীতিকর ছল্ ছল্ আওয়াজ কেবল পানির। আকাশে কাঁটা চামচের মত ঝল্‌সে উঠল বিদ্যুৎ, সে আলোয় সঙ্গীদের জলজ দানবের মত হাঁসফাঁস করতে দেখতে পেল ও। পরমুহূর্তে বিকট শব্দে বাজ পড়ল, উপত্যকায় আটকে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘা খেয়ে কামান গর্জনের আওয়াজ তুলে ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল সে আওয়াজ।

উদ্বোধনী বজ্রপাত ছিল যেন ওটা, আওয়াজ পুরো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ওদের চতুর্দিকে একের পর এক বাজ পড়তে শুরু করল। তার কোন কোনটা এত কাছে পড়ল যে মাটির কাঁপন পর্যন্ত পরিষ্কার অনুভব করল ওরা, গাছের ডাল-পাতা পোড়ার গন্ধও নাকে এল। একেক লাফে দশ হাত করে পেরিয়ে পড়িমরি র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছল সবাই। কেউ জেগে নেই ভেতরে, এত শব্দেও মরণ ঘুম ভাঙেনি মানুষগুলোর।

লিভিংরূমের নিভু নিভু ফায়ারপ্লেস উস্কে দিয়ে তার মধ্যে কাঠ ঢোকাল বয় ব্লাডেন, দেখতে দেখতে ধরে উঠল জোরাল আগুন। ওটাকে ঘিরে বসল সবাই, শীতে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। অন্যদের জাগাতে যাচ্ছিল ডন, নিষেধ করল মাসুদ রানা। জাগিয়ে লাভ নেই,

বাইরে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে দুনিয়া লণ্ড-ভণ্ড করা ঝড়, উঠে করবে কি ওরা? আগুনে গরম হয়ে, গায়ের কাপড় শুকিয়ে যার যার স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল সবাই। চোখ বোজার আগে অন্ধকারে আপনমনে হেসে উঠল মাসুদ রানা, নিঃশব্দে। অবশেষে ওরা সবাই মিলে প্রমাণ করেছে তেল আছে কিংডমে। আলবেরি সাউলের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। মরণকে এখন আর কেয়ার করে না মাসুদ রানা। জীবনের শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়েছে ওর, অতএব আসুক সে যখন খুশি, পরোয়া নেই।

সকালে জিন লুকাস ঘুম ভাঙাল ওর। বেশ উত্তেজিত মনে হলো মেয়েটিকে। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে গায়ে কোট চাপাল রানা। জিনের হাত থেকে কাপ নিয়ে চুমুক দিল চায়ে। 'তাড়াতাড়ি বাইরে এসো,' উত্তেজনা ভেতরে যতই থাক, চেপে রেখে শান্ত গলায় বলল মেয়েটি।

'কেন?'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। চোখ কুঁচকে ওকে দেখল মাসুদ রানা, দীর্ঘ দুই চুমুকে চা শেষ করে লাফিয়ে নামল বাঙ্ক থেকে। সামনের বারান্দায় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জিন, তার নির্নিমেষ দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ও সামনে। পরক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া। যেখানে রিগ ছিল, পানিতে থৈ থৈ করছে সে জায়গা। বোঝার কোন উপায়ই নেই ঠিক কোন জায়গাটায় ড্রিল করেছিল ওরা গত আড়াই মাস ধরে। স্রেফ শান্ত নদীর মত হয়ে আছে ওখানটা।

ওদের অজান্তে, নির্ধারিত সময়ের আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বাঁধের স্লুইস গেট, কিংডমের অনেকখানি এরইমধ্যে তলিয়ে গেছে। যা বলেছিল একদিন হেনরি ফেরগাস, তাই ঘটেছে, লেকে পরিণত হয়েছে আলবেরি কিংডম। বাতাসে মৃদুমন্দ দোল খাচ্ছে

লেকের পানি।

রিগের জায়গায় এক হাঁটু পানির মধ্যে ছপাৎ ছপাৎ করে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে গ্যারি কিওগ, বয় ব্লাডেন। অসহায়ের মত তাদের পিছন পিছন একবার এদিক, একবার ওদিক করছে স্টিভ স্ট্যাচেন। হন্যে কুকুরের মত ড্রিলের গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা স্টিভকে দেখাবার জন্যে। চেহারা দেখে যদিও তাকে তেমন প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না মাসুদ রানার। রাতে কেন তাকে ডেকে জায়গাটা দেখাল না ভেবে রাগে-দুঃখে নিজের চুল টেনে চামড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলার ইচ্ছে হলো ওর।

পানির মধ্যে লাফাচ্ছে আর গতরাতের ঘটনা ব্যাখ্যা করছে তাকে গ্যারি এবং বয়। শুনছে স্টিভ, থেকে থেকে মাথা দোলাচ্ছে। 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি!' মাঝেমধ্যে ওদের সান্ত্বনা দিচ্ছে সে। 'কিন্তু এমন একটা কিছু দেখান যাতে আমি এডিটরকে বোঝাতে পারি।'

ওরা মিথ্যে বলছে, এমন কিছু যে ভাবছে না স্টিভ, তা তার মুখ দেখেই বুঝল মাসুদ রানা। বরং বেকায়দা এক দোটানার মধ্যে পড়ে গেছে সে। হয়তো ভাবছে ওরা আসলে কল্পনায় দেখেছে ঘটনাটা, বাস্তবে নয়।

'অবশ্যই বিশ্বাস করেছি!' আবার স্টিভকে বলতে শুনল মাসুদ রানা। 'কিন্তু দয়া করে একটা অন্তত নিরেট প্রমাণ দেখান আমাকে!'

কোথায় প্রমাণ? দু'হাতে কপালের দু'পাশের রগ টিপে ধরল মাসুদ রানা। দপ্ দপ্ করে লাফাচ্ছে রগ, যন্ত্রণায় মাথা খসে পড়তে চাইছে ঘাড় থেকে। কোথায় প্রমাণ? একটু পর রানাও নামল পানিতে, অনুমানে খুঁজতে লাগল রিগের অবস্থান। পানিতে সামান্য তেলের চিহ্ন, অথবা এক-আধটা বুদ্বুদ, কিচ্ছু নেই কোথাও। এমনভাবে ধুয়েমুছে গেছে সমস্ত চিহ্ন যে রানা নিজেই ধাঁধায় পড়ে গেল এক সময়। সত্যিই কি ব্যাপারটা ঘটেছিল গত রাতে? কোন

ভুল হয়নি তো ওদের? হ্যালুসিনেশন না তো? দৃষ্টিবিভ্রম?

বার্ন আর র‍্যাঞ্চ হাউস কিছুটা উঁচু জায়গায় বলে পানি পৌঁছতে পারেনি এখনও। শুকনো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা সবাই। বেকুবের মত তাকিয়ে আছে লেকের দিকে। অনড়। হঠাৎ ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। গ্যারির চুল থেকে গড়িয়ে গাল বেয়ে নামছে সে পানি, দেখে মনে হচ্ছে নীরবে কাঁদছে বুঝি দানব। নিজেদের সাগরের মাঝে ডুবতে বসা জাহাজের অসহায় নাবিক মনে হলো মাসুদ রানার, উদ্ধার পাওয়ার কোন পথ নেই যাদের। যদি কোন জাহাজ ভাগ্যবশত এসে উদ্ধার করল তো বেঁচে গেল, নয়তো শেষ।

'যদি নির্ধারিত সময় পর্যন্তও অপেক্ষা করত ওরা!' আনমনে, অনেকটা যেন নিজেকে উদ্দেশ করে বলল বয় বিড় বিড় করে।

'ওরা কিছু ঘটার আগেই সব গেট বন্ধ করে দিয়েছিল কাল রাতে,' থমথমে, গম্ভীর গলায় বলল গ্যারি কিওগ। 'আমাদের আগেই ওরা বুঝে ফেলেছিল যে কোন মুহূর্তে হিট্ করতে যাচ্ছি আমরা, যে জন্যে ড্যাম কমপ্লিশনের সময় দু'দিন এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। কাল রাতে...' থেমে নিজের ভেজা চুল মুঠ করে ধরল আইরিশ। 'ওহ্, গড!'

তার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'কাল রাতে কি?'

'হিট্ করার সামান্য আগে চাঁদের আলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল মনে আছে আপনার?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ও, 'হ্যাঁ। তাতে কি?'

'আমি বলেছিলাম পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো?'

'হ্যাঁ।' এখনও বোঝেনি রানা কি বলতে চাইছে লোকটা।

'এর অর্থ হচ্ছে এই, কাল রাত নামার পরই গোপনে স্লুইস গেট বন্ধ করে দিয়েছিল শুয়োরের বাচ্চা ট্রিভেডিয়ান। আমরা চাঁদের যে

অদ্ভুত আলো দেখেছি, তা আসলে অদ্ভুত ছিল না। গেটে বাধা পেয়ে উপত্যকার নিচু এলাকায় পানি জমে গিয়েছিল, আমরা ওর মধ্যেই চাঁদের প্রতিফলন দেখেছি।'

তাজ্জব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা প্রত্যেকে।

'কুত্তার বাচ্চা বুঝে ফেলেছিল!' বিড় বিড় করে বলে উঠল গ্যারি। 'আগে থেকে তাই পানি জমা করতে শুরু করে। যেই রিগ উড়ে যেতে দেখেছে, অমনি হয়তো বাকি গেটগুলোও আটকে দিয়েছে। ফল হয়েছে এই,' পায়ের কাছের পানিতে লাথি মারল সে। 'যে সময় দিয়ে গিয়েছিল পুলিস অফিসার, তখনও যদি গেট বন্ধ করা হত, এতক্ষণে তাহলে...!' আবার চুল মুঠো করে ধরল সে। 'ওহ্, গড!'

এখন একটাই পথ আছে, হতাশা-বিস্ময় পাশে ঠেলে দ্রুত ভাবল মাসুদ রানা, যে করে হোক ড্যামের গেট অন্তত একদিনের জন্যে হলেও খুলে দিতে বাধ্য করতে হবে ফেরগাসকে। কিন্তু কিভাবে? মাথায় খেলছে না কিছুই। কাঁটাতারের বেড়ার কাছে নড়াচড়া দেখে চোখ তুলল রানা। ট্রিভেডিয়ান, তার দুই সহচর, যার একজন সেই দাঁত খোয়ানো লোকটা, আর কালকের পুলিস দলকে দেখা গেল ওখানে।

বার্নের দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। 'আসুন, গ্যারি! ওর সাথে কথা বলে আসা যাক আগে। তারপর ভেবে বের করা যাবে যা হোক একটা কিছু।'

ট্রিভেডিয়ানের ওপর চোখ পড়তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল গ্যারির চেহারা। নিঃসন্দেহে বুঝল সবাই, হাতের কাছে পেলে পলক ফেলার আগেই খুন করে ফেলত সে ওই লোককে। বেড়ার এপাশে ঘোড়ায় বসে থাকল রানা ও গ্যারি। ওপাশ থেকে অমায়িক চেহারা করে দেখছে ওদের ট্রিভেডিয়ান। তার সঙ্গীদের মুখে 'কেমন

মজা' গোছের হাসি। অফিসার এডি ও তার চার কনস্টেবল ভাবলেশহীন।

মাসুদ রানার নয়, গ্যারি কিওগের কণ্ঠ বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড আক্রোশে। 'কেন সময় হওয়ার আগেই ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে কিংডম? আজ সকাল দশটা পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল আমাদের! কেন...'

'এতক্ষণে কিংডম ত্যাগ করা উচিত ছিল তোমাদের,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল পিটার ট্রিভেডিয়ান। ঘড়ি দেখল। 'নয়টা বিশ বাজে। আর মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় আছে আপনার হাতে, মিস্টার রানা। এর মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। যান!'

'কিন্তু আমার রিগ!' চেঁচিয়ে উঠল গ্যারি।

'সময় থাকতে সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল,' সমবেদনার সুরে বলল লোকটা। 'ঠিক আছে, সরাওনি যখন, কি আর করা! অন্তত ওটার দাম যাতে তুমি ফেরত পাও, সেটা আমি দেখব।'

রাগে লাল হয়ে গেল আইরিশ। ঝট্ করে অফিসারের দিকে ফিরল। 'কাল রাতে ও যখন গেট বন্ধ করে, তখন ছিলেন আপনি ড্যামে?'

'না,' মাথা দোলাল অফিসার। 'আজ সকালে এসেছি আমি। আপনারা ভ্যাকেট করার সময় যাতে কোন সমস্যা না হয়, তাই দেখতে।'

'তুমি জানো, রাত আড়াইটায় অয়েলে হিট্ করেছিলাম আমরা?' পিটারকে প্রশ্ন করল গ্যারি। 'জানো তুমি একটা অয়েল ফিল্ড ডুবিয়ে দিয়েছ?'

হেসে উঠল সে। 'কি উদ্ভট অভিযোগ!'

'তুমি খুব ভালই জানো কি বলছি আমি,' দাঁতে দাঁত চাপল গ্যারি। 'যা করার দেখে-বুঝেই করেছ তুমি।'

'আমি কিছু দেখিনি,' বলে সঙ্গীদের দিকে তাকাল ট্রিভেডিয়ান। 'তোমরা দেখেছ কিছু কাল রাতে?' পুতুলের মত একযোগে মাথা দোলাল তারা, দেখেনি। 'শুনলে?' গ্যারির দিকে ফিরল সে। 'কাল যখন গেট বন্ধ করার অর্ডার দিই আমি, এরা আমার সাথে ছিল। তবে এদিকে যে একেবারেই তাকাইনি আমরা, তাও নয়। মাঝেমধ্যে তাকিয়েছি, লক্ষ করেছি তোমরা কখন রিগ প্যাক করার কাজে হাত লাগাও, দ্যাট'স অল।'

'বাই গড, ইউ ডার্টি লায়ার!' সাপের মত হিসিয়ে উঠল গ্যারি। 'হাতের কাছে পেলে জনমের মত মিথ্যে বলার ফল বোঝাতাম তোকে আমি, কুত্তার বাচ্চা!'

গায়েই মাখল না লোকটা। হাতঘড়ি দেখল। 'সমস্যা হতে পারে ভেবে বুদ্ধি করে পুলিস প্রটেকশন এনে ভালই করেছি দেখা যাচ্ছে। মিস্টার রানা, তাড়াতাড়ি র‍্যাঞ্চ হাউস, বার্ন, সব খালি করে দিন। কয়েকটা গেট লাগানো বাকি আছে এখনও। আপনারা গেলে আমি কাজে হাত দেব। প্লীজ, তাড়াতাড়ি করুন।'

ঘুরে দাঁড়াল ট্রিভেডিয়ান, পা বাড়াল বাঁধের দিকে। অফিসারও ঘুরল। 'এক মিনিট, অফিসার,' বলে উঠল মাসুদ রানা।

'ইয়েস, স্যার?'

'আপনি কখন বাঁধে এসেছেন?'

'ঠিক আটটায়।'

'কোন আটটায়?'

'আজ সকাল আটটায়।'

'অর্থাৎ কাল রাতে যখন ট্রিভেডিয়ান স্লুইস গেট বন্ধ করার অর্ডার দেয়, তখন উপস্থিত ছিলেন না আপনি?'

মাথা দোলাল অফিসার। 'না।'

'কেন জানতে পারি?' ট্রিভেডিয়ানের দিকে তাকাল মাসুদ

রানা, মিটিমিটি হাসছে সে। যেন রানার ছেলেমানুষের মত প্রশ্নে যথেষ্ট হাসির খোরাক আছে।

'কারণ মিস্টার ট্রিভেডিয়ান রাতে কোন সমস্যা হতে পারে মনে করেননি। উনি সকালেই আসতে বলেছেন আমাকে।'

'তার মানে আপনি স্বীকার করছেন, আজ দশটা পর্যন্ত সময় থাকার পরও প্রায় বারো ঘণ্টা আগে ট্রিভেডিয়ান একাই কাজটা সেরেছে রাতের আঁধারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল অফিসার। 'আমার ওপর যা নির্দেশ ছিল, আমি ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করেছি, স্যার।'

'আপনি এখানে প্রভিন্সিয়াল পুলিসের প্রতিনিধিত্ব করছেন, নাকি ট্রিভেডিয়ানের কোম্পানির ভাড়াটে হিসেবে কাজ করছেন?'

'দুটোই।'

'আই সী!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আপনি পুলিস অথরিটির নয়, ট্রিভেডিয়ানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছেন।'

উত্তর দিল না এবার লোকটা। অসহায়ের মত ট্রিভেডিয়ানের দিকে তাকাল কেবল এক পলক। কাঁধ ঝাঁকাল ট্রিভেডিয়ান।

'দ্যাট'স অল, অফিসার,' বলল ও। 'থ্যাঙ্ক ইউ।' গ্যারির দিকে ফিরল। 'চলুন, এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

নীরবে ফিরে চলল ওরা বৃষ্টি মাথায় করে। রাগ উধাও হয়ে গেছে গ্যারির, চেহারা শুকিয়ে গেছে তার এরইমধ্যে। সারা মুখে ঘাম। গা ছেড়ে বসে আছে লোকটা স্যাডলে, রক্ত-মাংসের দলা যেন একটা, ভেতরে প্রাণ নেই। মানুষটার মনের অবস্থা ভেবে খুব দুঃখ হলো মাসুদ রানার। পিটার ট্রিভেডিয়ানের খামখেয়ালীর জন্যে জীবনের যাবতীয় অর্জন হারিয়ে পথের ফকিরে পরিণত হয়েছে সে।

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' মৃদু কণ্ঠে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ফিরে পাবেন আপনি, কথা দিচ্ছি।'

মুখ তুলে হাবার মত ওকে দেখল আইরিশ, তারপর সামনে তাকাল। বুঝল রানা, খুব একটা কাজ হয়নি ওর অভয়বাণীতে। ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে লোকটা, রিগ খুঁজছে হয়তো।

র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে দেখা গেল পানি এর মধ্যে আরও বেড়েছে। এখনও বেড়েই চলেছে। পরের কয়েকটা ঘণ্টা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওদের। বৃষ্টির মধ্যে জিনিসপত্র যতদূর বাঁচানো গেল, হুড়োহুড়ি করে তুলে ফেলা হলো রয় আর গ্যারির ট্রাকে। ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো ওগুলো, স্যাডলের কাছে। ওখানেই তাঁবু গাড়ল ওরা রিফিউজীর মত। এক সময় বৃষ্টি থামল, মেঘ সরিয়ে উঁকি দিল দুর্বল সূর্য।

খোলা জায়গায় ওদের জন্যে রান্না করতে লেগে গেল জিন লুকাস। মুখ বুজে রোবটের মত কাজ করে চলল সে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। তবে ও যে কাঁদছে, বুঝল মাসুদ রানা। তাঁবুর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে জিন, থেকে থেকে চোখ মুছছে নিচে কিংডমের দিকে তাকিয়ে।

দুপুর নাগাদ আরও কয়েক ফুট বাড়ল পানি। দূর থেকে দেখল রানা আলবেরি সাউলের সাধের কিংডম তলিয়ে গেছে অনেক আগেই। তাঁর র‍্যাঞ্চ হাউস চতুর্দিকের পাঁচ মাইল বিস্তৃত লেকের পানিতে ভাসছে। জানালার ওপরের কিনারা ছুঁয়েছে পানি। একটু একটু করে তা আরও বাড়ল। বন্যা কবলিত নিঃসঙ্গ বাড়ির মত কেবল ধোঁয়াহীন চিমনি ও খাড়া চালটা ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চ হাউস। আর সব তলিয়ে গেছে। লেকের পানি মৃদু মৃদু ঢেউ হয়ে বাড়ি খাচ্ছে চালে।

চোখ বুজল ক্লান্ত, ভীষণরকম শ্রান্ত মাসুদ রানা। চোখের

দু'কোণে পানির মৃদু আভাস। অসুস্থ বোধ করছে ও আজ অনেকদিন পর।

সাত

সে রাতটা যে কিসের ওপর দিয়ে কাটল, বলতে পারে না মাসুদ রানা। দীর্ঘ আড়াই মাসের সংগ্রাম, পরিশ্রম আর টেনশনের পর হঠাৎ করে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্যে, না আর কিছু কে জানে, প্রচণ্ড হতাশা আর তীব্র এক বেদনাবোধ পুরোপুরি কাহিল করে ফেলল ওকে শারীরিকভাবে। হাত-পা নাড়ার মত শক্তিও রইল না। স্থাণুর মত পড়ে পড়ে দুর্ভাগ্যের কথা ভাবল কেবল মাসুদ রানা। হেনরি ফেরগাসের বিরুদ্ধে কিছু করবে, সে ব্যাপারে মনের সাড়া যতই থাক, এনার্জি নেই বলে দেহ সাড়া দিল না। কে যেন শুষে নিয়েছে ওর সমস্ত প্রাণশক্তি। সারা দেহ অসাড়, পালস্ খুব দুর্বল।

বয়ের এক ইন্স্ট্রুমেন্ট ট্রাকের পিছনে বিছানা পাতা হলো ওর রাত কাটানোর জন্যে। কিন্তু ঘুম এল না মাসুদ রানার। পুরো রাত কেমন এক ঘোরের মধ্যে কাটল। নিশ্চিত বুঝল ও, অবশেষে সত্যিই তাহলে সময় হয়েছে। চলে যাচ্ছে মাসুদ রানা, বড্ড অসহায়ভাবে। খারাপ মানুষগুলোর সঙ্গে পারা গেল না।

রাতটা আচ্ছন্নের মত পড়ে পড়ে কাটল। খানিক চোখ বুজে থাকে, খানিক তাকিয়ে থাকে। যতবার চোখ মেলল, প্রতিবারই ওর

এক হাত মুঠোয় নিয়ে মাথার কাছে বসা দেখল রানা জিন লুকাসকে। বাইরের আবছা চাঁদের আলোয় ধোঁয়াটে হয়ে থাকা কিংডমের দিকেও তাকিয়েছে ও কয়েকবার—কেবল পানি আর পানি চোখে পড়েছে।

সকালের দিকে কিছুটা সুস্থ মনে হলো মাসুদ রানার। তবে দুর্বলতা কাটেনি। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। রাতের মতই কখনও হালকা ঘুম, কখনও জেগে সময় কাটতে লাগল ওর। এরমধ্যে কখন যেন এসেছিল বয়, জানিয়ে গেছে ট্রিভেডিয়ানের সাথে টেলিফোনে কথা বলে এসেছে সে ড্যাম থেকে। লোকটা বলেছে, কাল দুপুরের মধ্যে সমস্ত মালামালসহ ওদের হয়েস্টে করে পার করে দেবে সে।

মাসুদ রানার অবস্থা বুঝে গ্যারি-বয় ভুলে গেছে নিজের লোকসানের কথা। তারা বরং সারাদিন ওকেই সান্ত্বনা দিল সব ঠিক হয়ে যাবে বলে। বয় জানাল সে খুব শীঘ্রি কেস করতে যাচ্ছে লারসেন কোম্পানির বিরুদ্ধে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কিংডম অল্পদিনের মধ্যে আবার ফিরে পাবে মাসুদ রানা। ড্যামের গেট খুলে দিতে বাধ্য করে ড্রিলিং হোল খুঁজে বের করে দেখাবে ওরা দুনিয়ার সাংবাদিক ডেকে ইত্যাদি ইত্যাদি। জিন সারাদিন নড়লই না রানার কাছ থেকে। সে-ও সারাক্ষণ একই সান্ত্বনা দিয়ে গেল। সবই বুঝল মাসুদ রানা, কিন্তু বলল না কিছু। বলে লাভ কি? ওরা চাইছে রানার মৃত্যু যথাসম্ভব বেদনাহীন হোক। হোক না তাই।

সন্ধের পরপরই একদল ট্যুরিস্ট ওদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলো জনি কার্সটেয়ার্স নিয়ে। তাদের মধ্যে টাইম ম্যাগাজিনের সাংবাদিক আছে একজন। আলবেরি সাউলের মৃত্যুর ক'দিন আগে যে ট্যুরিস্টদের নিয়ে কিংডমে এক রাত ছিল জনি, এ লোক ছিল তাদের মধ্যে।

গ্যারি কিওগের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনল জনি। সাংবাদিক র‍্যাদারটনও শুনল। মাঝে মধ্যে আইরিশকে থামিয়ে নানান প্রশ্ন করল সে, তথ্য টুকে নিল।

'কেউ বিশ্বাস করবে এসব?' দুর্বল কণ্ঠে নিজেকেই প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'স্টিভ স্ট্রাচেন ঘটনার সময় উপস্থিত থেকেও খুব একটা প্রভাবিত হয়নি।'

'সে কে?' জানতে চাইল র‍্যাদারটন।

'ক্যালগারি ট্রিবিউনের সাংবাদিক,' বলল বয়। 'সে অবশ্য আসল সময় ঘুমিয়ে ছিল।' কেন তাকে রাতেই ডেকে দেখানো হয়নি, ব্যাখ্যা করল সে।

হাসল সাংবাদিক। 'সে প্রভাবিত না হোক, আমি হয়েছি। তাছাড়া এইসব লোকাল পত্রিকা এ বিষয়ের গুরুত্বও বিশেষ বোঝে না। আপনাদের মুখে যা শুনলাম, তাতে যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। দুই-একদিনের মধ্যেই কিংডমের ফুল স্টোরি ডেসপ্যাচ করব আমি, কোন চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিংডম ফেরত পাবেন আপনারা।'

'কিন্তু পানি সরাবার কি ব্যবস্থা করা যায়?' র‍্যাদারটনের উৎসাহে উজ্জীবিত হলো গ্যারি কিওগ।

'থাকুক না পানি। সরাবার দরকার কি এখনই?'

'তাহলে ড্রিলিং স্পট্ বের করব কি করে?'

হাসল র‍্যাদারটন। জনির দিকে ফিরল। 'প্রয়োজন হলে অল্প সময়ের মধ্যে অন্তত দু'জন ডুবুরীর ব্যবস্থা করতে পারবে না? সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা চাই।'

বিষণ্ণ চোখে মাসুদ রানাকে দেখছিল প্যাকার। মাথা দোলাল। 'অবশ্যই! ট্রিভেডিয়ান আর ফেরগাসকে কবরে নামাতে যা যা প্রয়োজন জোগাড় করব আমি।'

'ওহ্, বয়!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সাংবাদিক। হাসল মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে। 'এ ধরনের হিউম্যান ড্রামার কথা এই প্রথম শুনলাম জীবনে।' ওর কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল। 'একদম দুশ্চিন্তা করবেন না। স্টোরিটা লেখা শেষ হোক, অর্ধেক উত্তর আমেরিকান কন্টিনেন্ট যদি বন্দুক তাক্ করে ধাওয়া না করেছে বাস্টার্ড ফেরগাসকে, জীবনের তরে কলম ছেড়ে দেব।'

ক্যালগারি ট্রিবিউনের সম্পাদকের দেয়া সেই ম্যাগাজিন, আর কিংডমের ড্রিলিং চলার সময় রানার তোলা কিছু ছবি র‍্যাদারটনকে দিল জিন লুকাস। স্টিভের তোলা কয়েকটা ছবিও আছে ওর মধ্যে।

পরদিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে তৈরি হয়ে নিল ওরা, রওনা হলো ড্যামের উদ্দেশে। প্রথম কিছুক্ষণ ট্রাকেই থাকল মাসুদ রানা, কিন্তু চলার পথে ডুবো বোল্ডারে ঘা-গুঁতো খেয়ে এমন লাফ-ঝাঁপ শুরু করল ওটা যে অসহ্য হয়ে পড়ল এক সময়, বাধ্য হয়ে নেমে হাঁটা শুরু করল। পানিতে তলানো রাস্তা টিপে টিপে নিশ্চিত হয়ে পা ফেলতে এবং গাড়ি চালাতে হয়েছে ওদের সারাপথ।

সামান্য পথ অতিক্রম করে বাঁধে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। একেবারে জনশূন্য এখন হয়েস্ট হাউজিং-ড্যাম। অনেক দূরে পাওয়ার স্টেশনের কাজে ব্যস্ত কিছু শ্রমিক ছাড়া মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই উপত্যকার আর কোথাও। অথচ ওদের পার করার জন্যে এ সময় ট্রিভেডিয়ানের থাকার কথা ছিল। অনেকক্ষণ ধরে টানা হর্ন বাজাল বয় ট্রিভেডিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, কাজ হলো না। যারা পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করছে, ওদের সাড়া পেয়েও মুখ তুলল না তারা। একটু একটু করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল ড্রিলাররা। শঙ্কিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা, রাইফেলগুলো সুযোগ বুঝে লুকিয়ে ফেলল বিছানাপত্রের ভেতরে। বিশ্বাস নেই, অস্ত্র চোখের সামনে থাকলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারে ওরা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না

কারও: সমস্ত ট্রাক হয়েস্ট টার্মিন্যালের কাছে নিয়ে জড়ো করতে বলল মাসুদ রানা। সেখানেও নেই কেউ। একদম ফাঁকা। ওখানে দাঁড়িয়ে ড্যামের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ড্যামের চওড়া, মসৃণ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ওপরটাও বেশ মসৃণ। অনেকটা চীনের গ্রেট ওয়ালের মত এক মাথা এঁকেবেঁকে ক্রমশ উঁচু হয়ে মিশেছে গিয়ে সলোমন'স জাজমেন্ট পাহাড়ের কোমরে, আরেক মাথা কিংডম বেড় দিয়ে ঘুরে চলে গেছে থান্ডার ভ্যালির দিকে, দেখা যায় না।

হঠাৎ কেমন যেন খটকা লাগল মাসুদ রানার। মনে হলো বাঁধের কংক্রীটের দেয়াল যেন ঈষৎ ঝুঁকে আছে বাইরের দিকে। বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করল ও, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে মন দিল। দূর! ভুল দেখেছে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল মাসুদ রানা, বয়কে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল লোকটা?

আবার সামনে তাকাতে লোকটাকে দেখতে পেল ও, বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে এদিকেই আসছে। চোখ কুঁচকে উঠল রানার, কোথায় গিয়েছিল বয়? টার্মিন্যালে?

'টার্মিন্যালে পাঠিয়েছিলাম ওকে,' যেন রানার নীরব প্রশ্ন ধরতে পেরে বলে উঠল জিন লুকাস। 'ট্রিভেডিয়ানকে ফোন করতে।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। খানিক পর হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল লোকটা। কুঁচকে আছে কপাল, হতভম্ব চেহারা। 'বাঁধের ওপাশে কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার কাজ করছে কেবল, আর কেউ নেই,' বলল সে। 'টার্মিন্যালেও কেউ নেই। তবে...' কপালের কুঞ্চন আরও বাড়ল তার, থেমে গেল কথা শেষ না করে।

'কি?' প্রশ্ন করল রানা।

'ড্যামের সব ক'টা স্লুইস গেট খোলা দেখলাম।'

স্লুইস গেট নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করল না মাসুদ রানা। 'ফোন করতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সাড়া পেলাম না কারও। ধরছে না কেউ।'

'দরকার নেই,' খেঁকিয়ে উঠল গ্যারি কিওগ। 'কেজ যখন আছে, চলো, আমরাই শুরু করে দেই। ডন! তোলো ট্রাক!'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রথম ট্রাকটার দিকে এগোল ডন, এই সময় নিচে কিছু একটা ভাঙার এবং পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ কানে এল মাসুদ রানার। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বাঁধের দিকে তাকাল ও। কোনদিক থেকে এল শব্দটা? হঠাৎ একটা ক্ষীণ চিৎকার, এবং তার পরপরই ওপর থেকে অনেক পানি আছড়ে পড়লে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি এক আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। মনে হলো পানির তলে চাপা পড়ে মাঝপথে থেমে গেল বুঝি চিৎকারটা। হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল।

ওদের কয়েকশো গজ দূরে, সরাসরি নিচে, আচমকা উদয় হলো জিনস-টি শার্ট পরা এক এঞ্জিনিয়ার। আড়াল থেকে বাঁধের ওপর উঠে এসেছে সে, ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে তীরবেগে। দূর থেকেই বোঝা গেল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে লোকটা, ঘামছে দরদর করে। কয়েক পা সবে এগিয়েছে সে, আরেক এঞ্জিনিয়ার এবং তার পিছনে বাঁধের দুই গার্ড উদয় হলো। প্রাণপণে ছুটে আসছে সবাই এদিকে। দৌড়ের ওপর বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে লোকগুলো। প্রত্যেকের চেহারা ফ্যাকাসে।

'কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল গ্যারি।

'ড্যাম!' হাউমাউ করে উঠল প্রথম এঞ্জিনিয়ার। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসছে সে। 'ড্যামের সেন্ট্রাল সেকশনে ফাটল ধরেছে... লিক করছে! যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে ড্যাম!' কাছে এসে হাঁপাতে লাগল লোকটা। ভয় পেয়েছে বেদম।

বোকার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই, যেন বোঝেনি তার কথা। জনি কার্সটেয়ার্সের দিকে তাকাল রানা। চোখাচোখি হলো দু'জনে। মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল কেবল লোকটা, কিছু

বলল না। একদিন ও বলেছিল বাজে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করছে বাঁধ ট্রিভেডিয়ান। ওর অভিযোগ সেদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল লোকটা, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে... 'পানি কমিয়ে দিন,' বলল ও। 'চাপ কমান।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল এঞ্জিনিয়ার। 'সব গেট খুলে দিয়েছি আগেই। কাজ হয়নি কিছু।'

'ট্রিভেডিয়ান কোথায়?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। লক্ষ করল হাত কাঁপছে ওর। দুর্বলতার জন্যে, না আর কিছু?

'পাওয়ার প্ল্যান্ট সাইটে।' দূরে কর্মরত লোকগুলোকে দেখাল সে।

'ফোন নেই ওখানে?'

আবার মাথা দোলাল সে। 'ছিল। পরশু রাতের ঝড়ে ছিঁড়ে গেছে সে লাইন, ঠিক করা হয়নি। ওখানে এখন একশোরও বেশি লোক কাজ করছে। যদি ভেঙে পড়ে ড্যাম, একজনও বাঁচবে না।' হাত কচলাতে লাগল লোকটা। 'কি করি?'

'ওপারের হয়েস্ট টার্মিন্যালে ফোন করে দেখেছেন?'

'দেখেছি, নেই কেউ। থাকার কথাও নয় কারও। সবাই এখন নিচে ব্যস্ত।'

'তবু আরেকবার যান,' তাড়া লাগাল মাসুদ রানা। 'চেষ্টা করুন।'

অন্য তিনজনও পৌঁছে গিয়েছিল আগেই, প্রথম এঞ্জিনিয়ারের সাথে তারাও ছুটল টার্মিন্যালের দিকে।

গ্যারি, বয়সহ সবাই একযোগে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, বোঝা যায় না কারও কথা। জিন লুকাস এসে দাঁড়াল রানার পাশে। চেহারায় উদ্বেগ। 'এখন কি হবে?' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

উত্তর দিল না ও। বাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে আনমনে। ওপাশে যতদূর চোখ যায় কেবল পানি আর পানি। বাঁধের সেন্টার

সেকশনে পানির গভীরতা অনেক বেশি, প্রায় দুইশো ফুট। সত্যি যদি ভেঙে পড়ে সেকশনটা, নিচের কারও হাড়গোড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপত্যকায় জমা হওয়া সমস্ত পানি ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মত একযোগে হুড়মুড় করে বের হতে চাইবে ওই ফাঁক দিয়ে। মিলিয়ন মিলিয়ন টন পানি প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়বে দু'হাজার ফুট নিচের প্ল্যান্ট সাইটে—গত ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে জমা হওয়া পানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না সে জলোচ্ছ্বাস।

রানার বাহু আঁকড়ে ধরল জিন। 'রানা, কিছু করার নেই আমাদের? এতগুলো মানুষ...সত্যি যদি...'

'চলো, ফাটলটা দেখে আসি।' মেয়েটিকে নিয়ে পা বাড়াল ও। অন্যরাও এল সাথে। বাঁধের উঁচু এক অংশে এসে দাঁড়াল ওরা। সেন্টার সেকশনের মাঝামাঝি জায়গায়, ওপরের দিকের খানিকটা অংশ ছুটে পড়েছে দেখা গেল। পাশে দুই ফুট চওড়া হবে জায়গাটা, প্রায় একশো ফুট লম্বা এক লাইন ধরে তীরের মত খাড়া হয়ে বের হচ্ছে পানি। সরাসরি নিচে, উন্মুক্ত স্লুইস গেট থেকে বের হওয়া পানিতে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। ফাটলটার দু'দিকেই আরও অনেকগুলো চিড় দেখা গেল।

জনি কার্সটেয়ার্স এসে দাঁড়াল মাসুদ রানার পাশে। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'হারামজাদা! জানতাম এমন একটা কিছু ঘটবে।'

পিছনে ধুপ্ ধাপ্ পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল রানা। ফিরে আসছে সেই এঞ্জিনিয়ার। ঘামে টি শার্ট গায়ের সাথে সেঁটে আছে তার। 'কেউ নেই!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'ধরছে না কেউ!'

'কেজে চড়ে যেতে পারেন না ও মাথায়?' বলল জনি। 'ওখানে গিয়ে সবাইকে ডেকে বললেই তো হয়।'

'কি করে যাব?' চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'কেউ নেই ও

মাথায়! চালাবে কে হয়েস্ট এঞ্জিন?'

মুখ তুলে কেবলের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মনে পড়েছে, প্রথম যেদিন সবার অজ্ঞাতে হয়েস্টে চড়ে কিংডম এসেছিল ও, সেদিনই লক্ষ করেছিল কোন কারণে মেশিন বন্ধ হয়ে গেলে কি করে চালাতে হয় ওটা। পন্থাটা জানা আছে। 'আর কতক্ষণ টিকবে বাঁধ, কোন ধারণা আছে?' প্রশ্ন করল ও।

'না। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। অ্যাট এনি মোমেন্ট।'

উঁকি দিয়ে ফাটলটা দেখল মাসুদ রানা। পানির ধারা আরও চওড়া হয়েছে দেখা গেল। ওদিকে ঝুঁকির পরোয়া না করে ফাটলের অনেক কাছে চলে গেছে র‍্যাদারটন। একটার পর একটা ছবি তুলে চলেছে সে অনবরত। জনিকে পাঠাল রানা লোকটাকে ফিরিয়ে আনতে, তারপর টার্মিন্যালের দিকে পা বাড়াল। লোকটা কাছে থাকলে ঝামেলা হবে। কেজে ঢোকার ঠিক আগে ছুটে এসে রানার আস্তিন টেনে ধরল জিন লুকাস।

'কি করছ তুমি?'

কেজের ক্রেডলের সাথে জোড়া পিনিয়নটা দেখাল ওকে রানা। 'ওটা খুলে দিলে এমনিই চলবে কেজ। ওটায় চড়ে...'

'না! আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'তুমি যাবে না। তোমার শরীর ভাল নেই।'

'কিছু ভেব না তুমি,' হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। 'এখন সুস্থ আছি আমি।'

'না তুমি সুস্থ নেই!' গলা চড়ে গেল তার। 'ফর গড'স সেক, রানা! বয় যাক। ও গিয়ে...'

'অনর্থক ভাবছ তুমি। কিছু হবে না আমার। তাছাড়া এঞ্জিন ছাড়া কেজ কি করে চালাতে হয় তা শুধু আমিই জানি। বয় জানে না।'

একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেল জিন। চাপা কণ্ঠে বলল, 'তোমাকেই কেন যেতে হবে? যাদের ড্যাম, তারা যায় না কেন? এসব ওদের কাজ।'

জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিল মাসুদ রানা। 'জিন, অনেক মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এখন, এ সময় কোন্‌টা কার কাজ সে তর্কে সময় নষ্ট করা কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া আমি তো কেজেই থাকছি, কেন অনর্থক ভাবছ?'

ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। এক কোণে পড়ে থাকা এক খণ্ড কাঠ তুলে নিয়ে ক্রেডলের পিন ছুটিয়ে ফেলল, ঠক্ ঠক্ করে কেজের ফ্লোরে আছড়ে পড়ল ওদুটো। কাঠ ফেলে ব্রেক লিভার ধরল মাসুদ রানা, আস্তে আস্তে রিলিজ করল ব্রেক। দোল খেতে খেতে রওনা হয়ে গেল খাঁচা, আর সবার হতবাক দৃষ্টির সামনে ক্রমেই সরে যেতে থাকল দূরে। টার্মিন্যালে দাঁড়িয়ে আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল অন্যরা। দূর থেকে জনিও দেখছে দৃশ্যটা। বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে আছে তার।

ওদের ডানে, সামান্য নিচে বাঁধের ফাটল ততক্ষণে বেশ বড় হয়ে গেছে, প্রতি মিনিটে আরও বাড়ছে। ফাঁক গলে বাদামী রঙের পানি হড়-হড় করে নামছে, আগের চাইতে অনেক মোটা ধারায়। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রথম পাইলন দেখা দিল, লিভারের ওপর চাপ বাড়াল মাসুদ রানা, গতি কমিয়ে দিল কেজের, পাইলনের একেবারে কাছে এসে পুরো দাঁড় করিয়ে ফেলল খাঁচা।

নিঃসীম শূন্যে ভাসছে মাসুদ রানা। বাতাসে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে হয়েস্ট কেজ, ওটার সাথে তাল মিলিয়ে ও-ও দুলছে। রানার ঠিক সামনেই থান্ডার ভ্যালি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে বীভার ড্যাম লেক চোখে পড়ল ওর। নিচের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। নিচে শ্রমিকরা কাজ থামিয়ে বারবার ওপরের দিকে তাকাচ্ছে।

সূর্যের আলো পড়ে ঘামে ভেজা মুখ চকচক করছে তাদের আয়নার মত। সরাসরি ওদের মাথার ওপর পৌঁছার জন্যে আরেকবার ব্রেক রিলিজ করল রানা, কেবলের ওপর দিয়ে পিছলে গজ বিশেক সামনে এগোল।

তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে চেঁচিয়ে লোকগুলোকে হুঁশিয়ার করল ও, বাঁধের ফাটলের কথা জানাল। আবার কাজ থামিয়ে মুখ তুলল ওরা। চাউনি ভাবলেশহীন, মনে হচ্ছে বুঝতে পারেনি ওর বক্তব্য। অথবা বিশ্বাস করেনি। আবার চেঁচাল মাসুদ রানা। কিছুক্ষণ ওকে দেখল লোকগুলো, তারপর যার যার কাজে লেগে গেল। ট্রিভেডিয়ানও রয়েছে ওদের মধ্যে।

বুঝল রানা এভাবে কাজ হবে না। ওদের কাছে যেতে হবে। ব্রেক রিলিজ করে দিল ও, হড় হড় করে গড়াতে লাগল খাঁচা ও প্রান্তের হাউজিঙের দিকে। খাঁচা থেমে দাঁড়ানোমাত্র লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা, ছোটবড় বোল্ডার লাফিয়ে লাফিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটল সামনের দিকে, সেই সাথে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'ক্যাম্পে ফিরে এসো সবাই! বাঁধে ফাটল ধরেছে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙে যাবে বাঁধ! পালাও সবাই! জলদি ক্যাম্পে চলে যাও!'

এবার মনে হলো কাজ হয়েছে কিছুটা। একজন দু'জন করে কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শ্রমিকরা। এক কান দু'কান করে মুহূর্তে সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেল আসন্ন বিপদের খবর। একজন দু'জন করে ক্যাম্পের দিকে হাঁটা ধরল শ্রমিকরা। প্রায় সাথে সাথে থেমেও পড়ল তারা ট্রিভেডিয়ানের ধমক খেয়ে।

'বোকা নাকি তোমরা! জানো না কে এই লোক? বুঝতে পারছ না ওর মাথার ঠিক নেই, পাগলের প্রলাপ বকছে ও? ফিরে যাও কাজে, যত্তোসব!'

খানিক অপেক্ষা করল লোকগুলো, তারপর দ্বিধাগ্রস্তের মত ফিরে

গিয়ে হাত লাগাল কাজে। সন্তুষ্ট হয়ে রানার দিকে পা বাড়াল ট্রিভেডিয়ান। প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে আছে চেহারা। 'চলে যাও এখান থেকে, মাসুদ রানা!' হিসিয়ে উঠল সে। 'নইলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব আজ।'

পাত্তা না দিয়ে আবার চেঁচিয়ে সতর্ক করল ও শ্রমিকদের। চোখের কোণ দিয়ে অনেক দূরের ভাঙনটা দেখার চেষ্টা করল রানা, কল্পনায় দেখল আগের থেকে যেন আরও অনেক বড় হয়েছে ওটা। 'তোমরা সবাই পালাও!' চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'বাঁধ ভেঙে গেছে, এখানে থাকলে একজনও জানে বাঁচবে না।'

এদিকেই আসছিল পিটার, ঘুরে দাঁড়াল লোকগুলোর দিকে মুখ করে। 'একজনও নড়বে না জায়গা ছেড়ে! ম্যাক্স! ধর্ তো, শালাকে!'

শ্রমিকদের মধ্যে ওই লোকও যে ছিল, এই প্রথম লক্ষ করল মাসুদ রানা। 'বোকার মত আচরণ করছ তুমি, পিটার!' বলল ও। 'তুমি কি মনে করো শুধু শুধু এতদূর ছুটে এসেছি আমি ঝুঁকি নিয়ে? ওদেরকে যেতে বলো, তুমিও পালাও! সময় নেই, দেরি করলে বাঁচবে না কেউ।'

'ম্যাক্স!' জবাবে কুকুরের মত ঘেউ করে উঠল ট্রিভেডিয়ান। শ্রমিকদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দানব। কুতকুতে চোখে দেখছে রানাকে, এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে। 'মাসুদ রানা!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ট্রিভেডিয়ান। 'জানে বাঁচতে চাইলে পালাও এখনই, নইলে ম্যাক্স তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবে।'

'আমি বলছি...'

'কিচ্ছু বলাবলির নেই!' ধমকে উঠল সে। 'বাঁধে ফাটল ধরার প্রশ্নই আসে না। সরকারী এঞ্জিনিয়াররা বাঁধের প্রতিটি সেকশনের কাজ তদারক করেছে, কোন ফল্ট পায়নি তারা। চলে যাও!'

বুঝল রানা এই গাধাকে লাইনে আনা যাবে না। কাজেই আবার শ্রমিকদের লক্ষ করে হাঁক ছাড়ল ও। তারপর ঘুরেই ছুটল ক্যাম্পের দিকে। লোকগুলোকে বোঝাতে চাইল খুব ভয় পেয়েছে ও। যা চেয়েছিল রানা তাই ঘটতে দেখা গেল, কাজ ফেলে বেশ কিছু শ্রমিক দ্রুত পা বাড়াল ক্যাম্পের দিকে, মুহূর্তে মাসুদ রানার 'ভয়' সংক্রমিত হয়েছে ওদের সবার মধ্যে।

রানার চালাকিটা মুহূর্তে ধরে ফেলল চতুর ট্রিভেডিয়ান, বুঝে ফেলেছে এরপর কি ঘটতে পারে। ঝট্ করে পিছনে তাকাল সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। 'খবরদার! কাজ ফেলে এক পা-ও নড়বে না কেউ।' পরমুহূর্তে এদিক ফিরল সে। মাসুদ রানা তখন ছুটছে ক্যাম্পের দিকে, চেঁচিয়ে সবাইকে চলে আসতে বলছে।

ওকে থামানোর প্রয়োজনীয়তা বুঝল পিটার। আবার চেঁচিয়ে উঠল ভাইয়ের উদ্দেশে, 'ম্যাক্স! ধর্, হারামজাদাকে!'

ঘুরে তাকাল রানা, পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল দানবটাকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে দেখে। আর বড়জোর এক মিনিট, তারপরই ধরা পড়তে হবে ওকে। দৌড়ের ফাঁকে পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলল রানা, তারপর ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্টে বলল, 'এসো না, ম্যাক্স! আমি কিন্তু গুলি করব তাহলে।'

কাজ হলো না, একটুও কমল না ম্যাক্সের দৌড়ের গতি। মনে হলো হয় সে শোনেনি রানার কথা, অথবা শুনলেও বিশ্বাস করেনি। প্রায় উড়ে আসছে মানুষটা, পৌঁছে গেছে ওর ত্রিশ গজের মধ্যে। 'ম্যাক্স! থামো! আর এক পা-ও এগোবে না বলছি!'

পিছন থেকে পাল্টা হাঁক ছাড়ল ট্রিভেডিয়ান। 'না, ম্যাক্স, থামবে না! ধরে আনো ওকে।'

'বোকামি কোরো না, ম্যাক্স!' শেষবারের মত সাবধান করল

তাকে মাসুদ রানা। 'থামো, ফিরে যাও!'

শুনল না বোকা লোকটা। হুড়মুড় করে এসে পড়ল। অন্য সময় হলে অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখত মাসুদ রানা, কিন্তু এ মুহূর্তে নিজের দৈহিক শক্তির ওপর ভরসা নেই বিন্দুমাত্র। অতএব সহজ পথটাই বেছে নিল ও, লোকটার বাঁ হাঁটুর সামান্য নিচে সই করে গুলি করল। বুলেটের ধাক্কায় সড়াৎ করে বাঁ পা পিছলে গেল ম্যাক্সের, দু'চোখে তীব্র যন্ত্রণা আর অবিশ্বাস নিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে রানার পাঁচ হাত দূরে। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়াবহ এক আর্তনাদ।

থতমত খেয়ে গেল সবাই গুলির শব্দে। থমকে গেল ট্রিভেডিয়ান। চোখ বড় করে মাসুদ রানাকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। দাঁতে দাঁত চাপল কড়মড় করে। 'কুত্তার বাচ্চা!'

না শোনার ভান করে শ্রমিকদের দিকে পিস্তল তুলল মাসুদ রানা। 'এই মুহূর্তে ক্যাম্পের দিকে রওনা হও সবাই! এক মিনিট সময় দিলাম, এরপর যে দাঁড়িয়ে থাকবে, ম্যাক্সের মত অবস্থা হবে তার। মুভ!'

সাড়া পড়ে গেল লোকগুলোর মধ্যে, দুদ্দাড় করে ছুটল সবাই ক্যাম্পের দিকে। ট্রিভেডিয়ানের দিকে ফিরল এবার রানা। 'ম্যাক্সকে তোলো ঘাড়ে, জলদি! জলদি নিয়ে চলো ওপরে!'

নড়ল না লোকটা। 'এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে, মাসুদ রানা!'

'সে যখনকারটা তখন দেখা যাবে। এখন ওকে তোলো!'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল ট্রিভেডিয়ান। 'দেখি আগে কি হয়েছে ড্যামের, তারপর...' বলতে বলতে ছুটল সে কেজের দিকে।

'বোকামি কোরো না ট্রিভেডিয়ান! যেয়ো না!'

'শাট আপ, বাস্টার্ড!'

পিস্তল তুলল রানা, গুলি করবে কি করবে না ভাবল খানিক, তারপর নামিয়ে নিল ওটা। যাকগে, মরার যখন এতই শখ, মরুক। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ম্যাক্সের কাছে এসে বসল মাসুদ রানা। বাঁ পা বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে আছে তার, ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে দরদর করে। জ্ঞান হারিয়েছে। অস্ত্র পকেটে রেখে দেহটা চিত করল মাসুদ রানা, তারপর দু'হাত ধরে দেহটা একটু একটু করে টেনে নিয়ে চলল নিরাপদ ওপরে আশ্রয়ের দিকে।

ওর মাঝে একবার মুখ তুলে ক্যাম্পের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। লেবাররা সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাম্পের সামনে। ওদিকে ট্রিভেডিয়ান ততক্ষণে খাঁচা নিয়ে রওনা হয়ে গেছে জাজমেন্টের দিকে। ভীষণ ভারী ম্যাক্সের দেহ, দশ ফুট টেনে নিতেই আধ হাত জিভ বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার। তবু এক ফুট দুই ফুট করে টেনে নিয়ে চলল ও তাকে।

প্রায় খাড়া, পাথুরে পথ ধরে অনেকটা উঠে যখন মনে হলো এখন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, বসে পড়ল মাসুদ রানা। সশব্দে দম নিতে নিতে খাঁচা কতদূর গেছে দেখার জন্যে মুখ তুলল, এবং জমে গেল মুহূর্তে। সামনের ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল দৃশ্যটার দিকে। বাঁধের যেখানে ফাটল ধরেছিল, ঠিক সেখানটা আচমকা বিস্ফোরিত হলো, সূর্যের আলোয় চকচকে চেহারার কয়েক লক্ষ টন পানি নিরেট স্টীলের এক ব্লকের মত একযোগে ঝাঁপ দিল নিচে।

পানির প্রথম ধাক্কায় কেবলের পাইলন শোলার মত উড়ে গেল মুহূর্তের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে, ট্রিভেডিয়ানকে নিয়ে কেজটা ঝপ্ করে নেমে গেল অনেক নিচে। এর পরপরই হাজার কামানের এক সাথে গর্জে ওঠার মত বিস্ফোরণের ভয়াবহ

দূরাগত নিনাদে কেঁপে উঠল পুরো উপত্যকা। খাঁচাটাকে ভয়ঙ্করভাবে দুলতে দেখল রানা। সাদা পানি ততক্ষণে বাদামী হয়ে গেছে, স্লো মোশন ছায়াছবির মত এখনও নামছে পানির ব্লক। একসময় আছড়ে পড়ল ওটা। পানির আঘাত যে এত ভয়াবহ হয়, কল্পনাই করেনি মাসুদ রানা। পুরো উপত্যকা কেঁপে উঠল থর থর করে। আছড়ে পড়েই দুইশো মাইল বেগে রানাকে ধাওয়া করল পানি।

ম্যাক্সের কলার মুঠো করে ধরল ও, মরীয়া চেষ্টায় দেহটাকে টানতে টানতে ওপরদিকে ছুটল পড়িমরি করে। বোধহয় দশ গজও এগোতে পারেনি, কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেল রানার, তারপর গলা পর্যন্ত। ম্যাক্সের দিকে তাকাবার সুযোগই হলো না, তার আগেই স্রোতের তীব্র ঠেলা খেয়ে সামনের দিকে ছুটল মাসুদ রানা। পানির ঝাপটায় দম বন্ধ হয়ে মরার দশা হলো। এর মধ্যেও ম্যাক্সের কলার ছাড়েনি। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ছুটে গিয়ে এক বোল্ডারের ওপর আছড়ে পড়ল রানা। ডান উরুতে মনে হলো কে যেন গরম শিঁক ঢুকিয়ে দিল খচ্ করে। গুঙিয়ে উঠল ও।

জ্ঞান হারাবার আগমুহূর্তে মনে হলো কয়েকজোড়া হাত ওর কোটের কলার আর আস্তিন টেনে ধরল। তারপর আর কিছু মনে নেই রানার।

ওদিকে তখন খাঁচাসহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। কোথাও চিহ্নমাত্র নেই তার।

আট

এর পরের স্মৃতি পরিষ্কার নয় মাসুদ রানার। অস্পষ্ট মনে আছে কারা যেন ধরাধরি করে গাড়িতে তুলল ওকে। দেহের ডান অংশে তীব্র যন্ত্রণা, মূল ব্যথা উরুতে। নাড়াচাড়ায় ব্যথাটা থেকে থেকে ব্রেনে ইলেকট্রিক শকের মত আঘাত করছে। এরপর মনে আছে শুধু গাড়ির ঝাঁকি।

পুরো জ্ঞান ফিরল রানার ছোট একটা আবছা অন্ধকার রুমে। চার দেয়াল ধপধপে সাদা পেইন্ট করা রুমটার। ভেতরের বাতাসে ওষুধের কড়া গন্ধ। মাথার কাছে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। উদ্বিগ্ন জিন লুকাসকে দেখতে পেল। ওকে তাকাতে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে। 'এখন ভাল বোধ হচ্ছে?'

মাথা দোলাল ও। 'আমি কোথায়? হাসপাতালে?' টের পেল ডান পা নাড়তে পারছে না ও, পুরো পা প্লাস্টার করা। 'পা...'

'কথা বোলো না, রানা।' ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল জিন। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'পা ভেঙে গেছে আমার?' দুর্বল গলায় বলল মাসুদ রানা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি গাল চুলকাল।

'হ্যাঁ। তবে চিন্তার কিছু নেই। ডাক্তার বলেছে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যাবে তোমার পা।'

'ম্যাক্স? ও বেঁচে আছে?'

'আছে। খুলিতে ফ্র্যাকচার হয়েছিল ওর। বাঁ হাত ভেঙে গেছে, বাঁ পায়ে গুলিও লেগেছে। তবে বেঁচে আছে।'

'পিটার?'

মাথা দোলাল জিন। 'ভেসে গেছে বানের পানিতে।'

চুপ করে শুয়ে থাকল মাসুদ রানা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পরেরবার যখন চোখ মেলল ও, তখন রূম অন্ধকার। জিন আছে কি না দেখার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে দেহের ডান দিকে যেন বিষাক্ত বিছার কামড় খেল। অসহ্য ব্যথায় মুহূর্তে ঘেমে গেল ও। বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। সময় বয়ে চলেছে মাঝেমধ্যে এক-আধটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল রানা, অনেক দূর দিয়ে হুড়মুড় করে এক ট্রেন ছুটে যাওয়ার শব্দও শুনল।

অনেকক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। সকালে ন'টার পর ভাঙল ঘুম। অল্পবয়সী এক নার্স নাস্তা নিয়ে তখনই ঢুকল ওর রূমে। রানাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল সে মিষ্টি করে। 'ওয়েল, গ্রেট অয়েল ম্যান, কেমন আছেন?'

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ট্রে রেখে আবার হাসল মেয়েটি। 'অনুমান করতে পারেন কি আন্তর্জাতিক ঝড় তুলেছেন আপনি?' বেডসাইড টেবিলটা ওর বুকের সামনে রাখল সে। 'নিন্, ডিম দুটো খেয়ে দুধটাও গিলে ফেলুন। আজ সময় হয়েছে আপনার পেটে কিছু দেয়ার।'

'আজ কি বার?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'শুক্রবার।'

বাঁধ ভেঙেছে মঙ্গলবার, মনে আছে ওর। আড়াই দিন ঘুমিয়েই কেটে গেছে রানার? 'জিন লুকাস কোথায়?'

'ডাক্তারের সাথে কথা বলছেন। আপনি খেয়ে নিন। আমি আপনার জন্যে খবরের কাগজ নিয়ে আসি। সব কাগজে তো এখন

কেবল আপনার ছবি আর কিংডমের কাহিনী। ডক্টর গ্রাহাম ওগুলো বেশি বেশি পড়তে বলেছেন আপনাকে, যাতে তাড়াতাড়ি চাঙা হয়ে ওঠেন আপনি।'

ওর খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে ফিরল মেয়েটি। 'নিন্। পড়ুন আর দেখুন।'

একটা পত্রিকা তুলে নিল মাসুদ রানা। খুব বড় করে সলোমন'স জাজমেন্ট বাঁধ দুর্ঘটনার খবর ছাপা হয়েছে এটায়। সেই সাথে কিংডমে মাসুদ রানার তেলকূপ আবিষ্কার, গ্যারি-বয়-জনির ঢাউস সাক্ষাৎকারও আছে।

একটু পর মাঝবয়সী ডাক্তার গ্রাহাম ঢুকল রুমে। 'কেমন আছেন?'

'ভাল। ধন্যবাদ।'

'গুড। রোগী ভাল থাকলে ডাক্তারও ভাল থাকে। কিছু টেস্ট বাকি আছে, মিস্টার রানা। ভাবছি এখনই সেরে ফেলি।'

নীরবে মাথা দোলাল রানা।

অনেকক্ষণ ধরে ওর হার্ট বিট, পালস বিট এবং ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করল ডাক্তার। নোট নিল। কাজের ফাঁকে অসংখ্য প্রশ্নও করল সে রানাকে। 'ব্যাপার কি, ডক্টর?' প্রশ্ন করল ও এক সময়।

'কিছু না। রুটিন চেক।'

কিন্তু রানা বুঝল এ রুটিন চেক নয়। তবে চেপে গেল ও। কিন্তু যখন ওর রুমে এক্স-রে মেশিন ইত্যাদি এনে ঢোকানো হলো, তখন কথা না বলে পারল না। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন আপনি,' বলল মাসুদ রানা।

'মানে?'

'কি করে জানলেন আপনি আমার ক্যান্সারের কথা?'

'জিন লুকাস বলেছে।' একটু ভাবল ডক্টর গ্রাহাম। 'আপনার

ক্যান্সার সনাক্ত করেছে কে প্রথম?'

'আমার দেশের এক ডাক্তার। তারপর লন্ডনের ডক্টর গ্রোভার।'

পর পর কয়েকটা ছবি তোলা হলো রানার এক্স-রে মেশিনে। তারপর মুক্তি মিলল। 'অল রাইট, মিস্টার রানা? কোন কষ্ট হয়নি তো?'

হাসল ও। 'কষ্ট আমার হয়নি, হয়েছে আপনার। অর্থহীন কষ্ট।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ ডাক্তার। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসল বেডের পাশে। 'একটা ব্যাপার কি কখনও ভেবে দেখেছেন, যেখানে আপনি আর দু' মাস বাঁচবেন বলে জানানো হয়েছিল, সেখানে তিন মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও কি করে সবল আছেন আপনি? এতদিনে আপনার অ্যানিমিয়া কি ফাইনাল স্টেজে চলে যাওয়ার কথা ছিল না, আরও দুর্বল হয়ে পড়ার কথা ছিল না আপনার?'

তাকিয়ে থাকল রানা ডাক্তারের দিকে। 'বুঝলাম না।'

'বুঝতে আমিও পারছি না পুরোপুরি। তবে বুঝে যাব। আপনি সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং এক কেস, মিস্টার রানা। খুব সম্ভব।'

'যেমন?'

'এ ক্ষেত্রে যা নিতান্তই কম ঘটে, তাই হয়তো ঘটেছে আপনার বেলায়। ক্যান্সার কারও সারে, শুনেছেন কোনদিন?'

অপলক চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'শোনেননি, তাই তো? ওয়েল, তবে সারে। যদিও তাতে ডাক্তারের কোন কৃতিত্ব নেই। তবু কেউ কেউ সেরে ওঠে। প্রকৃতির আজব অনেক খেয়ালের মধ্যে এ-ও একটা। আমাদের কাছে ক্যান্সার এখনও দুরারোগ্য এক ব্যাধি। কি ভাবে সারে এ অসুখ, আমরা জানি না। হতে পারে হয়তো রোগীর কেমিস্ট্রির সামান্য রদবদলের কারণে, অথবা তার সাইকোলজিক্যাল রিঅ্যাডজাস্টমেন্টের জন্যে সেরে যায়।

'মিস্টার রানা, আমি আপনাকে এখনই কোন আশা দিতে যাব না। এক্স-রে ফিল্মগুলো ডেভেলপ করার পর বলব যা বলার। তবে এমুহূর্তে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, এতদিনে আপনার পুরোপুরি বিছানায় পড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তা যে হয়নি, আপনি নিজেও তা জানেন। বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে আপনার। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আপনার কোনরকম ইন্টারনাল হেমোরেজ নেই এবং অ্যানিমিয়ার পাত্তা পর্যন্ত নেই।'

ঝুঁকে ছিল ডাক্তার, সোজা হলো। 'এসব আপনাকে এখনই বলা উচিত হয়নি আমার। তবে ওই যে বললাম, আপনি ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এক কেস, তাই বলে বসেছি মুখ ফসকে। এনিওয়ে, এখন চলি। প্লেটগুলো চেক করে পরে আসব আমি আবার। তখন বলতে পারব ভেতরে ঠিক কি চলছে আপনার।'

নীরবে ডাক্তারের চলে যাওয়া দেখল মাসুদ রানা। মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল তার কথাগুলো। লোকটার চোখেমুখে যে আনন্দ-উত্তেজনার ছোঁয়া দেখেছে রানা এতক্ষণ, নিজের মধ্যেও তা অনুভব করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা কি সত্যি হতে পারে? তাও ওরই বেলায়?

প্রথমে জিন, তার পিছনে জনি আর গ্যারি এসে ঢুকল রুমে। 'হাই, রানা!' বলে উঠল জনি। 'তোমাকে বিদায় জানাতে এলাম আমরা।'

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল ও।

মাথার কাছে এসে দাঁড়াল প্যাকার। 'চমৎকার লাগছে তোমাকে দেখতে। খুব ফ্রেশ মনে হচ্ছে।'

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'কোথায় যাবে বললে না?'

'আমি যাচ্ছি কিংডম। গ্যারি এডমন্টন। নতুন রিগের ব্যবস্থা করতে।'

'কিংডমে গিয়ে কি করবে?'

'সেটাই তো বলতে এসেছি। সেদিন যাদের প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ, পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজে যারা ছিল, ওরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। প্রত্যেকে তারা তোমার কিংডম নতুন করে তৈরি করার কাজে লেগেছে কাল থেকে। আমি যাচ্ছি ওদের কাজ তদারক করতে। সমস্ত কিছু নিজেদের পয়সায় করছে ওরা।'

'কিন্তু, জনি…'

'শোনো, ওরা কেন এসব করছে, এই যদি হয় তোমার প্রশ্ন, তাহলে সেরে উঠে ওদেরকেই তা কোরো। আমি নিষেধ করতে গিয়ে জবর ধরা খেয়েছি কামলাকির প্রত্যেকের কাছে। আর কালকের মধ্যে যদি আমি কিংডমে না পৌঁছি, আমাকে খুঁজতে লোক পাঠাবে ওরা। কাজেই আমি যাচ্ছি। বয় আছে ওখানে। ওয়েল, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। আমি চলি। গ্যারি! চলে এসো।'

হাসল গ্যারি রানার দিকে তাকিয়ে। 'আপনি সুস্থ আছেন দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি, মিস্টার রানা। আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি গর্বিত। আমি ক্যালগারি গিয়ে দেখা করব উইনিকের সাথে, তাকে বলব আপনার কথা।' রানার বাঁ কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দানব। 'দেখা হবে, চলি।'

ওরা বেরিয়ে যেতে চেয়ারটা রানার মাথার কাছে এনে বসল জিন লুকাস। স্থির দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল মিটিমিটি।

প্রিয় মিস্টার রানা,

ডক্টর গ্রাহাম কিছুদিন আগে আপনার অসুখের বর্তমান অবস্থা আমাকে সম্পূর্ণ জানিয়েছেন, এবং আপনার সম্প্রতি তোলা কিছু এক্স-রে ছবিও পাঠিয়েছেন। ওগুলো দেখে তাঁর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত যে আপনার ভেতরে

বর্তমানে ক্যান্সারের চিহ্নমাত্র নেই। আপনি পুরো সুস্থ এখন, ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বিগ্ন হতে হবে না আপনাকে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরে আমি যে কি আনন্দিত হয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত ক্ষমতা আমার নেই।

ডক্টর গ্রাহামের মুখে নিশ্চই শুনেছেন, ক্যান্সারও কখনও কখনও সেরে যায়, প্রায় অলৌকিকভাবেই বলা চলে। যদিও খুব কম, খুবই কম রোগীর বেলায় তা ঘটে। মেডিকেল সায়েন্সে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। আমরা আজও জানতে পারিনি কেন এমনটা ঘটে। আপনার ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে সম্ভবত মনস্তাত্ত্বিক কারণে। আজীবনের চেনা-জানা পরিবেশ ছেড়ে আপনি হঠাৎ এমন এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন যার প্রকৃতি হয়তো অবচেতন মনে ভাল লেগে যায় আপনার, বা যে কাজে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়েছিলেন বলে জানতে পেরেছি, সেটাও ভাল লেগে গিয়ে থাকতে পারে বলে, কিংবা ওই কাজে তীব্র উত্তেজনা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ছিল বলে, অথবা, ইদানীং আপনি প্রেমে পড়েছেন বলেও শুনেছি, এর যে কোন একটা, নয়তো সব ক'টিই মনের ওপর এমন এক ক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আপনার, যে আপনি তার সাহায্যে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন দুরারোগ্য ক্যান্সারকে।

যদিও আমি নিশ্চিত নই, তবু, খুব সম্ভব এ সবই সেরে উঠতে সাহায্য করেছে আপনাকে। সে যা-ই হোক, আপনার সেরে ওঠার খবরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আপনার জীবনের সর্বাঙ্গীণ সুখ এবং মঙ্গল কামনা করি। এরপর লন্ডন এলে যদি আমার সাথে দেখা করেন, খুব খুশি হব।

তবে একটা কথা, দয়া করে পিস্তলটা সঙ্গে আনবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত
জোনাথন গ্রোভার।

চিঠি পড়া শেষ হতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। জিনের হাতে তুলে দিল ওটা। সন্ধে হয়ে আসছে। কেবিনের জানালা দিয়ে আবছা আলো আসছে স্ট্রীট ল্যাম্পের। ওর চুলে বিলি কাটছে জিন। দরজায় নকের মৃদু শব্দে দু'জনেই ঘুরে তাকাল। ঘরে ঢুকল সেদিনের নার্সটি। 'মিস্টার রানা, দুই ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে।'

উঠে দাঁড়াল জিন। 'কি নাম?'

দ্বিতীয়বার মুখ খোলার সময় পেল না নার্স, তার আগেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বৃদ্ধের জলদগম্ভীর 'রানা!' ডাক শুনে রানার বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠল এক ঝলক রক্ত। পায়ের কথা ভুলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেল মাসুদ রানা, হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল সোহেল। 'উঠিস না, উঠিস না! শুয়ে থাক!'

তবু উঠে বসল মাসুদ রানা। পালা করে দেখতে লাগল দু'জনকে। দীর্ঘ সময় ওকে দেখলেন বৃদ্ধ, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন বুকের সাথে। 'খোঁজ পেয়ে ছুটে এসেছি আমরা, রানা!' শেষদিকে গলা ভেঙে গেল বৃদ্ধের প্রচণ্ড আবেগে। 'তিনটে মাস পেরিয়ে গেল, একটা খবর দিলে না...তুমি সুস্থ হয়ে গেছ জেনে...আমরা...' স্বর বুজে কথা আটকে গেল।

রানা অনেক চেষ্টা করেও বলতে পারল না কিছু। চোখ ভরে গেছে পানিতে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ওকে ছেড়ে এক হাত পিছিয়ে দাঁড়ালেন রাহাত খান, দু'কাঁধ ধরে আবার দেখলেন রানাকে। দুই

চোখে পানি, কিন্তু মুখে হাসি। হঠাৎ ঘরের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হলেন তিনি, চোখ পড়ল জিনের ওপর। অবাক কাণ্ড, রানার সাথে কোন মেয়েকে দেখলে সব সময় বিরক্ত, রুষ্ট হন রাহাত খান। অথচ আজ ঘটল উল্টো। 'তুমি নিশ্চই জিন লুকাস?' বলে হাসলেন তিনি, ওর মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন।

মেয়েটির সঙ্গে জমে গেলেন তিনি, কথা আছে—বলে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন ওকে। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল সোহেল রানার কাছে।

'একটা খবর পর্যন্ত দিলি না কেন, রানা? এভাবে গায়েব হয়ে গেলি...সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়িয়েছি আমরা...'

'তোরাই তো বিদায় করে দিলি আমাকে। দেশের মাটিতে মরারও সুযোগ দিলি না। লন্ডনে...'

'আরে, উল্লুক! ড. গ্রোভারের মতামত নিয়ে তোর সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আমি আর 'বস্' যখন লন্ডন পৌঁছলাম—তুই গায়েব! তুই জানিস, সেই থেকে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছি আমরা, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হওয়ার অবস্থা হয়েছে বুড়োর!'

'বলিস কী! আর দেশে ফিরিসিনি?'

'কি করে? তোকে হারিয়ে পাগল হতে শুধু বাকি...বুড়ো সামান্যতম সূত্র পেলেই ছুটে যাচ্ছে তোর খোঁজে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। সেখান থেকে আরেক দেশে। আর বলছে, ছেলেটা অভিমান করেছে! উফ্...খুব ভোগালি, দোস্ত!'

অবাক চোখে চেয়ে রইল রানা। দেখল, সোহেলের দু'চোখে পানি। হঠাৎ জোরে ফুঁপিয়ে উঠে রানাকে জড়িয়ে ধরল সোহেল।

নীরবে কাঁদছে দুই বন্ধু।

রানা বুঝল, এই দুনিয়ায় সে একা নয়। আত্মীয় নেই, কিন্তু তারও আছে আপনজন।

****